চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 81 Monday, 20 February, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৮১ সংখ্যা ✻ ৭ ফাল্গুন, ১৪২৯, সোমবার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

আজীবন সদস্য করা হতে পারে সোনিয়াকে

নয়াদিল্লি,১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আড়াল থেকে দল চালান বলে অনেকেই বলে থাকেন। অনেক আগেই ছেড়েছেন সভাপতির পদ। এবার জানা গিয়েছে, অসুস্থতার কারণে সোনিয়া গান্ধী ছাড়তে চান ওয়ার্কিং কমিটিও। ঘনিষ্ঠমহলে নিজের ইচ্ছার কথা জানাতেই শোরগোল পড়ে গেল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে। তবে কি ম্যাডাম রাজনীতি থেকে অবসর নিতে চাইছেন। উঠছে প্রশ্ন। বস্তুত সোনিয়া গান্ধীর ইচ্ছার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই আলাদা চিন্তাভাবনা শুরু করল কংগ্রেস। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, তাঁকে রাজনীতির ময়দানে রাখার পাশাপাশি দলের নিয়ন্ত্রক হিসাবে রাখতে ওয়ার্কিং কমিটির আজীবন সদস্য করার পরিকল্পনা করেছেন বর্তমান সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও ঘনিষ্ঠরা। রাহুল গান্ধীকেও আজীবন সদস্য করা হতে পারে বলে সূত্র মারফত জানতে পারা গিয়েছে। তবে এখনও যা পরিস্থিতি, রায়পুরের প্লেনারি অধিবেশনে দলের গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতে না পারলে ভোটাভুটির মাধ্যমেই ওয়ার্কিং কমিটি গড়তে হবে। ভোটাভুটি এড়িয়ে কীভাবে দলের নীতি নির্ধারক কমিটি গঠন সম্ভব তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করছেন খাড়গেরা। গত অক্টোবরে মল্লিকার্জুন খাড়গে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ভেঙে দেওয়া হয় পুরনো ওয়ার্কিং কমিটি। প্লেনারি অধিবেশন পর্যন্ত কাজ চালাতে গঠন করা হয় ৪৭ জনের স্টিয়ারিং কমিটি। সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেও স্টিয়ারিং কমিটির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল গান্ধী পরিবারের হাতে। দল পরিচালিত হচ্ছিল সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর কথা মতো। সংগঠনে দায়িত্ব বণ্টন থেকে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন। সবকিছুই সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কার অনুমোদন পাওয়ার পরই চূড়ান্ত হচ্ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কানাঘুষো, দলের দৈনন্দিন কাজ থেকে অব্যাহতি নিতে পারেন সোনিয়া। ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকার বিষয়ে ইতিমধ্যেই অনীহা প্রকাশ করেছেন।

কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে আঁতাত শুভেন্দুর!

সাগরদিঘির প্রচারমঞ্চ থেকে আক্রমণ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা,সাগরদিঘি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি সাগরদিঘিতে উপনির্বাচন। তার আগের রবিবার হাই ভোল্টেজ প্রচারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর প্রচারমঞ্চ থেকে তিনি বিরোধী প্রার্থীদের সুপ্ত চরিত্র কার্যত প্রকাশ্যে আনলেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোটপ্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের 'আঁতাঁতে'র অভিযোগ তুললেন তিনি। মঞ্চেই তাঁদের একটি ছবি প্রকাশ্যে আনলেন অভিষেক। আর তা দেখিয়ে সাধারণ জনতার প্রতি তাঁর বার্তা, এঁদের ভোট দেওয়া মানে আসলে বিজেপির হাত শক্ত করা। সাগরদিঘি উপনির্বাচনে এবার কংগ্রেস প্রার্থীকেই সমর্থন দিচ্ছে বামেরা। কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসই লড়বেন জোট প্রার্থী হিসেবে। আর তাঁর সঙ্গেই শুভেন্দু অধিকারীর একটি ছবি প্রকাশ্যে আনেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগরদিঘির দিঘীর পাড়ের সভায় তিনি ডেকে নেন তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁকেই বলেন সেই ছবি তুলে ধরতে। দেবাশিসবাবু একটি হোর্ডিং তুলে

ধরে দেখান, সেখানে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বাইরন বিশ্বাসকে ছবি রয়েছে।
তা দেখিয়েই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, চিনে নিন কাদের সঙ্গে কাদের আঁতাঁত রয়েছে। এঁদের ভোট দেওয়া মানে বিজেপির হাত শক্ত করা। এখানে মীরজাফররা প্রার্থী হয়েছে। অধীর চৌধুরী কি জানতেন না? তিনি তো কোন প্রতিবাদ করেননি। জেনে রাখুন, সাগরদিঘির একটি বুথেও যদি তৃণমূল হেরে যায়, তাহলে সেটা মীরজাফরের বুথ। সাগরদিঘির উপনির্বাচন ২০২১ এর বিধানসভা ভোটের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এরপর অভিষেক সাগরদিঘির বিড়ি শ্রমিকদের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি এখানকার বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যা রয়েছে। ৯০০ টি বিড়ি বাঁধলে পাওয়া যায় ১৬৫ টাকা। আমরা চেষ্টা করব, এই টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার। দু'শোর বেশি করার। উপনির্বাচনে জিতে এক থেকে দেড়মাসের মধ্যেই আমরা এই কাজটা করতে চাই। শ্রমিকদের পাশে আছে আমাদের সরকার। ২৭ তারিখ সাগরদিঘির উপনির্বাচনে ত্রিমুখী লড়াই হবে। বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস, তৃণমূলের দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়, বিজেপির দিলীপ সাহার মধ্যে লড়াই হবে। দেখা যাক কে জেতে।তবে বিজেপি যে এখানে কোনও রকম ভালো ফল করবে না স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষেই আছে, দাবি ফিরহাদ হাকিমের

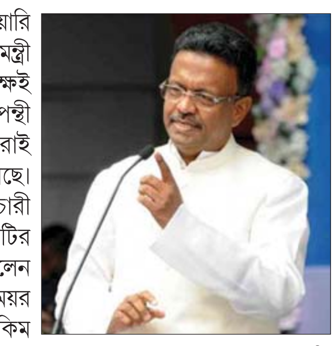

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই আছেন। কেবলমাত্র বামপন্থী কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরাই রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করছে। বামপন্থী রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাজকর্মকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ হাকিম বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্যের পাওনা এক লক্ষ কোটি টাকা। স্বভাবতই এই টাকা না পাওয়ার ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষে একাধিক প্রকল্পে টাকা দিতে হচ্ছে। যার কারণে উন্নয়নের কাজে গতি কমছে। মোদী সরকারের বিরোধিতা করার কারণেই রাজ্য সরকারকে টাইট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিমাত্রিক শুলভ আচরণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবু রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থে তিন শতাংশ ডিএ দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই আছেন। কেবলমাত্র বামপন্থী কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরাই রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করছে। ফিরহাদ হাকিমের দাবি, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রধান দায়িত্ব নিজেদের কর্তব্যে অবিচল থাকা সরকারি পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখা। এভাবেই বামপন্থী রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটির দুদিনের কর্ম বিরতির কর্মসূচিকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

তলব এড়াচ্ছেন সিসোদিয়া, সময় মঞ্জুরে নারাজ সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির আবগারি দুর্নীতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল ঘনিষ্ঠ তথা উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে রবিবার তলব করেছিল সিবিআই। কিন্তু মণীশ বাড়তি সময় চেয়ে আবেদন করেছেন তদন্তকারী সংস্থার কাছে। সূত্রের খবর, বাড়তি সময়ের আবেদন সম্ভবত মঞ্জুর করছে না সিবিআই। ফলে রাজধানীতে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে সঙ্কট।দিল্লিতে আবগারি দুর্নীতি নিয়ে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিসোদিয়াকে রবিবার তলব করেছে সিবিআই। শনিবার এ নিয়ে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আগের মতো এবারও তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করবেন তিনি। কিন্তু রবিবার সকালে বাড়তি সময় চেয়ে সিবিআইকে চিঠি দেন তিনি। জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ সিবিআই দফতরে সিসৌদিয়ার চিঠি পৌঁছয়। তাতে তাঁকে আরও অন্তত এক সপ্তাহ সময় মঞ্জুর করার আবেদন জানানো হয়।রবিবার সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সিসোদিয়া বলেন, ''ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ যখন সিবিআই বলবে আমি তাদের অফিসে যাব। দিল্লির অর্থমন্ত্রী হিসাবে বাজেট তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তাই আমি দিন পিছনোর অনুরোধ করেছি। আমি সব সময় এ রকম কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছি।''

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআইয়ের জালে তাপস ও নীলাদ্রি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তারি। এবার সিবিআইয়ের জালে তাপস মণ্ডল এবং নীলাদ্রি ঘোষ নামে দুই এজেন্ট। নিজাম প্যালেসে বেশ কিছুক্ষণ জেরার পর গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে। তদন্তে অসহযোগিতা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। আপাতত দু'জনকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তারির পরেও নিজেকে নির্দোষ বলেই দাবি করেন তাপস। তার দাবি, তদন্তে সহযোগিতার পরেও কেন গ্রেপ্তার করা হল জানি না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তারির পর সামনে উঠে আসে তাপস মণ্ডলের নাম। এরপর থেকেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে তাপস। সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হন হুগলির যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ। সরাসরি তাপস মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন তিনি। ইডি'র চার্জশিটেও ছিল মানিক ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের নাম। কুন্তল এবং তাপসকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করলে আরও নানা তথ্য পাওয়া যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সে কারণে সিবিআই রবিবার তাপসকে দীর্ঘক্ষণ জেরার পর গ্রেপ্তার করে। তাপসকে জেরা করে সামনে আসে নীলাদ্রি ঘোষের নাম। তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাপস মণ্ডল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাঠোর রোডের দেবীপুরের বাসিন্দা। প্রায় বছর কুড়ি ধরে ওই এলাকায় রয়েছেন। এই বাড়িতে থাকতেন স্ত্রী, দুই ছেলে ও পুত্রবধূ। ২০১১ সালের পর এই বাড়ির অদূরেই কামাখ্যা বালক আশ্রমের পাশে জমি কিনে আরেকটি দোতলা বাড়ি তৈরি করেন তাপস। এলাকাবাসীর সঙ্গে তাপস মণ্ডলের পরিবারের খুব একটা মেলামেশা ছিল না। ইদানীং তাপস নিয়মিত বাড়িতেও থাকতেন না। ইতিমধ্যেই তাপসের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। তাপসের পাশাপাশি তার পুত্রবধূকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন আধিকারিকরা। এবার তাপস ও নীলাদ্রিকে জেরা করে আর কার কার নাম সামনে উঠে আসে তা দেখা হচ্ছে বলে খবর মিলেছে।

'আন্দোলন প্রত্যাহার করুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবটাই দেখছেন', ডিএ বিক্ষোভকারীদের আহ্বান তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ডিএ-র দাবিতে সরকারি কর্মীদের একাংশের কর্মবিরতির কর্মসূচি চলছে। এদিকে তা ব্যর্থ করতে আগেই আসরে নেমেছে সরকার। এবার দল হিসাবে তৃণমূলও এই কর্মবিরতির বিরোধিতা করতে শুরু করল বলে খবর মিলেছে। তৃণমূলের কর্মচারী সংগঠনের চেয়ারম্যান ডাঃ মানস ভুঁইয়া জানান, ডিএ নিয়ে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, সেটা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর নেপথ্যে রয়েছে যারা তাদের সকলেই চেনে ও জানেন, তার হলেন বামেরা। তাদের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেসও। বকেয়া ডিএ'র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি কর্মীরা আন্দোলন করছেন। সদ্য হয়ে যাওয়া রাজ্য বাজেটে ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর পরও সরকারি কর্মীদের আন্দোলন তামে নি। কারণ, নয়া হারে ডিএ ঘোষণার পরও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ'র ফারাক অনেকটাই বেশি বলে তারা মনে করছেন। প্রাপ্য না মিটলে আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে আসবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চ। তাদের তরফে আগামী সোম ও মঙ্গল অর্থাৎ ২৯ ও ২১ ফেব্রুয়ারি সম্পূর্ণ কর্মবিরতি বা পেন-ডাউনের ডাক দেওয়া হয়েছে। যার পালটা পদক্ষেপ করেছে

নবান্নও। আগামী সোম ও মঙ্গলবার অর্থাৎ ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মীদের সমস্ত ছুটি বাতিল করেছে রাজ্য সরকার। যাঁরা এই দু'দিন বা কোনও একদিন কাজে আসবেন না, তাঁদের চাকরিজীবন থেকে একটি দিন বাদ যাবে বলে জানানো হয়েছে। সরকারের সেই পদক্ষেপের পর আবার আসরে নেমেছে তৃণমূল। সরকারি কর্মীদের কোনওরকম প্ররোচনায় পা না দিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মানস ভুঁইয়া। তাঁর বক্তব্য, আন্দোলনকারীরা অবস্থান প্রত্যাহার করুন। কাজে যোগ দিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহানুভূতিশীল। তিনি সবটাই দেখবেন। মানস ভুঁইয়া জানান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই বিক্ষোভ হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, আমরা ডিএ দেব না কখনওই বলিনি। অবশ্যই দেব। আর্থিক সংস্থান হলেই ডিএ দেব। মুখ্যমন্ত্রী সহানুভূতির সঙ্গে ভাবছেন সেটা। ৩৪ বছরের বিধ্বংসী বাম শাসনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ঋণের ভার নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী কখনওই বলেন না যে ডিএ দেব না। আমরা বেসিক স্যালারির সঙ্গে ডিএ কে সংযুক্ত করে দিয়েছি। এরপরই সরকারি কর্মীদের উদ্দেশ্যে পালটা প্রশ্ন ছোঁড়েন মানস। তিনি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্য সরকারি কর্মীরা কী কখনও ভেবেছেন? কেন্দ্র সরকার রাজ্যের কত টাকা আটকে রেখেছে। আজ কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে আর্থিকভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না, তার পাশাপাশি জিএসটি ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছে না।

অভিষেকের বাড়ি ঘেরাওয়ের পালটা হুমকি বিজেপির, জবাব দিল তৃণমূলও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ অভিষেকের ডাকে নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সকাল থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির কাছে বিক্ষোভ চলছে ঘাসফুল শিবিরের। এর মাঝেই পালটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাওয়ের হুমকি দিলেন সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির রাজ্য সভাপতির কথায়, ভবিষ্যতে অভিষেকের বাড়িও ঘেরাও করা হতে পারে। অবশ্য তাঁর হুঁশিয়ারির পালটা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ভুলেও বাড়াবাড়ি করলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা রাখবেন। আমরাই বিনামূল্য চিকিৎসাটা করিয়ে দেব। বিএসএফের গুলিতে কোচবিহারের রাজবংশী যুবক প্রেমকুমার বর্মনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো রবিবার কোচবিহারের ভেটাগুড়রি চৌপট্টিতে অবস্থান মঞ্চে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা। প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করায় মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করতে পারেননি তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। এর মাঝে শুরু হল রাজনৈতিক চাপানউতোর।

এদিকে রাজ্যের শাসকদলের এই কর্মসূচি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, এভাবে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তির বাড়ি ঘেরাও মেনে নেওয়া যায় না। ভবিষ্যতে অভিষেকের বাড়িও ঘেরাও হতে পারে। পালটা তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি কুণাল ঘোষ বলেন, বিজেপির মুখে এধরনের ব্যক্তি আক্রমণের কথা মানায় না। ওরা তো বলে-বলে, তৃণমূল নেতার বাড়িতে সিবিআই-ইডি পাঠাচ্ছে। বিজেপিকে তাঁর হুঁশিয়ারি, ভুলেও যদি বাড়াবাড়ি করতে যান, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা সঙ্গে রাখবেন, আমরাই বিনামূল্য চিকিৎসাটা করিয়ে দেব।

'সার্বভৌমত্ব' নিয়ে চিনকে সতর্ক করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সার্বভৌমত্ব ইস্যুতে চিনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। চিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় গুপ্তচর বেলুন পাঠানোর অভিযোগে দু দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শনিবার মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। ব্লিঙ্কেন চিনের বিদেশমন্ত্রীর কাছে মার্কিন সার্বভৌমত্বের অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘনের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করায় চিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে দুদেশের বিদেশমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠকটি হয়। মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেছেন, আমেরিকার সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রহণ যোগ্য লঙ্ঘনের বিষয়ে আমাদের বিদেশমন্ত্রী সরাসরি চিনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। ব্লিঙ্কেন বলেন, এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ যেন আর না হয়। তিনি বলেন, 'ব্লিঙ্কেন স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমেরিকা তাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন কোনও ভাবে সহ্য করবে না।

অ্যাডিনো ভাইরাসের চরিত্র বদল হয়েছে কি না তা দেখতে কোমর বেঁধে নেমেছে স্বাস্থ্যভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকতে হবে। অ্যাডিনো ভাইরাসের চরিত্র বদল হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে কোমর বেঁধে নেমেছে স্বাস্থ্যভবন। খবর মিলেছে, বি সি রায় শিশু হাসপাতাল থেকে এক শিশুর মৃত্যুর। আরও ১০ খুদে ভেন্টিলেশনে রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এর পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিল শিশুটি। গত ৮ দিন ধরে ভেন্টিলেশনে ছিল সে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার মাঝেই ঘরে-ঘরে শিশুদের জ্বর-সর্দি-কাশি। এমনকী, পেটের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হচ্ছে যে হাসপাতালে ভরতি করতে হচ্ছে তাদের। দ্রুত হারে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস। তবে এখনও আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলেই জানাচ্ছে স্বাস্থ্যভবন। বরং সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। গাইডলাইনও জারি করেছে স্বাস্থ্যভবন। তিনদিনের বেশি সময় ধরে জ্বর থাকলে, মাথাব্যথা, পেটখারাপ হলে চিকিৎসা আবশ্যক। সাধারণত জ্বর-কাশি, গলাব্যথার পাশাপাশি পেট খারাপ, বমি হয়ে থাকে এই ভাইরাসের আক্রমণে। চিকিৎসকরা বলছেন. নির্দিষ্ট সময় অন্তর জ্বর মাপতে হবে। জ্বর কতটা উঠল তা লিখে রাখতে হবে। একদিনের মধ্যে জ্বর না কমলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া আবশ্যক। অক্সিমিটার দিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপ করতে হবে। দু'বছরের কমবয়সিরা অসুস্থ হলে তাদের আলাদা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন ডাক্তাররা। শ্বাসকষ্ট হলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সেইসঙ্গে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। অসুস্থ শরীর নিয়ে ভিড়ের মাঝে যেতেও নিষেধ করছেন চিকিৎসকরা। শিশুরা অসুস্থ থাকলে স্কুলে পাঠাতে নিষেধ করছেন তারা। অন্যথায় অন্য শিশুদের মধ্যে সেই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে নিয়ম মেনে চললে চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করছে স্বাস্থ্যভবন।

তল্লাশি নিয়ে খবর করতে বাধা! আয়কর 'হানা'র তীব্র নিন্দা বিবিসির

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আয়কর দপ্তরের হানার তীব্র নিন্দা করে মুখ খুলল বিবিসি। একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাঁরা বলেছেন, চরম দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তাদের কর্মীদের সঙ্গে। তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত ফোনেও আড়ি পেতেছেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। তল্লাশি সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট লিখতে বারণ করা হয়েছিল। যদিও আয়কর দপ্তর দাবি ছিল, সংস্থার কাজে কোনওরকম সমস্যা তৈরি হয়নি। টানা তিনদিন ধরে বিবিসির দিল্লি ও মুম্বই দপ্তরে তল্লাশি চালিয়েছে আয়কর দপ্তর। রাতেও অফিসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন সংস্থার আধিকারিকরা। তল্লাশির সময়ে পূর্ণ সহযোগিতা করা হয়েছে বলেই দাবি করে বিবিসি। তবে ৭২ ঘণ্টার তল্লাশি শেষে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, বিবিসির কাজে কোনওরকম বাধা দেওয়া হয়নি। কিন্তু নতুন প্রতিবেদনে একেবারে উলটো কথা বলেছে ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা। তাদের দাবি, আয়কর হানা নিয়ে কোনও রিপোর্ট লিখতে বারণ করেন আধিকারিকরা। অফিসে থাকা সাংবাদিকদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেন পুলিশ ও আধিকারিকরা। প্রত্যেকের কম্পিউটার, নথিপত্র ঘেঁটে দেখেন। এমনকি কর্মীদের ফোনও কেড়ে নিয়ে নিজেদের হেফাজতে রাখেন আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ কাজ বন্ধ থাকার পর সম্পাদকের অনুরোধে অনুমতি দেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। তবে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় কোনও কাজ করা যাবে না। তল্লাশি নিয়ে একটিও কথা লেখা যাবে না। এমনকি, কর্মীদের ব্যক্তিগত ফোনেও আড়ি পাতা হয়। বিবিসির এই অভিযোগের পালটা অবশ্য কিছু বলা হয়নি আয়কর বিভাগের তরফে।

'দ্বিতীয়বার এই ভুল হলে ফল ভুগতে হবে', হুঁশিয়ারি আমেরিকার

১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নজরদারি বেলুন প্রসঙ্গে চিনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্স চলাকালীনই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন ও চিনা কূটনীতিবিদ ওয়াং ই। সেখানেই ব্লিঙ্কেন বলেন, দ্বিতীয়বার যেন আমেরিকার সার্বভৌমত্বে এভাবে হস্তক্ষেপ না করে চিন। দ্বিতীয়বার যেন এই ঘটনা না ঘটে। আমেরিকার আকাশসীমায় নজরদারি বেলুন পাঠানো নিয়ে চিনের সঙ্গে সেদেশের সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। এই ঘটনার জেরে চিন সফর বাতিল করেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন। তারপরেই চিনা প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসেন মার্কিন বিদেশ সচিব। সেখানেই বেজিংকে সাফ হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে আমেরিকার সার্বভৌমত্বে আঘাত হেনেছে চিন। এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ যেন দ্বিতীয়বার না হয়। আমেরিকার মুখপাত্র নেড প্রাইস জানিয়েছেন, এক ঘণ্টা বৈঠক করেছেন দুই দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিরা। সেখানে চিনের ভূমিকা নিয়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন ব্লিঙ্কেন। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের উপর হামলাকারী

রাশিয়াকে যদি সাহায্য করে চিন, তাহলে ফল ভুগতে হবে বেজিংকে। তবে পালটা দিয়েছে চিনও। সেদেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই জানিয়েছেন, বেলুন নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করেছে আমেরিকা। তাদের আগ্রাসী মন্তব্যের জন্যই দুই দেশের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। এমনকি বেলুন নিয়ে আমেরিকার অবস্থানকে অবাস্তব বলেও দাবি করেছিলেন ওয়াং। ইচ্ছাকৃতভাবে চিনের সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করা হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মনে, এমনটাই দাবি চিনের। তবে দুই দেশের সম্পর্কের ভীত যে নড়ে গিয়েছে, তা এই বৈঠকের শেষ স্পষ্ট। ভবিষতে চিন কি করে সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব। যুগটা প্রযুক্তির। অন্য সব ক্ষেত্রের মতো প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে উপগ্রহ বা ড্রোনের সাহায্যেই চালানো হয় নজরকারি। কিন্তু গত সপ্তাহ তিনেক ধরে চিন, রাশিয়া কিংবা আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে তর্কে জড়িয়েছে বেলুনকে কেন্দ্র করে! যা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই উঠছে প্রশ্ন। কেন প্রযুক্তির এই বাড়বাড়ন্তের মধ্যেও চিন, রাশিয়ার মতো দেশগুলি বেলুনের সাহায্যে নজরদারি চালাতে চাইছে?

৫টি দেশীয় কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল ওয়েপন সিস্টেম কিনছে সেনাবাহিনী

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে অনুমোদনের পরে ৫টি দেশীয় কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল ওয়েপন সিস্টেম কেনার অর্ডার দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (বিইএল) ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সমস্ত পাঁচটি অস্ত্র সিস্টেম সরবরাহ করবে। একটি কিউআরএসএএম অস্ত্র সিস্টেম একটি রেজিমেন্ট কমান্ড পোস্ট ভেহিকেল (আরসিপিভি) অন্তর্ভুক্ত হলে সিস্টেমের মস্তিষ্ক হিসাবে কাজ করবে। বিইএল এর মতে, একটি আরসিপিভি তিনটি ব্যাটারি ইউনিটের সাথে সংযুক্ত। একটি ব্যাটারি ইউনিটে একটি ব্যাটারি কমান্ড পোস্ট যান এবং একটি ব্যাটারি নজরদারি রাডার গাড়ি থাকে। এছাড়াও একটি ব্যাটারি ইউনিট চারটি কমব্যাট গ্রুপের (সিজি) সাথে সংযুক্ত। একটি সিজি একটি বহুমুখী রাডার ইউনিট নিয়ে গঠিত, যা ১০টি লক্ষ্য পর্যন্ত নিযুক্ত করতে পারে। একটি মাল্টি লঞ্চ রকেট যান ছয়টি কিউআরএসএএম রকেট দিয়ে সজ্জিত। একটি কিউআরএসএএম অস্ত্র ব্যবস্থায় ৭২টি কিউআরএসএএম রকেট থাকে। সিস্টেমে রকেট বহন করার জন্য একটি লজিস্টিক গাড়িও রয়েছে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে কিউআরএসএএম রকেটের প্রথম পর্যায়ের ব্যবহারকারীর পরীক্ষা চালিয়েছিল। সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর কাছে উপলব্ধ এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার সাহায্যে মাঝারি উচ্চতায় একটি পাইলটবিহীন উড়োজাহাজকে গুলি করার মাধ্যমে শেষ ব্যবহারকারীর ট্রায়াল এই বছরের ৯ জানুয়ারি করা হয়েছিল। ডিআরডিও এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্ব-আবহাওয়া ঘূর্ণনযোগ্য ট্রাক-ভিত্তিক লঞ্চ প্ল্যাটফর্মে বসানো একটি ক্যানিস্টার থেকে দেশীয়ভাবে তৈরি অস্ত্র ব্যবস্থার ছয় দফা ফ্লাইট পরীক্ষা পরিচালনা করেছে। ডিআরডিও ৩ থেকে ৭ জানুয়ারি নাগপুরে ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে এই সিস্টেমের একটি মডেলও প্রদর্শন করেছে। এটি বিশ্বের অন্যতম উন্নত কিউআরএসএএম অস্ত্র ব্যবস্থা।

ছত্রপতি শিবাজীর জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজিকে তাঁর জন্ম বার্ষিকীতে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, সুশাসনের ওপর তাঁর সাহস ও জোর আমাদের অনুপ্রাণিত করে। প্রসঙ্গত, ১৬৩০ সালে এদিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং শিবাজি তাঁর সাহসিকতা, সামরিক প্রতিভা এবং নেতৃত্বের জন্য পরিচিত।প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইটে লিখেছেন- 'আমি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। সুশাসনের প্রতি তার সাহস ও জোর আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তিনি মারাঠি ভাষাতেও টুইট করেছেন।এছাড়া ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে প্রতি রক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও টুইট করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন- 'ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ছিলেন বীরত্ব, সাহসিকতা ও সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক, সেইসাথে একজন জনগণের শাসক যিনি জনকল্যাণ ও সুশাসনের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। আজ তাঁর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে প্রণাম করছি।উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও ছত্রপতি শিবাজি মহারাজকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি টুইট করেছেন, 'স্বরাজের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা, মহান যোদ্ধা, যিনি বর্বর মুঘল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ধর্মের পতাকার রক্ষা করেন।

লাদাখের দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে শপথ নিলেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বি ডি মিশ্র

শ্রীনগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসাবে শপথ নিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বিডি মিশ্র। রবিবার এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান করা হয় এদিন নয়া লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে শপথবাক্য পাঠ করান জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিং । প্রসঙ্গত, এর আগেও সাংবিধানিক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন ব্রিগেডিয়ার মিশ্র । একটা সময় তিনি ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্য অরুণাচলপ্রদেশের রাজ্যপাল । এদিকে, সম্প্রতি লাদাখের তকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর রাধাকৃষ্ণ মাথুরকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার । এরপরই তাঁর জায়গায় ব্রিগেডিয়ার মিশ্রাকে নিয়োগ করা হয় ।২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাধাকৃষ্ণ । পাঁচ বছর তাঁর ওই পদে থাকার কথা ছিল । কিন্তু, সেই মেয়াদ পূরণ হওয়ার আগেই গত সপ্তাহে অপসারিত করে

প্রয়াত তেলুগু অভিনেতা তথা টিডিপি নেতা নন্দমুরি তর্করত্ন

বঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃবিনোদন জগতে ফের শোকের ছায়া। প্রয়াত জনপ্রিয় তেলুগু অভিনেতা তথা টিডিপি নেতা নন্দমুরি তর্করত্ন। টানা ২৩ দিন লড়াইয়ের পর অবশেষে শনিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বেশ কিছু দিন ধরেই তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক ছিল বলে জানা গিয়েছে । হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি ছিলেন বেঙ্গালুরুর নারায়ণ হৃদয়ালয় হাসপাতালে। গত শনিবার রাতে জীবনাবসান হয় শিল্পীর। গত ২৭ জানুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলায় একটি রাজনৈতিক পদযাত্রার আয়োজন করেন তর্করত্নের এক ভাই নারা লোকেশ। সেই পদযাত্রায় আচমকাই জ্ঞান হারান তর্করত্ন। জানা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁকে ঘটনাস্থলে পিসিআর দেওয়া হয় । গুরুত্বর অসুস্থ অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই চলে প্রাথমিক চিকিৎসা। পরে অবস্থা আরও বেগতিক হওয়ায় বেঙ্গালুরুর নারায়ণ হৃদয়ালয় হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় । বেঙ্গালুরুর নারায়ণ হৃদয়ালয় হাসপাতালেই চলে ২৩ দিনের জীবন-মৃত্যু লড়াই।

রাজস্থানের দৌসায় বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

নয়াদিল্লি,১৯ ফেব্রুয়ারিঃসম্প্রতি রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রী কলরাজজি, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অশোক গেহলটজি, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মনোহরলালজি, আমার মন্ত্রিসভার সহকর্মী নীতিন গ।করিজি, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জি, বি কে সিং-জি, অন্যান্য মন্ত্রী, সাংসদ, অভ্যাগতবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ,দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম পর্যায়কে আজ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। এটি দেশের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এবং সর্বাধুনিক এক্সপ্রেসওয়ে। ভারত যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এটা তার এক মহান চিত্রস্বরূপ। দৌসার জনগণ এবং সমগ্র দেশবাসীকে আমি অভিনন্দনজানাচ্ছি।ভাই ও বোনেরা, আধুনিক রাস্তা, আধুনিক রেল স্টেশন, রেলপথ, মেট্রো রেল, বিমানবন্দর যখন গড়ে ওঠে তখন দেশের অগ্রগতিতে তা গতিসঞ্চার করে। পৃথিবীতে এরকম অনেক সমীক্ষা হয়েছে যেখানে দেখা গেছে যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয় বাস্তবিক ক্ষেত্রে বহুগুণ ফলপ্রসূ হয়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আরও বৃহত্তর বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করে। গত ৯ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিরামহীনভাবে বৃহ বিনিয়োগের পথে হেঁটেছে। রাজস্থানেও বিগত কয়েক বছরে মহাস।ক ক্ষেত্রে ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। এবারের বাজেটে আমরা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সংস্থান রেখেছি। ২০১৪-র তুলনায় এটা প্রায় পাঁচগুণ। এই বৃহ বিনিয়োগের সুফল রাজস্থানে, এখানকার গ্রামগুলিতে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে পৌঁছবে। বন্ধুগণ,সরকার যখন মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর, বিমানবন্দর- এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে, যখন অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে, ডিজিটাল সংযোগ যখন প্রসার লাভ করে, দরিদ্রদের জন্য যখন কোটি কোটি বাড়ি তৈরি হয় অথবা যখন মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিল্পক্ষেত্র ও ব্যবসায়ী মহল - সকলেই সমৃদ্ধ হন। সিমেন্ট, লোহার রড, বালি, পাথরের ব্যবসা থেকে শুরু করে পরিবহণ ক্ষেত্র - প্রত্যেকেই তা থেকে উপকৃত হন। এসব শিল্প থেকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। একটা ব্যবসা যখন প্রসার লাভ করে তাতে লোকবল ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর থেকে বোঝা যায় যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের অর্থ অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের ক্ষেত্রে বহুবিধ মানুষ অনুরূপ সুবিধা লাভ করেছেন। বন্ধুগণ,আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণের আরও একটা দিক রয়েছে। পরিকাঠামো যখন প্রস্তুত হয় কৃষক থেকে শুরু করে কলেজ, অফিসযাত্রী, ট্রাক, টেম্পো ড্রাইভার, ব্যবসায়ীগণ অনেক বৃহত্তর সুবিধা লাভ করেন যার ফলে আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লি-দৌসা-লালসট এক্সপ্রেসওয়ের ফলে জয়পুর থেকে দিল্লি যেতে আগে যেখানে ৫-৬ ঘন্টা সময় লাগত, এখন তার অর্ধেক সময়ে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে। আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন যে এর ফলে কতখানি সময় সাশ্রয় হল। এই এলাকার যেসব বন্ধুরা দিল্লিতে কাজ করেন অথবা যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বা যাঁদেরকে অন্য কোনও কাজে যেতে হয়, অনায়াসেই তাঁরা এখন তাঁদের বা।তি সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন। ট্রাক, টেম্পো ড্রাইভাররা, যাঁরা দিল্লি থেকে পণ্য পরিবহণের কাজ করেন, রাস্তায় তাঁদের সারাদিন কাটাতে হবে না। ক্ষুদ্র চাষী ও গবাদি পশুপালক অনায়াসেই তাঁদের শাকসব্জি এবং দুধ অনেক কম খরচে দিল্লিতে পাঠাতে পারবেন। দীর্ঘ বিলম্বিত যাত্রাপথে দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে যেতে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি এখন অনেক কমে যাবে।ভাই ও বোনেরা,এই এক্সপ্রেসওয়েকে ঘিরে গ্রামীণ হাট গ। তোলা হচ্ছে। ফলে, স্থানীয় কৃষক, তন্তুবায় এবং হস্তশিল্পীরা তাঁদের পণ্যসামগ্রী অনায়াসেই এখানে বিক্রি করতে পারবেন। রাজস্থান ছাড়াও হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের ফলে প্রভূত উপকৃত হবে। হরিয়ানার মেওয়াট জেলা এবং রাজস্থানের দৌসা জেলায় উপার্জনের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। এই আধুনিক সংযোগ ব্যবস্থার ফলে সরিসকা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র, কেওলাদেও, রনথম্বোর জাতীয় পার্ক, জয়পুর এবং আজমে। প্রভৃতি স্থানে যেতে পর্যটকদের অনেক সুবিধা হবে। রাজস্থান ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল। এখন এর আকর্ষণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।বন্ধুগণ,এসব ছাড়াও আরও তিনটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল সম্প্রতি। এর একটি প্রকল্প এই এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে জয়পুরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলবে। এর ফলে, জয়পুর থেকে দিল্লি যেতে তিন ঘন্টার যাত্রা আড়াই ঘন্টায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় প্রকল্প আলোয়ারের কাছে আম্বালা-কোটপুতলি করিডরের সঙ্গে এই এক্সপ্রেসওয়েকে সরাসরি যুক্ত করবে। এর ফলে, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর থেকে যানবাহন পাঞ্জাব, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে অনায়াসেই যেতে পারবে। আরও একটি প্রকল্প হল লালসোট-কারাউলি স।কের উন্নয়ন। এই সড়ক এই অঞ্চলকে কেবলমাত্র এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গেই যুক্ত করবে না, এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে। বন্ধুগণ,দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে এবং পূর্বাঞ্চল ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর রাজস্থান সহ দেশের অগ্রগতির দুটি মূল স্তম্ভ হতে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে রাজস্থান সহ এই সমগ্র এলাকার চালচিত্রকে এই প্রকল্প বদলে দেবে। এই দুই প্রকল্প দিল্লি-মুম্বাই শিল্প করিডরকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলবে। এসব সড়ক এবং পণ্য করিডর হরিয়ানা ও রাজস্থান সহ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে বন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করবে। লজিস্টিক্স, পরিবহণ এবং মজুতভাণ্ডার সংক্রান্ত বিবিধ শিল্পের জন্য নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র এর ফলে তৈরি হবে।বন্ধুগণ,পিএম গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান-এর মাধ্যমে এই এক্সপ্রেসওয়ে সমৃদ্ধ হওয়ায় আমি খুশি। গতি শক্তি মাস্টার প্ল্যানের অধীন এই এক্সপ্রেসওয়েতে একটি করিডরকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৫জি নেটওয়ার্কের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের। খানিকটা এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং এবং গ্যাস পাইপলাইনের জন্য। অতিরিক্ত এলাকা সৌরবিদ্যু উপাদন এবং মজুতের জন্য। এইসব প্রয়াস ভবিষ্যতে কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করবে এবং দেশের সময় বাঁচাবে।বন্ধুগণ,' সাথ, সবকা বিকাশ' রাজস্থান এবং দেশের উন্নয়নে আমাদের মন্ত্র। এই মন্ত্র অনুসরণ করে আমরা সক্ষম, সমর্থ ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলছি। এখন আর আমি আমার ভাষণ দীর্ঘায়িত করব না। ১৫ মিনিট পর কাছাকাছি এলাকায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে আমার ভাষণ দেওয়ার কথা। রাজস্থান থেকে বহু মানুষ সেখানে অপেক্ষায় আছেন। ফলে, অন্য আরও বিভিন্ন বিষয় সেখানকার মানুষের কাছে আমি বলব। ফলে আরও একবার এই আধুনিক এক্সপ্রেসওয়ের জন্য আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গুপ্তচরগিরির অভিযোগে ১০ রুশ কূটনীতিবিদকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ নেদারল্যান্ডসের

আমস্টারডাম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর পরেই রাশিয়ার সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করার পাশাপাশি এবার মস্কোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পথে হাঁটছে নেদারল্যান্ডস। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে শনিবারই নেদারল্যান্ডসের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন রুশ কূটনীতিবিদকে অবিলম্বে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অবস্থিত ডাচ দূতাবাসও বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।নেদারল্যান্ডসের বিদেশমন্ত্রী হোপকে হোয়েকস্ট্রা বার্তা সংস্থা ' জানিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ভীষণ কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মস্কোয় ডাচ দূতাবাসে কর্মরত একাধিক কূটনীতিবিদকে দেশে ফেরানো হয়েছে। মস্কোতে ডাচ দূতাবাসে যতক্ষণ কূটনীতিবিদ রয়েছেন হেগ-এ রাশিয়ার দূতাবাসেও সমসংখ্যক কূটনীতি বিদকে রাখার অনুমতি দেওয়া হচেছ। তাই ১০ রুশ কূটনীতিবিদকে অবিলম্বে নেদারল্যান্ডস ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বছরের মার্চে গুপ্তচরগিরির দায়ে ১৭ রুশ কূটনীতিবিদকে বহিস্কার করেছিল নেদারল্যান্ডস সরকার। পাল্টা হিসেবে ১৫ ডাচ কূটনীতিবিদকে দেশ থেকে তা।য়ে দিয়েছিল মস্কো।

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন ২০২৩ ঃ ইভিএমে ভোট পড়েছে ৮৭.৬৩ শতাংশ

আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরা বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে গত বৃহস্পতিবার রাজ্যে ২৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫১১ জন ভোটার ইভিএমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ত্রিপুরায় এবার মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৮৪ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ১২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৬৪ জন, মহিলা ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭০৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৪২ জন ভোট দিয়েছেন। সেই হিসেবে ইভিএমে ভোট পড়ল ৮৭.৬৩ শতাংশ। ত্রিপুরায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্রের খবর, সার্ভিস ভোটার এবং পোস্টাল ব্যালট মিলিয়ে আরও দুই শতাংশের অধিক ভোট যুক্ত হবে। নির্বাচন দফতর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১-সিমনা(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮.৯৬ শতাংশ, ২-মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.৩০ শতাংশ, ৩-বামুটিয়া(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.৫১ শতাংশ, ৪-বড়জলা(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮.০১ শতাংশ, ৫-খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৬.৫১ শতাংশ, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৪.১৩ শতাংশ, ৭-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮০ শতাংশ, ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রে ৭৯.৯৪ শতাংশ, ৯-বনমালিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮০.৫১ শতাংশ, ১০-মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.৫০ শতাংশ ভোট ইভিএমে পড়েছে। তেমনি, ১১-মান্দাইবাজার(এসটি) বিধানসভা

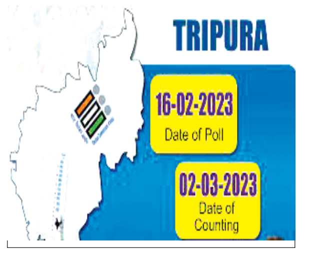

কেন্দ্রে ৮৮.২৬ শতাংশ, ১২-টাকারজলা(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.৪৯ শতাংশ, ১৩-প্রতাপগড়(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.৪১ শতাংশ, ১৪-বাধারঘাট (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.৭০ শতাংশ, ১৫-কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.৪২ শতাংশ, ১৬- বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৯.৯২ শতাংশ, ১৭-গোলাঘাটি (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৯.৮১ শতাংশ, ১৮-সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.৫০ শতাংশ, ১৯-চড়িলাম(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৯.২৯ শতাংশ এবং ২০-বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.৭৮ শতাংশ ভোট ইভিএমে পড়েছে। একইভাবে, ২১-নলছড়(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.৬০ শতাংশ, ২২-সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.০৪ শতাংশ, ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮.৫১ শতাংশ, ২৪-রামচন্দ্রঘাট(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে৮৯.৩৪ শতাংশ, ২৫-খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে ৯১.১৯ শতাংশ, ২৬-আশারামবাড়ি(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮.২৪ শতাংশ, ২৭-কল্যাণপুর-প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৯.৮০ শতাংশ, ২৮-তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৬.৮৩ শতাংশ, ২৯-কৃষ্ণপুর(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮.৯৫ শতাংশ, ৩০-বাগমা(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮.৮২ শতাংশ ভোট ইভিএমে পড়েছে।এদিকে, ৩১-রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.০৭ শতাংশ, ৩২-মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৯.১৬ শতাংশ, ৩৩-কাকড়াবন-শালগড়া(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে৮৮.৫৮ শতাংশ, ৩৪-রাজনগর(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮.৮৫ শতাংশ, ৩৫-বিলোনীয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.২৯ শতাংশ, ৩৬-শান্তিরবাজার(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.৬৪ শতাংশ, ৩৭-ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে ৯০.২৫ শতাংশ, ৩৮-জোলাইবাড়ি(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৯১.৭৮ শতাংশ, ৩৯-মনু(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৯২.০৯ শতাংশ এবং ৪০-সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রে ইভিএমে ভোট পড়েছে ৯০.৬৩ শতাংশ।অন্যদিকে, ৪১-অম্পিনগর(এসটি) বিধানসভা কেঃেদ্র ৮৬.৯১ শতাংশ, ৪২-অমরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৯.০০ শতাংশ, ৪৩-করবুক(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৯.৫৭ শতাংশ, ৪৪-রাইমাভ্যালি(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.৮৬ শতাংশ, ৪৫-কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৬.০৬ শতাংশ, ৪৬-সুরমা(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে৮৬.৬০ শতাংশ, ৪৭-আমবাসা(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.৬৫ শতাংশ, ৪৮-করমছড়া(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.৯৩ শতাংশ, ৪৯-ছামনু(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৬.৬৮ শতাংশ এবং ৫০-পাবিয়াছড়া(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.৬৬ শতাংশ ভোট ইভিএমে পড়েছে।তেমনি, ৫১-ফটিকরায়(এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭.৪৬ শতাংশ, ৫২-চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৬.০৭ শতাংশ, ৫৩-কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮১.৫৪ শতাংশ, ৫৪-কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৪.৬৫ শতাংশ, ৫৫-বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৩.১৪ শতাংশ, ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৩.৫৬ শতাংশ, ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৬.৭৩ শতাংশ, ৫৮-পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৩.৫৮ শতাংশ, ৫৯-পেঁচারথল (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ইভিএমে ৮৪.২৭ শতাংশ এবং ৬০-কাঞ্চনপুর(এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে ইভিএমে ভোটদানের হার ৮১.২২ শতাংশ।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে ১৯৯৩ সালে ৮১.১৮ শতাংশ, ১৯৯৮ সালে ৮০.৮৪ শতাংশ, ২০০৩ সালে ৭৮.৭১ শতাংশ, ২০০৮ সালে ৯১.২২ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৯৩.৫৭ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ৯১.৩৮ শতাংশ ভোট প।ছে। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সর্বমোট ভোটের হার ৯০ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইভিএমের ভোটের সাথে সার্ভিস ভোটার ও পোস্টাল ব্যালট মিলিয়ে আরও দুই শতাংশের অধিক ভোট যুক্ত হবে।

আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়কে ' হুঁশিয়ারি' দিল উত্তর কোরিয়া

বিশ্ববার্তা',১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর কোরিয়া রবিবার আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিযাকে হুঁশিয়রি দিল। সেই সঙ্গে তারা পরিস্কার বার্তা দিল, এই পরীক্ষার সাফল্য তাদের ' পারমাণবিক পালটা আক্রমণের ক্ষমতা'কেই প্রকাশ করছে। বিশেষ সুত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রথমবার পরীক্ষা করেছিল উত্তর কোরিয়। গত শনিবার সকাল স্থানীয় সময় ৮টা নাগাদ কিম জং উন নির্দেশ দেন এই সেনা ড্রিলের। তারপরই আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল ওয়াসং-১৫ মিসাইল ছোঁড়ে উত্তর কোরিযার সেনাবাহিনী। প্রসঙ্গত, ক্ষেপণাস্ত্রটি ৬৬ মিনিট আকাশে ওড়ার পর জাপানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গিয়ে পড়ে। মনে করা হচ্ছে, আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানতে এই ক্ষেপণাস্ত্র যে সক্ষম, সেটাই বুঝিয়েদিতে চাইছে উত্তর কোরিযা।গত সাত সপ্তাহে এই প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল উত্তর কোরিয়া। এই পরিস্থিতিতে উত্তর কোরিযার সেনার তরফে জানিযে দেওযা হল, এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়েএটা বোঝানো সম্ভব হল তারা প্রাণঘাতী পারমাণবিক হামলার প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম। উল্লেখ্য, কিমের দেশ বারবার যেভাবে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করছে তাতে উদ্বিগ্ন জাপান ও দক্ষিণ কোরিযা। আতঙ্ক ছড়িয়ে দেশগুলির জনসাধারণের মধ্যেও। এখন দেখার বিষয এই নিয়েআমেরিকা বা অন্য কোনও দেশ কোনও উত্তর দেয় কিনা। তবে আমেরিকা এর উতত্তর দেবে না সেটা স্পষ্ট। কারণ তারা ভালো ক্রেই জানেন উত্তর দেওযা মানেই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরী হওয়ার লক্ষণ। এদিকে চিনও তৈরী রয়েছে, পরমাণু নিযে তারা তো বেলুন উড়িয়ে আমেরিকাকে খানিকটা ভয দেখানোরও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার উত্তর আমেরিকা সরাসরি দিয়েছে বলুনটি নষ্ট করে। তাতেই চিন রেগে ফায়ার। তারা উত্তর দিতে না জানি কোন রাস্তায চিন হাঁচবে। আমেরিকা সেই দিকেই তাকিয়েরয়েছে।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ শুধুমাত্র একটি নাম নয়, এক আদর্শঃঅমিত শাহ

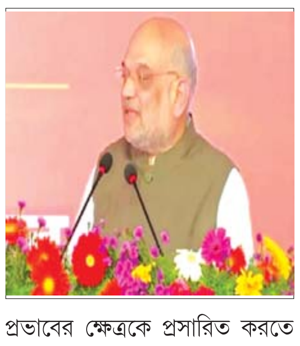

পুনে (মহারাষ্ট্র), ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মারাঠা যোদ্ধা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কেবলমাত্র একটি নাম নয় বরং এক আদর্শ। কারণ তাঁর অনুপ্রেরণামূলক জীবনকাহিনী প্রজন্মকে নিজের ভাষা ও ধর্মকে গর্বের সঙ্গে রক্ষা করতে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতে শিখিয়েছিল।রবিবার ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত থিম পার্ক 'শিব সৃষ্টি'-এর প্রথম পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিযে.এমনই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন যে, এই থিম পার্কটি কেবল ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অনুপ্রেরণাদায়ক জীবনকাহিনীকে চিত্রিত করবে না বরং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবনের পাঠ এবং শিক্ষাগুলিও পৌঁছে দেবে। তাঁর শিক্ষাগুলি মানুষকে তাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্মকে গর্বের সঙ্গে পালন করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে।তিনি আরও বলেন, থিমের একটি অংশ বাবাসাহেব পুরন্দরে, একজন লেখক এবং কবি, যিনি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের উপর তাঁর রচনাগুলির জন্য বেশি পরিচিত। থিম পার্কে হলগ্রাফি, প্রজেক্ট ম্যাপিং, মিনিয়েচার মোশন সিমুলেশন, ৩ডি-৪ডি টেকনিক, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড টেকনিক থাকবে। এই সবই ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং শুধু মহারাষ্ট্রের মানুষকে নয়, সমগ্র দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে বলে শাহ দাবি করেছেন।ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আদর্শ এবং 'স্বরাজ' (স্বাধীনতা) এর লক্ষ্য উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে নয় বরং মুঘল রাজবংশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য 'স্বরাজ' শব্দটি তৈরি করেছিলেন। স্বরাজের পিছনের ধারণাটি ছিল সারা দেশে মারাঠা সাম্রাজ্যের গৌরব নিয়ে যাওয়া নয়। কটক, গুজরাট থেকে বাংলা পর্যন্ত মুঘলরা সর্বত্র রাজত্ব করেছিল। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ যিনি মুঘলদের হাত থেকে গুজরাটকে মুক্ত করেছিলেন এবং স্বরাজের বার্তা প্রচার করেছিলেন।তিনি বলেন, তাঁর শাসনকালে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ মুঘলদের হাতে ধ্বংস হওয়া মন্দিরগুলিও মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্দির পুনরুদ্ধার এবং নতুন নির্মাণের একই পথ অনুসরণ করছেন। অযোধ্যায় ভগবান শ্রী রামের একটি মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে এবং কাশী বিশ্বনাথ করিডোরটিও পুনঃবিকাশ করা হচ্ছে। সোমনাথ মন্দিরও পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। পেশোয়া বাজি রাও, পেশোয়া নানা সাহেব, পেশোয়া মাধব রাও এবং অহিল্যাবাই হোলকার শিবাজি মহারাজের পথ অনুসরণ করেছিলেন এবং তাদের শাসনকালে মন্দিরগুলির পুনঃ উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিলেন।

তীর এবং ধনুকের মালিকানা পেতে দুই হাজার কোটিতে রফাঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ তীর-ধনুক নির্বাচনী চিহ্নের মালিকানা পেতে দুই হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি সঞ্জয় রাউতের। রবিবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি এমনই বিস্ফোরক কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, এটা তাঁর মুখের কথা নয়। এই দুই হাজার কোটি টাকা লেনদেন কাদের মধ্যে হয়েছে, তার সব প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে।এদিন রাউত বলেন, একনাথ শিন্দে শিবিরের এক নেতাই তাঁকে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তুলে দিয়েছেন এই লেনদেন সংক্রান্ত নথি। নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে সঞ্জয় রাউতের টুইট আমি বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে খবর পেয়েছি শিবসেনা নাম ও প্রতীক পাওয়ার জন্য দুই হাজার কোটির একটি ডিল হয়েছে। এটা প্রাথমিক তথ্য এবং তথ্য একেবারে খাঁটি। আগামীদিনে আরও বিস্ফোরক তথ্য পেশ করব। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম কোনও একটি দলে প্রতীক ও নাম পেতে এই বিশাল পরিমাণ টাকা ঘুষ দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনকেও কটাক্ষ করে বলছেন, কমিশন তীর-ধনুক প্রতীক শিন্দে শিবিরকে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ডিল করেছেন। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত একেবারেই রাজনৈতিক নয়। টাকা পেয়েছেন। তাই প্রাপ্তি স্বীকার করতে বালাসাহেব ঠাকরের তীর-ধনুক প্রতীক শিন্দে শিবিরের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ইউক্রেনে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করেছে রাশিয়া, দাবি হ্যারিসের

মিউনিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃরাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিল আমেরিকা । উপরাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসের মতে রাশিয়া ইউক্রেনে যা করেছে তা 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'। জার্মানির মিউনিখ শহরে শনিবার একটি সম্মেলনে যোগ দিয়ে একথা বলেন প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি।তাঁর কথায়, এটা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে রাশিয়া ইউক্রেনে যা করেছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এই অপরাধ সংঘঠিত করতে রাশিয়াকে যারা সাহায্য করেছে তারাও দায় এড়িয়ে যেতে পারবে না বলে মনে করেন হ্যারিস । আজ থেকে এক বছর আগে ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালায় রাশিয়া। সেই থেকেই যুদ্ধ চলছে। কখনও পরিস্থিতি একটু নিয়ন্ত্রণে আসে, কখনও ঘটে উলটোটা। ইতিমধ্যে প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমালোচনাার মুখেও পড়েছে রাশিয়া। তবু থামেনি যুদ্ধ। এই দীর্ঘ সময় ধরে নিরস্ত্র মানুষের মৃত্যু দেখছে বিশ্ব।যুদ্ধের একবছরে ইউক্রেনের সর্বভৌমত্ব রক্ষা-সহ এই প্রশ্নে বিভিন্ন দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা । সেই প্রয়াসেরই অংশ হিসেবে মিউনিখ শহরে সভা করেন হ্যারিস । নিজের ভাষণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বেশ কিছু 'প্রমাণ' দাখিল করেন উপরাষ্ট্রপতি । তিনি জানান, কোনওরকম প্ররোচনাই ছাড়াই একটি সভ্য সমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের হামলা চালায় রাশিয়া। একইসঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সমানতালে খুন থেকে শুরু করে ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে।

রক্তদান হল পরোপকারের পথঃবংশীধর শর্মা

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রক্তদান মানবতার সেবা। স্বেচ্ছায় রক্তদান একটি সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ। খাদ্য দান, অর্থ দান, রক্তদানই যথেষ্ট, এখন আপনিও রক্ত দান করুন কারণ রক্তদান হল পরোপকারের পথ। উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন কবি ও সাহিত্যিক বংশীধর শর্মা।ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বর্ধন সমিতি ও মহেশ্বরী সেবা সমিতির যৌথ উদ্যোগে মহেশ্বরী ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত 'স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে' বক্তৃতাকালে তিনি কথা বলেন। এ অনুষ্ঠানে শতাধিক মানুষ রক্তদান করেন।অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট জ্যোতিষী আচার্য রাকেশ কুমার পান্ডে বলেন, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান ও দয়ার মধ্যে নিহিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রক্তদান কন্যাদানের পরে শ্রেষ্ঠত্বের শ্রেণীতে আসে, যার মধ্যে দান এবং দয়ার অনুভূতি স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্নিহিত। বিশেষ অতিথি ও সমাজসেবক মহাবীর বাজাজ বলেন, লক্ষ্য উচ্চ হলে এবং নিষ্ঠার বোধ থাকলে আমরা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সংগঠনকে উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি।প্রধান অতিথি ও মহেশ্বরী সভার চেয়ারম্যান বুলাকি দাস মীমানি বলেন, রক্তদান আমাদের সামাজিক দাযিত্ব।ধর্মানুরাগী রাজেশ সারদা সকল কার্যকর্তাকে ও রক্তদাতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ অতিথি তরুণ সমাজকর্মী জনাব মহেশ মুন্ধরা সেবার সংজ্ঞা দেন এবং তরুণদের এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।রোহিত শর্মার 'মাতৃভূমি কা এক ছোট কন হুঁ' গানটি আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বর্ধন সমিতির

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ৭ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৭ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ৭ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২০.০৬এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ৬৩১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ০৭ মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩৩মিনিট্রে মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআজ, আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন।।
বৃষ রাশিঃ আপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। অর্থ সঞ্চয় ।
মিথুন রাশিঃআপনার ঝগড়াটে ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে। শুভদিন হবে
কর্কট রাশিঃনিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। নির্দিষ্ট কিছু জরুরী পরিকল্পনা নির্বাহিত হওয়ায় আপনাকে নতুন অর্থনৈতিক লক্ষ্য এনে দেবে।
সিংহ রাশিঃকাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে। পরিশ্রমের বিকল্প
কন্যা রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। অর্থ ব্যয়।
তুলা রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। বিবাহের যোগ
বৃশ্চিক রাশিঃদিনের শেষ দিকে কোন পুরনো বন্ধু আপনার বাড়িতে সৌজন্যমূলক দেখাসাক্ষা করতে আসবে। সাহসের পরিচয়
ধনু রাশিঃ আপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। শুভ দিন হবে
মকর রাশিঃআপনার স্ত্রীর মনোরম মেজাজ আপনার দিনকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। শুভ
কুম্ভ রাশিঃআপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। শুভ রং হবে লাল
মীন রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের

শিয়ালদা-রানাঘাট শাখায় ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত পূর্ব রেলের

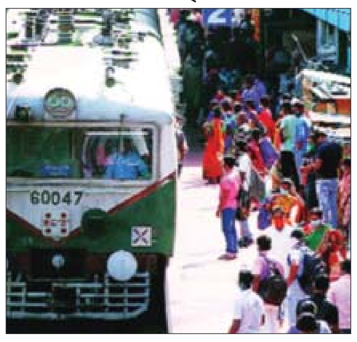

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত শিয়ালদহ রানাঘাট শাখার একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত করল রেল কর্তৃপক্ষ। নৈহাটি ও রানাঘাটের মধ্যে তৃতীয় লাইনের কাজ এবং ইন্টারলকিংয়ের কাজ পরে করা হবে বলে জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, 'নৈহাটিতে ইন্টারলকিং কাজের জন্য ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ব রেলের যে ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছিল, সেটি আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে। কোনও ট্রেন বাতিল হচ্ছে না। নির্ধারিত সময় মেনেই সব ট্রেন চলবে। সময়সূচিরও কোনও পরিবর্তন হবে না। সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা হবে না।' উল্লেখ্য পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছিল, আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নৈহাটি রানাঘাট শাখায় ২২২টি লোকাল ট্রেনের মধ্যে ২৫ জোড়া ট্রেন বাতিল করা হবে। এর মধ্যে ২১ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত। একইসঙ্গে, ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি সময় পর্বে ১৩ টি এক্সপ্রেস ট্রেন অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছিল।

দেবাশিস ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর শোক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে পাঠানো মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ সকালে কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৭ ০ বছর। দেবাশিসবাবু দীর্ঘদিন 'দর্পণ', 'আজকাল', 'শ্রমজীবী মা মাটি মানুষ' পত্রিকা এবং 'আকাশ বাংলা', '২৪ ঘণ্টা', 'কলকাতা টিভি', 'বাংলা জাগো' টেলিভিশন চ্যানেলে সাংবাদিকতা করেছেন। 'শ্রমজীবী মা মাটি মানুষ' সংবাদ সাপ্তাহিক এর তিনি সম্পাদক ছিলেন। বিশেষত বামপন্থী রাজনীতি সংক্রান্ত তাঁর বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। তিনি 'সত্তরের দিনগুলি', 'সেই ত্রিশ বছর', 'বন্দীশালা'সহ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। দেবাশিসদার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। ২০১১ সাল থেকে তিনি আমার কার্যালয়ের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর যুক্ত ছিলেন। মানুষের বিপদে আপদে তিনি চিরকাল নিঃশব্দে সাহায্য করে গেছেন। দীর্ঘ অসুস্থতার পর তাঁর প্রয়াণ সাংবাদিকতা জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি দেবাশিস ভট্টাচার্যের আত্মীয় পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

ভোলানাথ মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে রাতভর পুণ্যার্থীদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ লিলুয়ার ভোলানাথ মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে রাতভর পুণ্যার্থীদের ঢল। কল্যাণ ঘোষ থেকে রাণা চ্যাটার্জি উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়কেরাও। শনিবার শিবরাত্রি উপলক্ষে হাওড়ার লিলুয়া পঞ্চাননতলায় ভোলানাথ বাবার মন্দিরে (শিবমন্দির) মহা পুজোর আয়োজন করা হয়। জাগ্রত এই শিব মন্দিরের পুজোয় অংশ নেন বহু পুণ্যার্থী। দূরদূরান্ত থেকে আসেন বহু মানুষ। মন্দির কমিটির উদ্যোক্তা রাজা দে জানান, এই মন্দিরের ভোলানাথ বাবা এতই জাগ্রত যে দূরদূরান্ত থেকে প্রতি বছরই ভক্তরা এখানে পুজো দিতে আসেন। বহু পুরাতন এই মন্দিরে এবার পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। জনপ্রিয় একটি বাংলা চ্যানেলের রিয়্যালিটি শো খ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে এদিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই পুজোয় সামিল হন বিধায়ক তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক ডাঃ রাণা চ্যাটার্জি, বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শুভ শিবরাত্রি উপলক্ষে চার প্রহরের হোম যজ্ঞের আযোজন হযেছে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ মন্দিরে । হোমের শুভ সূচনা করেন ব্রহ্মচারী মুলাল ভাই। অগণিত ভক্তবৃন্দ এবং শিবপ্রেমী প্রচুর ভক্তের আগমন হয .এই হোম যজ্ঞে । এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারারাত ব্যাপী সংগীতের আযোজন করা হযেছে । ছবি সুবল সাহা

উত্তর পূর্ব রেল লখনউ বিভাগের বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে

গোরখপুর, ১৯ ফেব্রয়ারী ঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের লখনউ বিভাগের সুভাগপুর-পাচপেদওয়া রেলওয়ে সেকশনের বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ২০ ফেব্রয়ারি, ২০২৩ তারিখে এই নতুন বিদ্যুতায়িত রেল বিভাগটি পরিদর্শন করবেন এবং গতি পরীক্ষা করা হবে। পরিদর্শন ও গতি পরীক্ষা চলাকালীন এই নবনির্মিত বিদ্যুতায়িত ট্র্যাকে সাধারণ মানুষকে না যেতে, কাউকে যেতে না দেওয়া, গবাদি পশুকে যেতে না দেওয়ার জন্য রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

জগৎবল্লভপুরে বিয়ের ৬ মাসের মধ্যেই গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিয়ের মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। ভালবাসা করে বিয়ে হয়েছিল তাদের। কিন্তু বছর ঘোরার আগেই মৃত্যু হল ওই গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের হাঁটাল পাখিরা পাড়ায়। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। মৃতের বাপের বাড়ির অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিঙ্গুরের সমবায় ব্যাংকের ভোটে তৃণমূলের বিপুল জয়, সিঙ্গুর থানায় মন্ত্রী এফআইআর করলেন

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সিঙ্গুরে একটি সমবায়. ব্যাংকের নির্বাচনকে ঘিরে অশান্তির অভিযোগ উঠল জানা গেল রবিবার ছিল সিঙ্গুর ছিনামোড় কৃষি সমবায়. ব্যাংকের নির্বাচন। এই ব্যাংকের নির্বাচন ভালোভাবেই হচ্ছিল হঠাৎ করে এক সময় ভিড় হয়ে যায় বুথ জাম করার অভিযোগ করে বিরোধী সিপিএমরা চলে হট্টগোল শাসকবিরোধী তর্কাতর্কি বিরোধী। সিপিএমের অভিযোগ তৃণমূল ভোট দিতে দেযনি আমাদের সমর্থকদের তৃণমূল ঝামেলা করেছে ভয় দেখিয়েছে। ভোট শেষের পর দেখা যায় তখন উত্তেজনা ছিল দুপুরের পর গণনা শুরু হয় বিকালের দিকে মোট ৫৭ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পায .৫৪ টি শুরু হযেছে আনন্দ উৎসব। তৃণমূলের বক্তব্য বিরোধীদের অভিযোগ যে ভুল সেটা ফলাফল বলে দিল বিরোধী সিপিএমের অভিযোগ মিথ্যে তার প্রমাণ হলো। এই প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের বিধাযক বেচারাম মান্না বলেন সিপিএম অনেক কিছুই বলবে ওদের অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভুল মিথ্যে সেটা প্রমাণ হযে. গেল সাধারণ মানুষ এর জবাব দিল তার

কারণ ২০০৪ সাল থেকে ওরা এককভাবে এখানে রাজত্ব করে এসেছে তাই জ্বালা ধরেছে। ৫৭টা আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৫৪ টায .সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ এর জবাব দিয়েছে ।পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সিপিএম কিছু করতে পারবে না। বিরোধী রাও কিছু করতে পারবে না। ভুয়ো চাষী সেজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নামে কথা বলে ভেবেছিল এটা সামাজিক মাধ্যমে ছেড়ে দিযে .জিতে যাবে সব মিথ্যে হযে. গেল। সাধারণ মানুষ এর জবাব দিয়েছে। রবিবার বিকালে বিধাযক বেচারাম মান্না সিঙ্গুর থানায .এফ আই আর করেন ভুযো. একাউঃট খুলে যে ভুযো. চাষী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছে তার নামে।

উত্তরপাড়ায় প্রয়াত তুলসীদাস বলরামের স্মরণ সভায় উপস্থিত প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলাররা ও বিশিষ্টরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার তথা অলিম্পিয়ান তুলসীদাস বলরাম বৃহস্পতিবার প্রয়াত হয়েছেন উত্তরপাড়ায় তার স্মরণসভা হলো উত্তরপাড়া শহরের গৌরী সিনেমা হলের সামনে জি টি রোডের ধারে। এই স্মরণ সভা হয় উত্তরপাড়ার ডাক্তার বিসি রায় মেমোরিযাল কমিটির উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার উলগানাথন দেবাশীষ মুখার্জি সত্যজিৎ চ্যাটার্জী সুদীপ চক্রবর্তী, প্রাক্তন মোহনবাগান ফুটবলার সৌরেন দত্ত এরা ছাড়াও এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা ও প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল সহ বিশিষ্টরা। ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগের অন্যতম স্তম্ভ তুলসীদাস বলরাম সম্পর্কে দেবাশীষ মুখার্জী বলেন এখনকার প্রজন্ম বলরাম দার সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং জানার সুযোগ নেই। প্রদীপ দা চুনীদা বলরাম সম্পর্কে তাই এখনকার প্রজন্ম তেমন কিছু জানেনা তাদেরকে কে জানাবে এটাই চিন্তার বিষয়। প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার সত্যজিৎ চ্যাটার্জি বলেন বলরামদা, ভারতীয়

ফুটবলে অনেক কিছুই দিয়েছেন তার কথা কেউ মনে রাখল না। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ভারত সরকার তাকে তেমন সম্মান দিল না ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন বক্তারা। এই কথাটা সত্যজিৎ আরো বলেন এই উত্তরপাড়াকে বলরাম দা খুব ভালোবাসেন একসময় এই উত্তরপাড়ায় অনেক মনীষী এসেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ অনেকেরই পায়ের ধুলো পড়েছে এই উত্তরপাড়াতে তাই উত্তরপাড়া বলরামদার খুব প্রিয় ছিল তিনি এখানে অনেকদিন ধরেই বসবাস শুরু করেন। এখনকার প্রজন্ম কে প্রদীপ দা চুনি গোস্বামী বলরামদের বিষয়ে জানাতে হবে ভালো করে। তার আত্মার শান্তি কামনা করি। এই স্মরণসভায় ব্যাপক ভিড় হয়। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উত্তরপাড়ার ডাক্তার বিসি রায় মেমোরিযাল কমিটির সম্পাদক তথা ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমিত চক্রবর্তী(টুকাইদা)।

দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন মেট্রো রেলওয়ে এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের মিটিং পয়েন্টে পরিণত হবে

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ইয়েলো লাইনের দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন অর্থাৎ নোয়াপাড়া বারাসাত হয়ে বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্প মেট্রো রেলওয়ে এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্টগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে। স্টেশনটি কলকাতা মেট্রোর মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হবে। যেহেতু পূর্ব রেলের দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনটি নবনির্মিত দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের সংলগ্ন, তাই শিয়ালদহ উত্তর বিভাগ থেকে অর্থাৎ বারাসাত, বসিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ এবং বনগাঁর মতো জায়গা থেকে আসা লোকেরা 'শহরে প্রবেশ করতে এই স্টেশনটি ব্যবহার করতে পছন্দ করবে। খুব কম সময়ে সহজে এবং সুবিধামত আনন্দ। এছাড়াও হাওড়া, হুগলি, ব্যারাকপুরের যাত্রীরা নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে পৌঁছাতে এবং পূর্ব রেলের ট্রেনে চড়তে সক্ষম হবেন। এটি অনুমান করা হয় যে ২০৩৫ সাল নাগাদ প্রতিদিন ৬৬,০০০ জন যাত্রী এই স্টেশনটি ব্যবহার করবে।নবনির্মিত দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হবে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে দুটি প্ল্যাটফর্ম থাকবে যাতে যাত্রীদের সহজে প্রবেশবিচ্যুতি নিশ্চিত করা যায়। যাত্রীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত

হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এই স্টেশনে ৬টি এসকেলেটর, ৩টি লিফট থাকবে। এর বাইরে ৭টি সিঁড়িও থাকবে। যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করতে এই স্টেশনে ১৬টি AFC গেট বসানো হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতিও বসানো টিকিট কাউন্টার, বসার বেঞ্চ, প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ, মহিলাদের জন্য টয়লেট, ভদ্রমহিলা ও দিব্যাঙ্গজন, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড থাকবে।একবার চালু হলে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনটি শহরের ব্যস্ততম মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যোগবাণী ও আনন্দবিহার টার্মিনালের মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরপূব 'সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে যোগবাণী ও আনন্দবিহার টার্মিনালের মধ্যে উভয় দিক থেকে দুটি ট্রিপের জন্য একটি হোলি স্পেশাল ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, উভয় দিক থেকে আর ও তেরোটি ট্রিপের জন্য আগরতলা সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন নং. ০৪০৬৪ (আনন্দবিহার টার্মিনাল যোগবাণী স্পেশাল) ট্রেনটি০৪ও১১মার্চ, ২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ঘণ্টায় আনন্দবিহার টার্মিনাল থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন২২.৩০ ঘণ্টায় যোগবাণী পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৪০৬৩ (যোগবাণী-আনন্দবিহার টার্মিনাল স্পেশাল) ট্রেনটি ০৬ও১৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখের ০১.২০ ঘণ্টায় যোগবাণী থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন১১.১০ঘণ্টায় আনন্দবিহার টার্মিনাল পৌঁছবে। উভয় দিকে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি

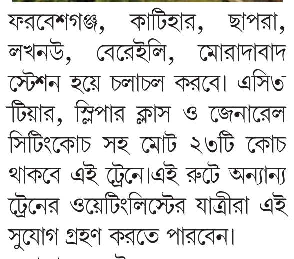

ফরবেশগঞ্জ, কাটিহার, ছাপরা, লখনউ, বেরেইলি, মোরাদাবাদ স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এসিত টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সিটিংকোচ সহ মোট ২৩টি কোচ থাকবে এই ট্রেনে।এই রুটে অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিংলিস্টের যাত্রীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

এছাড়াও, ট্রেন নং. ০৭০৩০ (সেকেন্দ্রাবাদ আগরতলা) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা০৬ মার্চ, ২০২৩ থেকে ২৯মে, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেনটি সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ১৬.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০৩.০০ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৭০২৯ (আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা ১০মার্চ, ২০২৩থেকে০২জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ০৬.১০ঘণ্টায় রওনা দিয়ের বিবার ১৬.১৫ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে। এইট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণ গুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আজ-মঙ্গলে সরকারি কর্মীদের ছুটিতে নিষেধাজ্ঞা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ সোম ও মঙ্গলবার অর্থাৎ ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার সমস্ত ছুটি বাতিল করল। যাঁরা এই দু'দিন বা কোনও একদিন কাজে আসবেন না, তাঁদের চাকরিজীবন থেকে একটি দিন বাদ যাবে (ডায়াস নন)। এই মর্মে নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কয়েকটি কর্মী সংগঠন ওই দু'দিন পেন ডাউন ও ধর্মঘটের ডাক দেওয়ায় কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। অর্থসচিব মনোজ পন্থের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই দু'দিন কর্মীরা কোনও সিএল নিতে পারবেন না। একমাত্র ছাড় হাসপাতালে ভর্তি হলে কিংবা পরিবারের কোনও সদস্য মারা গেলে। কর্মবিরতিতে অংশ নিলে শোকজের মুখে পড়তে হবে কর্মীদের। তবে ১৭ ফেব্রুয়ারির আগে অনুমোদিত ছুটিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা এই নির্দেশিকার আওতার বাইরে। বকেয়া ডিএ'র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি কর্মীরা সরব। সদ্য হয়ে যাওয়া রাজ্য বাজেটে ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর পরও সরকারি কর্মীদের আন্দোলনে ইতি পড়েনি। কারণ, নয়া হারে ডিএ ঘোষণার পরও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ'র ফারাক অনেকটাই বেশি। প্রাপ্য না মিটলে আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে আসবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চ। তাদের তরফে আগামী সোম ও মঙ্গল অর্থাৎ ২৯ ও ২১ ফেব্রুয়ারি সম্পূর্ণ কর্মবিরতি বা পেন ডাউনের ডাক দেওয়া হয়েছে। আর তা রুখতেই কড়া পদক্ষেপ নিল নবান্ন। বন্ধ মোকাবিলায় সাধারণত এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে রাজ্য প্রশাসন। এবার সরকারি কর্মীদেরই কর্মসূচির বিরোধিতায় ওই ২ দিন ছুটি নেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নবান্ন। বলা হয়েছে, ওই ২ দিন বা দু'দিনের মধ্যে একদিনও ছুটি নেওয়া যাবে না। ছুটি নিলে সার্ভিস বুক থেকে তা বাদ যাবে, যা সরকারি কর্মীদের কর্মজীবনের রেকর্ডে কালো দাগ বলে মনে করা হয়। এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে সরকারি কর্মী সংগঠন কনফেডারেশনের প্রতিক্রিয়া, কর্মবিরতি রুখতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

নিবিড় পর্যবেক্ষণে ভারতীয় রেল নিরাপত্তা ড্রাইভ

১৯ ফেব্রুয়ারীঃ আজ থেকে ভারতীয় রেলের তরফে এক মাসব্যাপী নিবিড় নিরাপত্তা ড্রাইভ শুরু হয়েছে। লাইনচ্যুত, বিপদে সিগন্যাল পাসিং এবং অন্যান্য ধরণের দুর্ঘটনা। রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বোর্ড, জোনাল রেলওয়ে এবং বিভাগগুলিকে বিভিন্ন বিভাগ, লবি, রক্ষণাবেক্ষণে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেকেন্দ্র, কাজের সাইট, ইত্যাদি এবং নিরাপদ পরীক্ষা এবং প্রয়োগ করার জন্য কাজের অনুশীলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে। দুর্ঘটনা অস্বাভাবিক ঘটনা প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত অপারেশনাল এবং রক্ষণাবেক্ষণের অনুশীলন জোর দেওয়া হয়েছে। সহকারী লোকো পাইলট লোকো পাইলটদের দ্বারা সংকেত দিক এবং ব্রেকিং অনুশীলনগুলি পালনের উপর প্রদত্তগতি সীমাবদ্ধতা পালন ট্র্যাক মেশিনটাওয়ার ওয়াগনের অপারেটরদের কাউন্সেলিং কাজের সাইটসুরক্ষা শর্টকাট ইত্যাদি প্রতিরোধে কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেকশন লবির ক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র কার্যস্থান কর্মক্ষম রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অনুশীলন, এবংফিল্ড স্টাফরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা বোঝার জন্য সঠিক এবং ভুল অনুশীলনের বিষয়ে কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সমাধান প্রদান।

হাওড়ায় বাইক মিছিল বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বেকার যুবক যুবতীদের কাজের দাবিতে এবং সারা বাংলায় সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিবাদে হাওড়ায় বাইক মিছিল হলো বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে। রবিবার বিকেলে হাওড়া সদর জেলা পার্টি অফিসের সামনে থেকে ওই বাইক র‍্যালির সূচনা হয়। এরপর পাওয়ার হাউস মোড়, কদমতলা বাস স্ট্যান্ড, ইছাপুর জল ট্যাঙ্ক মোড়, নতুন রাস্তা হয়ে বেলপোল মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে এই বাইক র‍্যালি শেষ হয়। ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সঞ্জয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হয় এই বাইক র‍্যালি।

জগদ্দলে শুটআউট, তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে বোমা গুলি

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর,১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে চলল গুলি। রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলে ঘটনাটি ঘটে। জখম তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। ছুটির দিন সকালে এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতার নাম অশোক সাউ। রবিবার সকালে তিনি বাজার করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। মোট তিন রাউণ্ড গুলি চলে। দুটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও একটি গুলি তাঁর দেহে লাগে। তৃণমূল নেতার পিঠে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি অশোক সাউকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। সেখানে নিয়ে গেলে তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জগদ্দল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছন বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়াও। তিনি স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। জখম তৃণমূল নেতা অশোক সাউ জানান, বেশকিছু দিন ধরে তাঁকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। তার মাঝে রবিবার ছুটির দিনে বাজার করতে যাওয়ার সময় এমন ঘটনা ঘটে গেল। কে বা কারা গুলি চালালো তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। দুষ্কৃতিদের খোঁজে তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ।

ঘূর্ণাবর্তের জেরে ভরা বসন্তে বৃষ্টির ভ্রূকুটি বঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবারের সারাদিন মেঘলা আকাশে বৃষ্টির ভ্রূকুটি। মাঘ মাস পেরিয়ে ফাল্গুনের শুরু হয়েছে। আবহাওয়ায় বসন্তের ছোঁয়া। এইসময় বৃষ্টির ভ্রূকুটি যেন তাল কাটছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে ঘূর্ণাবর্ত এই বৃষ্টির অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। দফতরের আধিকারিক গণেশ চন্দ্র দাস জানান, এই মুহূর্তে একটি ঘূর্ণাবর্ত রযেছে যার অবস্থান ছত্তিশগড় উপকূল ও কিছুটা ওড়িশা উপকূলের কাছাকাছি। এর ফলেই গত দু'দিন ধরে আকাশ মেঘলা থাকছে। তাই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই চব্বিশ পরগনায়। খুব হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর ও কলকাতায়। কলকাতার কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । রবিবার দিনের তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। পাশপাশি আজ থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়বে, রোদ উঠবে এবং তিন থেকে চার দিনের মধ্যে ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি দিনের তাপমাত্রা হবে। রাতে তাপমাত্রা কলকাতার ক্ষেত্রে তিন থেকে চার ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়ে ২১ থেকে ২২ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। তবে সোমবার দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ডোমজুড় বিধানসভায় শেওড়াপোতা খাল সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ সূচনা করলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। নিজস্ব চিত্র।

বকুলতলা থানার পুলিশের তৎপরতায় চুরির কিনারা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গত জানুয়ারি মাসে বকুলতলা এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনার কিনারা করলো বকুলতলা থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,গত জানুয়ারি মাসে বকুলতলা থানার বকুলতলা এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ঐ গৃহস্থের বকুলতলা থানায় অভিযোগের পরে বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলের নির্দেশে তদন্ত নামে এস আই জয়দেব দাস।আর গোপন সূএে খবর পেয়ে শনিবার রাতে এস আই জয়দেব দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে বুড়োরঘাট এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় দুই দূস্কৃতিকে।ধৃত দুজন হল নজরুল গাজী অরফে পচা,বাড়ি জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ঘটক পাড়া এলাকায় এবং আসাদুল সেখ, বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু দিঘীরপাড় এলাকায়।ধৃতদের জিজ্ঞেসাবাদ করে পুলিশ জানুয়ারি মাসে বকুলতলা এলাকায় চুরির কিনারা করলো।ধৃতদের রবিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় বকুলতলা থানার তদন্তকারী অফিসার।

বেলভেডারে পার্কে ইআর-এর নির্বাহী স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প

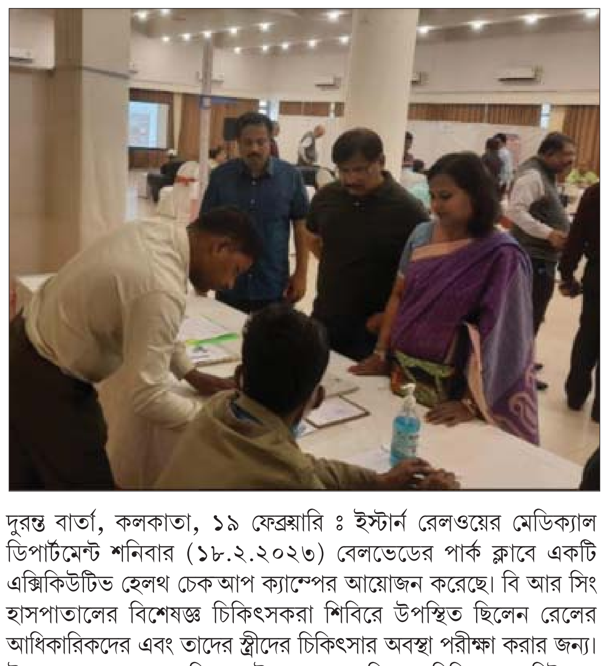

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ের মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট শনিবার (১৮.২.২০২৩) বেলভেডের পার্ক ক্লাবে একটি এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক আপ ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। বি আর সিং হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রেলের আধিকারিকদের এবং তাদের স্ত্রীদের চিকিৎসার অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য। উচ্চতা ছাড়াও ওজন, বিএমআই, রক্তচাপ পরিমাপ, বিভিন্ন প্যারামিটারের জন্য রক্ত পরীক্ষা, বিশেষ পরীক্ষা যেমন ইসিজি, হাড়ের খনিজ ঘনত্ব পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা, জরায়ুর ক্যান্সার স্ক্রীনিংয়ের জন্য প্যাপস স্মিয়ার, মহিলাদের জন্য স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং পরীক্ষা ইত্যাদি পরিচালিত হয়েছিল। নির্বাহী স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প। প্রতি বছর এই প্রোগ্রামটি রেলওয়ের আধিকারিকদের তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংগঠিত করা হয়, যাতে তারা ব্যস্ত দৈনন্দিন সময়সূচীর পরেও তারা ফিট এবং সূক্ষ্ম থাকে এবং জাতিকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করে। একটি সুস্থ পরিবার নিশ্চিত করতে রেলওয়ে তাদের স্ত্রীর যত্ন নেয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৮১ সংখ্যা, সোমবার, ৭ ফাগুন, ১৪২৯

পঞ্চায়েত নির্বাচন

সম্পাদকীয়

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রার্থী তালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে। এবার থেকে বলা হয়েছে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের স্বচ্ছ লোক বলে পরিচিত রয়েছেন তাঁদেরকে প্রার্থী করা হবে। তবে সবাইকে পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বসবাস করতে হবে। নতুন করে হাজার পঁচিশ মুখ নিয়ে আসার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুরানো পঞ্চায়েত নেতাদের এবার থেকে কাজের ওপরে ভিত্তি করে তাদেরকে বাদ দেওয়া হবে। সেখানে স্থান পাবে নতুন মুখ যারা কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না বা কাটমানিতে অংশ গ্রহণ করেনি। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে এক তৃতীয়াংশ প্রার্থী করা হবে নবাগত। আর এগারো হাজার প্রার্থী করা হবে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে। পাশাপাশি ভোটের কথাকে চিন্তা করে দিদি সুরক্ষা কবচ গ্রামে শুরু হলে তা শহরে ছড়িয়ে দেওয়ার কতা ভাবা হচ্ছে। এবারে পঞ্চায়েতে নির্বাচনে নতুন মুখ আনার ব্যাপারে দলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন দলের ভাবমূর্তিকে স্বচ্ছ রাখতে এবার পঞ্চায়েত স্তরে নতুন মুখ নিয়ে আসা হবে। যেসব কর্মীদের বা নেতাদের নামে কোনও দুর্নীতি নেই তাদেরকে দলীয় প্রার্থী হওয়ার টিকিট দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে পুরসভাগুলিতে নতুন মুখ নিয়ে আসার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন দলের প্রার্থী বাছাই কমিটি। তারা আগে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা তৈরি করবে। তারপরে সেগুলি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঝাড়াই বাছাই করা হবে। তবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা পচ্ছন্দ করবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত প্রার্থী তালিকা তৈরি করার ব্যাপরে অভিষেক বনেদ্যাপাধ্যায়কে স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। নেত্রী বলেছেন, পঞ্চায়েত স্তরে টিকিট পেতে গেলে অভিষেক আগে যে তালিকা তৈরি করেছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই তালিকা ধরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী খোঁজার কাজ শুরু করা হবে। এবারে পঞ্চায়তে নির্বাচনের রাশ কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। তিনি যা বলবেন তাই হবে। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে ব্যাপক পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া হাতে তা করতে গেলে নেত্রী স্বয়ং বাধা দিয়েছিলেন। নেত্রী পুরানো মুখকে কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খানিকটা নিরাশ হলেও পরে তা তিনি সামলিয়ে নিয়েছিলেন। নেত্রীর মুখে ওপরে কোনও কথা বলতে পারেনি। তখন নেত্রী একটি কথা বলেছিলেন এক সময়ে যাদের জন্য দল তৈরি হয়েছিল হঠাৎ করে তাদেরকে বাদ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তাদেরকে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসে নতুন মুখ খুঁজবে। তার ফলে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচনে বহু নতুন মুখ আসলে তার সঙ্গে উচ্চস্তরে পুরানো মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। ফিরহাদ হাকিম, অতনু ঘোষ সবাই এসে ছিলেন নেত্রীর ডাক পেয়ে।

গণতন্ত্রে দুর্নীতি

গণতন্ত্রে যদি দুর্নীতি প্রবেশ করে তাহলে সেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে শুরু করে। তার বড় প্রমাণ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জয় লাভ করেছিলেন রাশিয়ার গুপ্তচরের সহযোগিতা নিয়ে এই রকম কথা বাতাসে ভাসতে শুরু করে দিয়েছিল। তা নিয়ে সেনেট তদন্ত করতে শুরু করলেও তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পর্যন্ত এ ব্যাপারে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্ত দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেই তদন্তের কাজ বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেনি। তারপরে ট্রাম্প আর একটি অগণতান্ত্রিক কেলেঙ্কারী করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেটা হচেছ তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন জো বাইডেনের কাছে। কিন্তু ট্রাম্প সেই পরাজয়কে অস্বীকার করে তিনি নির্বাচনে করিমশনের ঘোষণার বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষ আদালেত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে তিনি প্রায় ১১৪টি মামলা করেছিলেন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সেখানে তাঁর বারবার পরাজয় হলেও তিনি কিন্তু ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি এবারে তাঁর সমর্থকদের উস্কানি দিয়ে সেনেট হল থেকে শুরু করে হোয়াইট হাউস অবরোধ করে রেখে দিয়েছিলেন। ভাঙচুর করা হয়েছিল সেনেট হল। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে। ছিক একই রকমভাবে পশ্টিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে যা কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর পক্ষে বিপদজনক। ভারতের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে দুর্নীতি ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি জনগণকে ক্রমশ বিপদগামী করতে শুরু করে দিয়েছে। দল এবং দেশকে পৃথক পাত্রে রেখে যেভাবে উন্নয়নের ভ্রান্ত চিন্তা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে কোপ পড়তে শুরু করেছে। দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে মুষ্টিমেয় মানুষ তার থেকে সুবিধা লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্যে এসে উপস্থিত। দলীয় রজানীতির অস্বচ্ছার সুযোগ নিয়ে জনগণের প্রভূত ক্ষতি করতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলের নেতারা। ভোটের জেতার জন্য দলদাস তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু দেশের কোনও রক্ষক তৈরি হচ্ছে না। অষ্টাদশ শতকে সমাাজিক অবক্ষয়ের দিনে রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে বাংলার নবজাগরণ এসেছিল। সেই সময়ে বহু মনীষী বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের উপস্থিতির ফলে বাংলা জাগতে শুরু করে দিয়েছিল। তৈরি হয়েছিল দেশনায়ক। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র বোসকে তো দেশনায়ক আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ দেশবাসীর কাছে ছিল দৃষ্টান্ত। অথচ এদের উত্তরসূরিরা আজকে দেশের মধ্যে অস্বচ্ছতাকে বাঁচিয়ে রেখে দুর্নীতি করতে শুরু করে দিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না।

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে।দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে।

রাশিয়ার টিভি সঞ্চালককে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিল

রবীন্দ্রকুমার শীল্

সংবাদপত্রের ওপরে বারবার হানা দিতে দেখা গিয়েছে। বহু সাংবাদিক সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে মারা পড়েছেন। আবার বহু সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। চিন কোরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ সাংবাদিকদের স্বাধীনতার কথা স্বীকার করে না। কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ তা স্বীকার করে না। তারা বলে সাংবাদিকদের কাজ হচ্ছে দেশের উন্নয়নের খবর প্রকাশ করা। সরকার বিরোধী কোনও সংবাদ প্রকাশ করা মানেই হল দেশদ্রোহী। ভারতের এমারজেন্সির সময়ে সাংবাদিকদের ওপরে হামলা হয়েছিল। বহু সাংবাদিকদের কারাগারে পুরে রাখাও হয়েছিল। সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত, গৌর কিশোর ঘোষকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এটা হয়েই থাকে। এর হাত থেকে সাংবাদিকদের রেহাই নেই বলা যেতে পারে। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুকে যারা রাশিয়ার দখলদারি করাটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারছে না তাদের ওপরে রুশ সরকার একেবারে ক্ষেপে আগুন। রাশিয়ার সরকারি চ্যানেল থেকে বলা হয়েছে যেসব সাংবাদিকেরা রাশিয়াকে দখলদারি বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাদেরকে ভলগা নদীতে ঝুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। এই ধরনের মন্তব্যে প্রতি তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে সারা বিশ্ব। রাশিয়ার সরকারি টিভির সঞ্চালক অ্যান্টনি ক্র্যাসোভস্কি এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা পাননি। তাঁর এই ধরনের মন্তব্যকে ঘিরে সারা বিশ্ব জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য ইউক্রেন সরকার তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ড দিল। ইউক্রেন আদালত থেকে বলা হয়েছে যে ক্র্যাসোভস্কির দুটি অপরাধ করেছেন। তিনি উস্কানি মূলক মন্তব্য করেছেন এবং ইউক্রেনের সংবিধানকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে একাধিক বার প্রকাশ্যে রাশিয়াকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন ক্র্যাসোভস্কি। ইউক্রেনের মানুষকে মেরে ফেলা উচিত হলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিস এসবিইউ বলেছে যে বর্তমানে বহু যুদ্ধাপরাধীরা লুকিয়ে রয়েছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার

ব্যাপারে যা যা করণীয় তাই করতে শুরু করে দিয়েছে এসবিইউ। ইউক্রেনে রুশ হামলা অব্যাহত। রাশিয়া আগের চেয়ে হামলার গতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় কিভের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা ইউরোপ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন, ইউক্রেনে যুদ্ধে আমেরিকা পাশে থাকতে পেরে গর্বিত। তিনি আরও বলেছেন, পুতিন যদি তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা করতে শুরু করেন তাহলে তিনি ভুল করবেন। আমেরিকা প্রচুর ধৈর্য ধরে খেলতে ভালোবাসে। ইউক্রেনীয়দের আরও পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা আইনের মাপকাঠি বজায় রাখি। রাশিয়া মানবাধিকার অতিক্রম করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অপরাধী বলে ঘোষণা করা উচিত বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে ইউরোপীয় দেশগুলি। এদিকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লেয়েনের সঙ্গে দেখা করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। তাদের বৈঠকে বিষয়বস্তু ছিল ইউক্রেনের যুদ্ধ। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখনই সময় ইউক্রেনকে আরও বেশি করে অস্ত্র দেওয়ার। এদিকে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন যে রাশিয়া ভাবতে শুরু করেছে আমেরিকা স্নায়ুর চাপ গ্রহণ করতে পারবে না। তাহলে কিন্তু রাশিয়া ভুল কাজ করছে। এই ভুলটা প্রমাণ করে দেবে ব্রিটেন। ইউক্রেনের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেন। আমেরিকা ব্রিটেনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলোনস্কি এবার ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী সুনকের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। রাশিয়াকে থামাতে ইউক্রেন কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে এবং সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি কী তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাশিয়া যে যুদ্ধের রাস্তা ত্যাগ করবে না সেটা ক্রমশ পরিস্কার। এদিকে রাশিয়া যেভাবে সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার নিন্দা করতে শুরু করতে শুরু করেছে পশ্চিমী দেশগুলি। তবে ব্রিটেন আশাবাদী যে যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে যা মনে করা হচ্ছে তাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ইউক্রেনের জয়। রাশিয়াকে মাঝ পথ যুদ্ধ থামাতে হবে। নাহলে কিন্তু রাাশিয়তে আবার ভাঙন ধরবে। রুশ জনগণ পুতিনের ওপরে ক্ষিপ্ত। এই যুদ্ধ আরও বেশি দিন ধরে চলতে থাকলে রশিয়ার মধ্যে ক্যু দেখা দেব। তখন পুতিনকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

ইউক্রেনের মানুষকে মেরে ফেলা উচিত হলে মন্তব্য করেছিলেন ক্র্যাসোভস্কি। ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিস এসবিইউ বলেছে যে বর্তমানে বহু যুদ্ধাপরাধীরা লুকিয়ে রয়েছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলকাতায় প্রথম ঘোড়া গাড়ির ট্রাম

কলকাতায় প্রথম ট্রাম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এবারে কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু করা হবে। ১৮৭৩ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহ থেকে একেবারে আর্মেনিয়ান ঘাট স্ট্রিট পর্যন্ত প্রথম ট্রাম চালু করা হল। তখন কলকাতায় ঘোড়া গাড়ির চলাচল করতো। এটাই ছিল কলকতার একমাত্র যাত্রীবাহী যান। এখনও কলকাতায় বহু রাস্তায় পরিত্যাক্ত ঘোড়ার জল খাওয়ার স্থান দেখতে পাওয়া যায়। ২.৪ মাইল ট্রাম চালু করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই বছর ২০ নভেম্বর এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানি ২২ ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে লণ্ডনে গঠিত করে একটি কমিটি। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এবার থেকে কলকাতায় ট্রাম গাড়ি চালানো হবে। শিয়ালদহ, বহুবাজার, ডালহৌসি স্কোয়ার, স্ট্রান্ড রোড হয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ট্রাম চলবে। ১৮৮০ সালে ১ নভেম্বর লর্ড রিপন এই ঘোড়া ট্রাম গাড়ির শুভ উদ্বোধন করেছিলেন। প্রথমে তিন রুট খোলা হয়েছিল। প্রথম ছিল কুমারটুলি থেকে চিৎপুর হয়ে লালবাজার। তারপরে বউবাজার হয়ে একেবারে শিয়ালদহ। তৃতীয় রুট হচ্ছে কালীঘাট থেকে শুরু করে একেবারে এসপ্লানেড পর্যন্ত। এর এক বছর পরে কলকাতার ওয়েলিংটন ধরে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে শ্যামবাজার পর্যন্ত রুট চালু করা হয়। তারপরে শিয়ালদহ রুটকে আর বাড়ানো হয়েছিল। একেবারে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত করা হয়েছিল। ১৮৮২ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হল বাষ্পীয় ট্রাম। বাষ্পীয় লোকোমোটিভ ট্রামগুলি তখন পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো

হয়েছিল। ডাফরিন রোড হয়ে ময়দান, রেসকোর্স পর্যন্ত এই ট্রাম পরিষেবা শুরু করা হয়। পার্ক স্ট্রিট এবং খিদিরপুর অঞ্চলে এই ট্রাম চালানো হয়েছিল। ১৯০১ সাল পর্যন্ত ঘোড়া গাড়ির ট্রাম এবং বাষ্পীয় ট্রাম চালু ছিল কলকাতায়। তারপরে চিন্তা করা হলো ট্রামের গতি বৃদ্ধি করতে ইলেকট্রিক ট্রাম চালু করা হবে। তার এক বছর আগেই কলকাতায় এসে গিয়েছে বিদ্যুতচালিত ট্রাম। প্রথম বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম পুরষেবা দেওয়া শুরু হয় কালীঘাট থেকে শুরু করে একেবারে এসপ্লানেড পর্যন্ত। ১৯০২ সালে খিদিরপুর থেকে এসপ্লান্ডে পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রাম চালু করা হল। শ্যামবাজার লাইনটিকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। পরে গালিফ স্ট্রিট পর্যন্ত নতুন রুট চালু করা হয়। ১৯১০ সালে রাজাবাজার ট্রাম ডিপো নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯৪১ সালে রাজাবাজার থেকে সার্কুলার রোড পর্যন্ত ট্রাম চালু করা হয়। পার্ক সার্কাস লাইনকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছিল। কলকাতার আগে কানপুরে ট্রাম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মুম্বই এবং দিল্লিতেও ট্রাম চালু বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৮২ সালে যখন কলকাতায় স্টিম ট্রাম চুলা করা হল তখন সাতটি স্টিম ইঞ্জিন এবং এক হাজারটি ঘোড়া ছিল ট্রামকে সচল রাখার। ১৮৬ টি কাঠের ট্রাম ছিল। ১৯ মাইল ধরে চলাচল করতো এই সব কাঠের ট্রামগুলি। ১৯৪০ সালে হাওড়ার ট্রাম চালু হলে তখন ১৪ হাজার কর্মী কাজ করতো। দৈনিক যাত্রীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার। সেই কলকাতাব ট্রামের এই বছর দেড়শো বছরে পা দিল। কিন্তু ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও সদইচ্ছা সরকারের নেই। কলকাতা পুরসভা বলতে শুরু করে দিয়েছে রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তার ফলে ট্রাম চালানো সরকারের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা লাভর পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ট্রাম কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্রিটিশ মালিকের অধীনে থাকবে এই সংস্থা। তারপরে এই সংস্থা সরকারের অধীনে চলে যাবে। ১৯৬৭ সালে কোম্পানি শ্রমিকদের বেতন দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। তারপরে ট্রাম কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করা ব্যাপারে বিধানসভায় একটি বিল পাশ করা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে সরকার ট্রাম কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকার। ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক টাকা দেয়। ১৬৯ নতুন ট্রাম কেনার পাশাপাশি ২৫টি পুরানো গাড়ির সংস্কার করা হয়েছিল। এখন ট্রাম এর সংখ্যা ক্রমশ কমিয়ে ফেলা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন বিদেশে ট্রাম প্রেমিক এসেছিলেন। তিনি কলকাতার ট্রামকে রক্ষা করতে বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত লোকসানে চলা সংস্থাকে আর টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না প্রশাসন। কর্মীর সংখ্যা কমিয় ফেলা হয়েছে। এখন একটি মাত্র রুট চালু রয়েছে সেটা হচ্ছে পার্ক সার্কাস থেকে নোনা পুকুর এবং বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত।

তেহরিক-ই-তালিবান আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছে পাকিস্তান

কথা ছিল তালিবানরা আফগান দখল করে ভারতের দিকে তাকিয়ে তারা আক্রমণ করার ছক কষতে থাকবে। কিন্তু এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে তালিবানরা ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে অফগানে মানবিক সাহায্য পাঠতে শুরু করেছে। তার ফলে একন আফগনের তালিবান সরকার ভারত বন্ধু হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এদিকে পাকিস্তান ক্রমশ তালিবানদের ভয় পেতে শুরু করেছে। তেহরিক-ই-তালিবান এখন পাকিস্তান অধিকার করার কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে মদত দিতে শুরু করেছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনের নেতারা। করাচিতে প্রবেশ করে গিয়েছে আফগান জঙ্গিরা। এদিকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা স্বীকার করে নিয়েছে যে পাক জঙ্গিদের সহযোগিতা না থাকলে তেহরিক-ই-তালিবানরা লাহোরে এসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারতো না। করচির পুলিশের সদর দফতরে জঙ্গিরা হানা দেওয়ার ফলে তিন জন জঙ্গি সহ এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৯ জনের বেশি। কারা এই হানা করলো তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে তেহরিক -ই-তালেবান এর দায় স্বীকার করে নিয়েছে। জঙ্গিদের ব্যাগ থেকে একে ৪৭ রাইফেল পাওয়া গিয়েছে। এরা পুলিশ সদর দফতরে প্রবেশ করে চল্লিশ পঞ্চাশ জন পুলিশকে আটকে রেখে দিয়েছিল জঙ্গিরা। গত বছর নভেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে টিটিপির মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিল। তারপরে সেই চুক্তি ভেঙে ফেলা হয়। তারপরে থেকে নিরাপত্তা বাহিনী দফতর লক্ষ্য করে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে টিটিপির জঙ্গি বাহিনী। সন্ত্রাস হামলার মাত্রা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। লাহোরে প্রবেশ করে হামলা করার ফলে পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যবস্থার কঙ্কাল বের হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের নাগরিকেরা সুরক্ষিত নেই সেটা প্রমানিত হয়ে গেল এই হামলাকে কেন্দ্র করে। একদিকে পাকিস্তানের ওপরে আর্থিক চাপ আবার অন্য দিকে জঙ্গি হামলা পাকিস্তাকে একেবারে নাস্তানাবুঁদ করে ছেড়ে দিচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান সরকার একেবারে শক্তিহীন সরকারে পরিণত হতে শুরু করেছে। পুতুল সরকার হয়ে গিয়েছে শাহবজা সরকার। এদিকে ভারত সরকার পাকিস্তানে ঘটে যাওয়ার ঘটনার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিচ্ছে। ভারতে মধ্যে তার রেশ যাতে না এসে পড়ে তার জন্য সীমান্ত ব্যবস্থায় কঠোর নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও রকমভাবে ভারতের মধ্যে পাক জঙ্গিরা প্রবেশ না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে ভারতীয় সেনারা। জানতে পারা গিয়েছে লাহোর পুলিশের সদর দফতরে সিটি ক্যামেরা চাল ছিল না। সেই সুযোগে তালিবান জঙ্গিরা সেখানে হামলা চালায়। পরে পুলিশ এবং আধা সেনারা উপস্থিত হয়ে জঙ্গি মুক্ত করে। প্রায় ঘন্টা তিনেক ধরে গুলি বিনিময় হয়েছিল।

হিজাব বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে

ইরানের মেয়ে জয়নাব কাজেমপোরের ভিডিও এখন ভাইরাল হতে শুরু করে দিয়েছে। তেহরান ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর বার্ষিক সভায় জয়নাব নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সভায় যোগদান করেছিলেন। বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন তিনি। সভায় হিজাব ঠিক নেই বলে তঁকে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তারপরে তিনি তার প্রতিবাদ গর্জে উঠতে শুরু করেন। তিনি তখন মাইক নিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন যারা মাথা ঠিক মতো ঢাকার জন্য প্রার্থীপদ স্বীকার করে না সেই সভাকে আমি মানি না। মাথার হিজাবটাকে খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে মঞ্চ থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। হাততালি এবং সমর্থনে ফেটে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল গোটা সভাস্থল। কালো উড়নিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন তিনি। একবারের জন্য পিছন ফিরে তাকাননি। জয়নাব যেভাবে হিজাব ফেলে দিয়ে প্রতিবাদ করে চলে গেলেন তাতে সারা বিশ্ব বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ইরনের মেয়েরা আর মাহিশা আমিনির আগেকার দিনগুলো ফিরতে চায় না। এদেরকে দমন পীড়ন করতে সরকার যতই এগিয়ে আসুক। যতই কাগারে দিক এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখুক কোনও অবস্থায় হিজাব পরে রাস্তায় বের হওয়া সম্ভব নয় সেটা বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে সেখনকার মহিলারা। হিজাব বিরোধী হাওয়া কাতারের ফিফা বিশ্বকাপকে আক্রান্ত করেছিল। তার ফলে কাতার কর্তপক্ষ ফিফা ফুটবল খেলায় সময়ে ইরানের বিরুদ্ধে কোনও হিজাব প্রতিবাদ করা চলবে না বলে জানান দেয়। জোর করে ভয় দেখিয়ে ইরানের দলকে বাধ্য করানো হয়েছিল জাতীয় সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতে। তারা প্রথম খেলায় ইরানের জাতীয় সংগীত চলাকালীন মুখ বন্ধ করে রেখে দিয়ে হিজাব বিরোধীদের সমর্থন করতে থাকে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় ইরান সরকার। ফুটবল খেলাওয়াাড়েরা দেশে ফিরলে তাদের ওপরে শাস্তির ভয় দেখিয়ে বিরত রাখা হয়েছিল। ইরানের যে হিজাব বিরোধী প্রতিবাদ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তাকে সমর্থন করতে শুরু করেছে আফগান মহিলা নাগরিকেরা। আফগানে মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকে ভারতের বহু মুসলিম মহিলারা ইরানের হিজাব বিরোধীদের সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কর্নাটকে হিজাব নিয়ে মামলা চলছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ করতে গেলে স্বাভাবিক পোশাক পরার কথা বলা হয়েছে। স্কুলে পড়তে যাওয়ার সময়ে স্কুলের পোশাকের ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। ইরনের প্রতিবাদী সমাজকর্মী মাসি আলিনেজাদ জয়নাবের ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন সাহস তাকে বলে দেখতে হবে। সাহসী মহিলা বলা যেতে পারে। ইরান সরকার সেখানকার মহিলাদের কথাকে কোনও রকমভাবে বাধা দান করতে পারে না। মহিলা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে ইরান সরকারকে চলতে হবে। এছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। এদিকে ইরন ক্রমশ কঠোর থেকে আরও কঠোর হতে শুরু করে দিয়েছে। তারা কোনও রকমভাবে মহিলাদের হিজাব বিরোধিতাকে আইনী সম্মতি দিতে নারাজ। এর ফলে ক্রমশ বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

সাংবাদিক ও সমাজ সেবক থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

(পূর্ব প্রকাশের পর)এ বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনয়ন শতভাগ যথার্থ। বিষয়টি অনেকের কাছে এমনও মনে হচ্ছে যে, এ ধরনের পরিস্থিতির প্রয়োজনেই যেন মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে প্রধানমন্ত্রী তৈরি করে রেখেছিলেন। সযতনে তাকে করে রেখে দেয়া হয়েছিল বলেই আওয়ামী লীগ সভাপতি তার নামটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেননি। উঠতে দেননি কোনো বিতর্কও। যে কারণে মনোনয়নপত্র জমাদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমসহ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল তার সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। অথচ মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু একাধারে দলের দুর্দিনের সাথী, বৈরী সময়ের সাহসী কণ্ঠ, স্পষ্ট, প্রতিবাদী, কারা নির্যাতিত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্মুখযোদ্ধা। কর্মজীবনের প্রতিটি পরতে তিনি রেখেছেন দলীয় আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর। এ বিবেচনায় তিনি আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত নেতা। সময়ের হুজুগে ভেসে আসা 'হাইব্রিড' তিনি নন। এছাড়া পেশাগত কারণে তিনি বিচার, সংসদ এবং আইন ও সাংবাদিক বিষয়ে অভিজ্ঞ। সরকার ও সময়ের চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তিনি দিতে পারেন বিচক্ষণতার পরিচয়। এমন পরিস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক কমিশনার মো. সাহাবুদ্দিনকে বেছে নেয়া আওয়ামী লীগের জন্য এক অনন্য সিদ্ধান্ত। তবে সরকারি দলের বাইরেও যে মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে খুব একটা বিতর্ক রয়েছে এমনও নয়। রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি প্রেসিডেঃট পদের এই মনোনয়ন নিয়ে বাহ্যত প্রতিক্রিয়াহীন।তবে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ একটি দিয়েছেন বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহআন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক এমপি ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। তার মতে, মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে পরবর্তী প্রেসিডেঃট হিসেবে বেছে নেয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় চমক। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের জন্য এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে বেটার অপশন আর ছিল না বলে আমি মনে করি। তিনি একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের অত্যন্ত অনুগত। আনুগত্যের পরিচয় দিচ্ছেন অতীত থেকেই। শিক্ষাজীবনে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। পরে জেলা যুবলীগের সভাপতি হন। (ক্রমশ)

জওয়ানকে গুলি

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ অনুপ্রবেশকারীর গুলিতে গুরুতর আহত বিএসএফ জওয়ান। উত্তর দিনাজপুর জেলার কিশনগঞ্জ সেক্টরের তিনগাঁও বিওপি এলাকার ঘটনা। অভিযোগ সেইসময় ৫ থেকে ৬ জন বাংলাদেশি পর্যাপ্ত নথি ছাড়াই এদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিল পাচারের উদ্দেশে। সীমান্তে চলছিল বিএসএফের টহল। আচমকা বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনের গতিবিধি নজরে পড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। একটু কাছে কাছে যেতেই পরিষ্কার হয় বিষয়টা। দেখা যায় কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী কাঁটাতারের বেড়া টপকে প্রবেশের চেষ্টা করছে। অভিযোগ তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করতেই গুলি ছোড়েন তাঁরা। গুলিবিদ্ধ হন এক বিএসএফ জওয়ান। গরু ও ফেনসিডিল পাচার আটকানোর সময় বাংলাদেশি পাচারকারীরা পরপর গুলি ছোড়েন বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে। আহত জওয়ানকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের আটকাতে পাল্টা গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরাও। বিএসএফ সূত্রে খবর, আহত জওয়ানের নাম মুকেশ চাঁদ শর্মা। তিনি ১৫২ নম্বর ব্যাটেলিয়নে কর্মরত। জওয়ানদের তৎপরতায় একজন বাংলাদেশি পাচারকারী ধরা পড়ে যায়। বাকিরা পালিয়ে যায়। বিএসএফ জানিয়েছে ধৃতের নাম মহম্মদ সুমন। বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও হরিপুর এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ৩২৬টি ফেনসিডিলের বোতল, একটি পিস্তল, বাংলাদেশের ৫০ টাকা, ভারতের ২০০ টাকা, দুটি সিম উদ্ধার হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ জওয়ানের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হন। কোচবিহার আর বাংলাদেশের লালমনিরহাটের মধ্যবর্তী সীমান্তের ঘটনা। বিএসএফের দাবি নিহতরা ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচার করেছিলেন।

পেল্লাই হাঙর

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবাসরীয় সকালে দিঘা মোহনায় এল এক বিশালাকার হাঙর। যার ওজন দু'শো কিলো। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হল বিক্রি। জানা গেছে এদিন হাঙরটি ২৯ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। রবিবার সকালের এই ঘটনাকে ঘিরে দিঘা মোহনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। হাঙর বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এদিন মাছটিকে মোহনার নিলাম কেন্দ্রে আনা হয়। বিশালাকার সেই মাছ দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু সাধারণ মানুষ। মাছটি কিনতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত ২৯ হাজার টাকায় বিক্রি হয় হাঙরটি। জানা গিয়েছে, কলকাতার একটি সংস্থা হাঙরটি কিনে নেয়। এতবড় হাঙরকে সামনে দেখে ক্যামেরাবন্দি করতে বহু পর্যটক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা ভিড় জমান দিঘা মোহনা মৎস্য নিলাম কেন্দ্রে। হাঙ্গর মাছ ধরা ও বিক্রি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তারপরেও দিঘা মোহনায় ক্রমাগত হাঙ্গর ধরে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, ছোট থেকে বড় সব রকম হাঙর বিক্রি হয় এই মোহনায়। হাঙর মাছের তুলনামূলক দাম কম। ফলে ভেটকি বা দামি মাছের বদলে এই হাঙর ব্যবহার করা হয়। হোটেল ও রেস্তরাঁর বাহারি রান্নায় হাঙর ব্যবহার করে গ্রাহকদের বোকা বানানো হয় বলে অভিযোগ। ফিশ কাটলেট, চিলি ফিশ-সহ মাছের রকমারি পদ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এই হাঙর।

বন্ধুর জীবন বাঁচাতে পথে নামল বন্ধুরা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ চরম দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে নেমেছিল কোলাঘাটের এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। কিন্তু মাঝপথেই ঘটলো যেন ছন্দপতন। দুটি কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া মুমূর্ষু, অসহায় ওই পড়ুয়ার প্রাণ বাঁচাতে রাস্তায় নেমে সাহায্য প্রার্থনা করল তার সতীর্থরা। কোলাঘাটের আমলহান্ডা এলাকায় রয়েছে কোলাঘাট গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক কলেজ। যার পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ৩৫০ জন। মূলত, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নানান বিষয়ে পঠন-পাঠন হয়ে থাকে এই কলেজটিতে। আর সেই কলেজেরই তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শুকদেব রাউত(২৮)। পাশের হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার গঙ্গারামপুর এলাকার বাসিন্দা। বাবা গৌতম রাউত বেশ কয়েক বছর ধরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ। স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে গ্রামের এক চিলতে মাটির বাড়িতে কোন রকমে গৌতম বাবুর অভাবের সংসার। দিনমজুরির কাজ করে কোন রকমে সেই সংসার চালিয়ে নিয়ে গেলেও দীর্ঘ শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেটাও আজ আর সম্ভব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে তাই পড়াশুনোর পাশাপাশি সংসারের যাবতীয় দায়ভার কাঁধে এসে পড়ে কোলাঘাটের এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া শুকদেবের উপর। তাই বাধ্য হয়েই পড়াশোনার ফাঁকেই রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসারের হাল ফেরানোর আশায় দিন গুনছিল এই ছাত্র। এদিকে ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার খরচও তাকেই জোগাতে হতো। ফলে দীর্ঘ এই শারীরিক এবং মানসিক চাপে এমনিতেই বেশ কয়েক মাস ধরে ভেঙে পড়েছিল শুকদেব। এমন পরিস্থিতিতে দিন কয়েক আগে কলেজে এসে সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সতীর্থ পড়ুয়াদের প্রচেষ্টায় তাকে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে তার দু'টি কিডনির সমস্যার কথা জানা যায়। আর তাতেই যেন মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়া অবস্থা এই হতদরিদ্র পরিবারের। এমন পরিস্থিতিতে নিজের শারীরিক অসুস্থতার খরচের পাশাপাশি সংসার চলবে কিভাবে? তা নিয়ে প্রায় দিশেহারা শুকদেব। আর তার এই অসহায় দুর্দিনে পাশে এসে দাঁড়ায় কলেজের প্রায় সমস্ত পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। নিজেদের সাধ্যমত সাহায্যের পাশাপাশি দু'টি কিডনি বদলের বিপুল খরচ জুগিয়ে বন্ধুকে বাঁচাতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন বিকাশ মাঝি, অরিজিৎ সামন্ত, রিয়াজ মল্লিক, সৌমেন বর্মনরা। পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মিলিত ভাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেছেদা, পাঁশকুড়া স্টেশনের পাশাপাশি খড়্গপুর স্টেশন চত্বর এলাকাতে গিয়েও সাহায্যের আবেদন জানায়। তাদের কথায়, আমরা চাই শুকদেব সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে আবারও আমাদের মাঝে ফিরে আসুক। শুকদেবের খুব কাছের এক বন্ধু শঙ্খশুভ্র সিট জানায়, অত্যন্ত দারিদ্রতার কারণে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সংসারের হাল ফেরাতে রাজমিস্ত্রির কাজ করত শুকদেব। তাই নিজের শরীরের ন্যূনতম খেয়ালটুকুও নিতে পারেনি। অনিয়মিত জীবন যাপন, সময়মত না খাওয়া-দাওয়া এবং হাড় ভাঙ্গা খাটনির জন্য ওর দুটো কিডনি বিকল হয়ে গিয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। এমন অবস্থায় কিডনি বদলের খরচের পাশাপাশি সংসার টুকু কিভাবে চলবে, সেটা ভেবেই এভাবে আমরা এখন সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। কোলাঘাট গর্ভমেন্ট পলিটেকনিক কলেজের প্রিন্সিপাল সৌমেন সাহা বলেন, বর্তমানে এসএসকেএমে ডায়ালিসিস চলছে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এই মেধাবী ছাত্রটিকে বাঁচাতে ব্যক্তিগতভাবে আমরাও সাধ্যমত সাহায্যের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছেও সাহায্যের আবেদন আমরা জানিয়েছি।

হলদিয়া নিয়ে শাসকের বিশেষ কৌশল

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শুভেন্দু অধিকারী ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। তারপর তাঁর বিজেপিতে যোগদানের পরপরই তৃণমূলের হাতছাড়া হলদিয়া। পুরসভা ভোটের আগে হলদিয়ায় কামব্যাকের লক্ষ্যে নয়া পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হলদিয়ায় হারতে হয়েছে তৃণমূলকে। সেই ভোটের ফলে দেখা গিয়েছে হলদিয়া পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৬টিতেই পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। মাত্র তিনটিতে তৃণমূল এগিয়ে। এই অবস্থায় সামনেই হলদিয়া পুরসভা নির্বাচনে। সেই নির্বাচনের আগে ঘর গোছাতে তৎপর রাজ্যের শাসক দল। বিগত পুরসভা নির্বাচনে হলদিয়া পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ডেই জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে পুরো হলদিয়া ঘুরে যায় বিজেপির দিকে। বিগত দু বছর ধরে তৃণমূল চেষ্টা করছে হলদিয়ায় কামব্যাক করার। হলদিয়ায় প্রেস্টিজ ফাইট জিততে তৃণমূল আবার নতুন করে সাজছে হলদিয়ায়। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে পূর্ব মেদিনীপুরের পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হয়েছে। তারপরই হলদিয়া পুরসভা এবং পঞ্চায়েত ভোটকে মাথায় রেখে সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে শিল্পশহর হলদিয়ার কর্তৃত্ব ফিরে পেতে সংগঠনকে মজবুত করতে উদ্যোগী হন কুণাল। তৃণমূল পরিকল্পনা করেছে, সাংগঠনিক স্তরে বেশকিছু রদবদল করতে। পুরভোটকে মাথায় রেখে সর্বত্র বুথ কর্মী সম্মেলন করার কথা ভাবছে তারা। ২০২০ সাল থেকে হলদিয়া পুরসভা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। শুভেন্দু অধিকারীর উপর এই শিল্পাঞ্চলসহ গোটা জেলার দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া ছিল। তিনিই বিজেপিতে চলে যাওয়ায় তৃণমূলের পক্ষে সংগঠন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে তৃণমূল আবার রাশ ধরেছে হলদিয়ার। আবার সংগঠনকে ঢেলে সাজিয়ে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করছে হলদিয়া পুরসভা ভোটের আগে। পঞ্চায়েতের পাশাপাশি হলদিয়া পুরসভা ভোটতে পাখির চোখ করেছে তৃণমূল। মমতা-অভিষেকের কাছে তা প্রেস্টিজ ফাইট হয়ে গিয়েছে। তাই তমলুকের পর হলদিয়া পুরসভা এলাকার সংগঠনকেও নতুন করে সাজাতে চলেছে তৃণমূল। হলদিয়া পুনরুদ্ধার করতে একেবারে নতুন মুখকে সামনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। লক্ষ্য পুরসভা ভোটে ২৯-০ করা। সংগঠনকে সেভাবেই সাজানো হচ্ছে। বুথ ধরে ধরে পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসেকে পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ওরা দিবাস্বপ্ন দেখছেন। হলদিয়ায় তারা কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পাঞ্চলে কাজ করছে। এলাকার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। ফলে মানুষ আর তৃণমূলমুখো হবে না। বিজেপির পক্ষেই থাকবেন হলদিয়াবাসী।

বিজেপিতে এলেন উদয়ন গুহর ভাগ্নি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার সকাল থেকেই যখন দিনহাটা বিধানসভার অন্তর্গত ভেটাগুড়ি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক বাড়ির থেকে ১৫০ মিটার বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা, যার নেতৃত্বে ছিলেন উদয়ন গুহ। ঠিক তারপর কোচবিহার জেলায় বিক্ষোভে সামিল হন জেলা বিজেপির কর্মী-সমর্থক ও বিধায়করা। এরপর কোচবিহার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন উদয়ন গুহর ভাগ্নি উজ্জয়িনী রায় সহ আরও দু'জন। ফলে যখন উদয়ন গুহ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন সেই সময়েই তার ঘরে ভাঙ্গন ধরালো বিজেপি। এই প্রসঙ্গে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া উজ্জয়িনী রায় বলেন আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের সাথে আগামী দিনে মানুষের ভালো কাজ করার লক্ষ্যে বিজেপিতে যোগদান করলাম। উদয়ন গুহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি আমার মামা। তবে তার সাথে আমার রাজনৈতিক মতাদর্শগত ফারাক রয়েছে এবং আগামী দিনে তার সাথে রাজনৈতিকভাবেই লড়াই করব। পারিবারিক সম্পর্ক কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কিছুটা দুঃখের সহিত তিনি জানান, যখন তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল সেই সময় তার পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। আজ তিনি স্বাবলম্বী আর তাই মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যেই বিজেপিতে যোগদান করেছেন। ফলে উদয়ন গুহর নেতৃত্বে যখন বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই সময় উদয়ন গুহর ভাগ্নিকে বিজেপিতে যোগদান করিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিল জেলা বিজেপির নেতৃত্বরা। যদিও এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, আমার ভাগ্নির সাথে অনেকদিন ধরেই কোন সম্পর্ক সেরকম ভাবে নেই। বিয়ের পর যোগাযোগও ততটা গভীর নয়। কেউ কোন দলে যোগদান করলে তাতে কিছু আসে যায় না। তৃণমূল কংগ্রেস বৃহৎ পরিবার। পাশাপাশি তিনি বলেন রাজনৈতিকভাবে লড়াই আগামী দিনেও হবে। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, এ তো তৃণমূল কংগ্রেসের শেষের শুরু। অনেক তৃণমূল নেতৃত্ব ও তাদের পরিবারের লোকজন বিজেপির সাথে যোগাযোগ করছে। আমরা সবাইকে নেব কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করছি। যারা মানুষের কল্যাণে কাজ করবে অবশ্যই তারা বিজেপিতে যোগদান করবে। তবে যখন শাসক ও শাসক বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল কোচবিহার জেলা ঠিক সেই দিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর পরিবারের ভাঙ্গন ধরিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিল ভারতীয় জনতা পার্টি বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

তাজা বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কোনওরকমের অশান্তির ঘটনা রুখতে তৎপর বীরভূম জেলা পুলিশ। জেলাজুড়ে লাগাতার তল্লাশি চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা। সেই তল্লাশি অভিযানে এবার বাজেয়াপ্ত করা হল কম করে ৮০টি তাজা বোমা। শনিবার রাতে বীরভূমের সদাইপুর থানার পাঁচটি এলাকা থেকে এই বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ডিএসপি অয়ণ সাধুর নেতৃত্বে ফের লালমোহনপুর এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছিল। সেই সময় ড্রামে ভর্তি বিপুল বোমা দেখতে পাওয়া যায়। এরপর বোমাগুলি বাজেয়াপ্ত করেন পুলিশ কর্মীরা। সদাইপুর থানার তুরুকবরিহাট, মানিকপুর-সহ পাঁচ জায়গা থেকে মোট ৮০টি বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের উদ্যোগে সমস্ত বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। তবে কী কারণে এই বোমা মজুত করা হয়েছিল, কারা মজুত করেছিল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় এখনও কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য গত সপ্তাহে বীরভূমের মাড়গ্রামের হাসপাতাল মোড় এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের জেরে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। দু'জনেই তৃণমূল কর্মী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সঙ্গী নিউটন শেখ নামে এক যুবকের। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় পঞ্চায়েত প্রধানের ভাই লাল্টু শেখ। তারপর থেকে তল্লাশি অভিযানের গতি বাড়িয়েছে জেলা পুলিশ। দু'দিন আগে ওই এলাকার একটি কলাবাগানের ঝোপ থেকে কন্টেনার বোমা উদ্ধার করেছিল পুলিশের টহলদারি দল। জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নিয়ে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় তল্লাশি ও টহলদারির উপর জোর দিয়েছেন।

রক্তাক্ত মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বহরমপুরে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দাস (৪৮)। মৃত যুবকের বাড়ি বহরমপুর থানার সুতির মাঠ দক্ষিণে। মৃত যুবক জলের মেশিনের কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। রবিবার সকালে বহরমপুর থানার সুতিরমাঠ সংলগ্ন রেলগেটের পাশে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষেরা। মৃত যুবকের মা জানিয়েছেন, গতকাল রাত্রে ছেলের বাড়ি ফিরতে দেরি দেখে ছেলেকে ফোন করা হয়। বিশ্বজিৎ ফোন ধরে তার মাকে জানান শিব পুজো নিয়ে ব্যস্ত আছেন। রাত্রে বাড়ি যাবেন। তারপর থেকে আর যুবকের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে রেল পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল তার থেকে কিছুটা দূরে ওই যুবকের পায়ের জুতো উদ্ধার হয় এবং কিছুটা দূরে ঝোপের মধ্যে থেকে ওই যুবকের মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের জিআরপি মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত যুবকের মোবাইল ফোনের তথ্য ঘেঁটে পুলিশ তার মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা করছে। নিহত বিশ্বজিৎ দাস শনিবার রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কাদের দেখা হয়েছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। কারোর সঙ্গে ইদানিংকালে মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটেছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা কিংবা টাকা পয়সাকে কেন্দ্র করে কোন ঘটনা এই মৃত্যুর পেছনে অন্যতম কারণ কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সালারে সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

এজাজ আহম্মেদ, সালার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুর্শিদাবাদের ভরতপুর বিধানসভা এলাকার সালারের শিশুয়েশ্বর শিব মন্দির। সালার থানার উজনিয়া গ্রামের এই একমাত্র শিব মন্দির যে শিব মন্দিরের সংস্কার থেকে শুরু করে মন্দির পরিচালন কমিটির সভাপতি সবকিছুই করেন গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা। শিবরাত্রি উপলক্ষে তারই উদাহরণ ফের দেখা গেল এই মন্দিরে। শিবরাত্রি অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতে কেটে কেটে উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, উজানিয়া শিব মন্দির পরিচালন কমিটির সভাপতি মহম্মদ আজাহার উদ্দিন, ভারতপুর এক নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি নুর আলম, রফিকুল হাসান, যুব তৃণমূল নেতা শাশ্বত মুখোপাধ্যায়, মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত রাম চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন উজানিয়া গ্রামের এই মন্দিরে উপস্থিত হয়ে আগামী দিন আরও ভালো সময় আসছে বলে বার্তা দেন মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান। তিনি বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার আর এখানেই এসে আমরা সেটাই দেখলাম শিব মন্দিরের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমরা সকলেই এক এবং অভিন্ন মানুষ। এটাই আমাদের মূল কথা। এদিন মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত রাম চক্রবর্তী উপস্থিত সাংসদ বিধায়ক সকলকেই মন্দিরের অনুষ্ঠানে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এই শিব মন্দির ভরতপুর দুই নম্বর ব্লকের একমাত্র শিব মন্দির যার সংস্কার থেকে শুরু করে সময়ে-অসময়ে সব সময় রক্ষা করে চলেন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরাও। এখানে আমরা সকলে মিলেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখেই ঠাকুরের আরাধনা করি। এবারও শিবরাত্রি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, আমরা মানুষ আমরা কি করব না করব সবকিছুই আগে থেকে ঠিক করা থাকে, যা করেন আল্লাহ ও ভগবান। তবে আমরা বর্তমানে রাজনীতি করি। আমি চাই সকলকে নিয়েই রাজনীতি করতে। আজকে যে মিলন উৎসব হল তা থেকে পরিষ্কার আগামী দিনে আরও ভালো সময় আসতে চলেছে।

পার্শ্ব শিক্ষককে উদ্ধার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নিশিগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নিশিগঞ্জ থেকে অপহৃত পার্শ্ব শিক্ষক সুকমল বর্মনকে উদ্ধার করা হল। শনিবার গভীর রাতে সিতাই থানার বিজলি চটকা গ্রাম থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি অজয় রায়ের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল অক্ষত অবস্থায় ওই শিক্ষককে উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে মাথাভাঙা থানার পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে নিশিগঞ্জ কোদালখেতি গ্রাম থেকে ওই পার্শ্ব শিক্ষককে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। কোচবিহার ১ ব্লকের মোয়ামারি সিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষক সুকুমল বর্মন সেদিন বিকেল ৩টা নাগাদ একটি ফোন পেয়ে স্কুল থেকে বাইক নিয়ে বের হন। তারপর পার্শ্ববর্তী নিশিগঞ্জ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোদালখেরি এলাকায় উদ্ধার হয় ওই শিক্ষকের বাইক। গ্রামবাসীদের দাবি, একটি ছোট গাড়ি করে কয়েকজন যুবক ওই শিক্ষককে জোর করে তুলে নিয়ে যান। তবে বিপদের আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা বাধা দেওয়ার সাহস পাননি। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা জানান, এই ঘটনায় দু'জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শিব চতুর্দশী পালন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবার জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শিব চতুর্দশী উৎসবের আয়োজন করা হল। আবাসিক ছাত্রদের শিব ও নন্দী ভৃঙ্গি সাজিয়ে শিব নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছে আশ্রম প্রাঙ্গণে। করোনার জন্য গত কয়েক বছর ধরে কোনও বড় অনুষ্ঠান করা হয়নি রামকৃষ্ণ আশ্রমে। তাই ভক্তদের নিয়ে এবার বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভক্তদের নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করা হয় শিব চতুর্দশী উৎসব। অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পালিত হয় শিব চতুর্দশী। শনিবার রাত থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভক্তদের উপস্থিতি দেখা যায়। শিব চতুর্দশী উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এখানে। কয়েকজন আবাসিক ছাত্রদের শিব ও শাকরেদ সাজিয়ে ভক্তদের মনোরঞ্জন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সকলের জন্য প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিজেপির প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ 'দুর্নীতি হটাও পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও' স্লোগান নিয়ে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও পথে নামল বিজেপির যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। রবিবার বিজেপির যুব মোর্চার শিলিগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই বাইক মিছিল থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোব প্রকাশ করা হয় বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। এদিন এই বাইক মিছিলটি শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু করে শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড ও সেবক রোড হয়ে আবার বাঘাযতীন পার্কে এসেছে শেষ হয়।

সম্প্রীতির মেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ এবং পুলিশের কড়া নজরদারিতে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম। অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে বেশ জমজমাট হয়ে উঠল হুজুর সাহেবের মেলা। হুজুর সাহেবের দরগায় চাদর চড়িয়ে প্রতি বছর প্রার্থনা করেন লক্ষাধিক মানুষ। মেলা কমিটির সদস্যদের উদ্যোগে প্রতি বছরই ফাল্গুন মাসের ৫ তারিখ শুরু হয় হুজুর সাহেবের মেলা। উত্তরবঙ্গের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক মিলনক্ষেত্র হিসেবেও পরিচিত রয়েছে এই মেলা। দুদিনের এই মেলায় অংশ নেন লক্ষাধিক মানুষ। এমনকি নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ থেকেও অসংখ্য মানুষের আগমন ঘটে এই মেলায়। মেলাকে ঘিরে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদেরও যাতে কোনও সমস্যা না হয় এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

উদ্ধার বস্তাভর্তি আধার-প্যান কার্ড

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়িরি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ২ নম্বর জ্যোতিনগর কলোনি এলাকায় মহানন্দা নদী থেকে বস্তাভর্তি আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথিপত্র। রবিবার সকালের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। এলাকার লোকজন এই ঘটনার জন্য স্থানীয় পোস্ট মাস্টারেকেই দায়ী করেন। তাকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বস্তা থেকে এলাকার বাসিন্দাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, এটিএম কার্ড, ব্যাংকের চেকবুক, বীমার কাগজ মিলেছে। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযোগের তির স্থানীয় পোস্ট মাস্টারের দিকে। তাঁকে ঘিরে এদিন তুমুল বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, ওই পোস্ট মাস্টার নিজে কোনও কাজ করেন না। অন্যজনকে দিয়ে কাজ করান। ফলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র বাসিন্দাদের কাছে সময়মতো পৌঁছায় না। খবর পেয়ে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের হাত থেকে ওই পোস্ট মাস্টারকে উদ্ধার করে।

নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায়

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০০৬ সালে বন্ধ হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সল্ট প্রাইভেট লিমিটেড। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এখনও বকেয়া বেতন পাননি কর্মহীন শ্রমিকরা। বিকল্প হিসাবে রাজ্য সরকার ওই জায়গায় সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প কাজ শুরু করে। কিন্তু তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দিশাহীন বেঙ্গল সল্টের ৪০ পরিবার। তাঁদের আশা-ভরসা এখন আদানি গোষ্ঠী। তারা যদি তাজপুরে বন্দর তৈরি করে, তবে ওই জায়গায় অনুসারি শিল্প হবে। তাতেই বরাত ফেরার আশা রয়েছেন কর্মীরা। মন্দারমণির কোস্টাল থানার অন্তর্গত রামনগর-২ বক্ষের দাদনপাত্রবাড়ে তৈরি হয় বেঙ্গল সল্টের কারখানা। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ১৯৩০ সালের লবণ আন্দোলন ও ডান্ডি অভিযানের যে রেশ দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারই রেশ ধরে ১৯৩৪ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে এই বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি লিমিটেডের। আচার্য রায় এখানে নিয়মিত আসতেন। লবন উৎপাদন প্রক্রিয়ার দেখভাল করতেন। ২০০৬ সালে এই কারখানা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় ওই এলাকায় বায়ুচালিত বিদ্যুৎ তৈরির ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। পরে ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৭৫০ কোটি টাকার আনুমানিক খরচের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু সেই প্রকল্প শুরু হয়নি। এর পর দুর্গাপুজোর আগে আদানি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এলাকা ঘুরে যান। শোনা যায়, তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর হবে। সে কারণে, অনুসারি শিল্প তৈরির জন্য এলাকার জমি অধিগ্রহণ হবে। কিন্তু তার কিছুই শুরু হয়নি। ফলে দিশাহীন শ্রমিকরা পেট চালানোর জন্য কেউ হোটেলে কাজ করছেন। কেউ আবার শুটকি মাছ শুকনো করার কাজ করছেন। বেঙ্গল সল্টের এক কর্মী বলেন, সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নিজেরা ছোট ছোট জায়গায় ভাগাভাগি করে লবন তৈরি করতাম। মাছ চাষ করতাম। কিন্তু সৌর বিদ্যুৎ তৈরির জন্য জমি সমান করে দেওয়ায় আর কিছু করা যাচ্ছে না। অন্য এক কর্মী বলেন, কবে সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠবে তার কোনও ঠিক নেই। বাধ্য হয়ে শুটকি মাছ শুকতে যেতে হচ্ছে। এ নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনও কিছু বলতে নারাজ। রাজ্যের কারা দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী অখিল গিরি জানিয়েছেন, আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কর্মীসভা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মতোই শুরু হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কর্মীসভা। সেই মোতাবেক কর্মীসভা রবিবার অনুষ্ঠিত হলো কালিয়াচক ১ ব্লকের সুজাপুর স্ট্যান্ডে। আর এই সভার মধ্যে দিয়েই একশোরও বেশি কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি ছেড়ে আসা কর্মীরা তৃণমূলে যোগদান করলেন। এদিনের তৃণমূলের এই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন সুজাপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি মফিজুল শেখ, মালদা জেলা পরিষদের সদস্য হাজী কেতাবউদ্দিন, গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বসনি, তৃণমূলের জেলার যুব সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম সহ বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ্য, এক সময় সুজাপুরকে কংগ্রেসের গড় বলা হত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির একের পর এক উন্নয়নে সেই কংগ্রেসের গড় এখন ধুলিস্মাৎ। গত বিধানসভা নির্বাচনে সবথেকে বেশি ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী আব্দুল গনি জয়ী হন। এছাড়াও সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রিক কালিয়াচক ১ ব্লকের অন্তর্গত যতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে বর্তমানে সবগুলিই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তৃণমূলের দখলে। তাই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধীশূন্য করবে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের সুজাপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি মফিজুল শেখ বলেন, সমস্ত বুথ স্তরে গিয়ে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ইতিমধ্যে ছোট ছোট করে আলোচনা সভা শুরু করা হয়েছে। মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক সরকারি প্রকল্পের উন্নয়নের বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দিদির দুত হিসাবে বিভিন্ন বুথে গিয়ে আমরা কাজ করছি। এবারে বিরোধীদল বলে সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কেউ থাকবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ এবং সমস্ত বুথের আসন গুলি আমরা বিপুল সংখ্যায় জয়লাভ করব। তারই প্রস্তুতিকে ঘিরে এই ধরনের কর্মীসভা শুরু করা হয়েছে।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি বিধাননগর শাখা [illegible]

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

[illegible]

তারিখ: ১৭.০২.২০২৩
স্থান: বিধাননগর

স্বীকৃত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

শ্বাসকষ্ট রোগের লক্ষ্মণ

দুরন্ত বার্তা ঃ নিঃশ্বাস ছাড়া মানুষ স্থবির, মৃত। শ্বাসকষ্ট মানুষের নিঃশ্বাস কেড়ে নিয়ে তাকে মৃত্যুর কোলে ফেলে দেয়। তাই যাদের শ্বাসকষ্ট রয়েছে, তাদের উচিত বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করা।

শ্বাসকষ্ট কি?

শ্বাসকষ্টের লক্ষণগুলো হলো-শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাস নিতে না পারা, শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, রেসপিরেটরি ডিসট্রেস নামেও পরিচিত। এই অসুবিধার সঙ্গে মানসিক অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিও সম্পর্কযুক্ত। এই অনুভূতির কোনো শারীরবৃত্তীয় কারণ না থাকলেও শ্বাসকষ্টের কারণে একজন ব্যক্তির এমন অনুভূতি হতে পারে।

কারণ

-হাঁপানি বা অ্যালার্জি।
-ঠাণ্ডা লাগার ফলেও অনেকের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
-অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া।
-সাইনোসাইটিস, হার্ট ফেলিওর, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ।
-ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)।

এ ছাড়া বহুবিধ কারণে শ্বাসকষ্টের অনুভূতি হতে পারে। আবার জ্বরসহ বেশ কিছু শারীরিক রোগেও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর দহন বা মেটাবলিজম বেড়ে যাওয়ার জন্য নিঃশ্বাসের হার বেড়ে যায়। হাইপারভেন্টিলেশন সিন্ড্রোমের কারণটা যদিও খুব স্পষ্ট নয়, তবে এটার সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর এক ধরনের ভয় পাওয়া রোগের (প্যানিক ডিস-অর্ডারের) সম্পর্ক আছে। সেই অর্থে এটা মনের রোগ। ঘুমানোর জন্য বিছানায় শোয়ার পর কিছু ব্যক্তির শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। এটা নাকের সমস্যা ও অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে এমনটি হতে পারে।

করণীয়

-ধূমপান পরিহার করুন। পরোক্ষ ধূমপানও শ্বাসকষ্টের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ঘরে বা আশপাশে অন্যদের ধূমপান করা থেকে বিরত রাখুন।
-হাঁপানি থাকলে চিকিৎসা করান।
-অ্যালার্জি থাকলে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এমন বস্তু (যেমন-ধুলোবালি, মাইট) ও খাবার (যেমন-খাসির মাংস, ইলিশ মাছ, বাদাম ইত্যাদি) এড়িয়ে চলুন।
-সঠিক ওজন বজায় রাখুন। অতিরিক্ত ওজনের কারণেও শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে।
-ঘর গোছানোর সময় বা বাইরে গেলে ডাস্ট মাস্ক পরে বের হন।
-ঘরে বেশি পশমওয়ালা পশু পালন করবেন না।
-ঘরবাড়ি সব সময় পরিষ্কার ও ধুলামুক্ত রাখুন।
-অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

সাইনোসাইটিস চিকিৎসার আদ্যোপান্ত

দুরন্ত বার্তা ঃ নাক ও চোখের চারপাশে হাড়ের ভিতরের বায়ুপূর্ণ কুঠুরিকে সাইনাস বলা হয়। যখন এই সাইনাসগুলোতে সংক্রমন হয়- তখন তাকে বলা হয় সাইনোসাইটিস। আইটিস অর্থ ইনফ্লামেশন। প্রধান সাইনাসগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে।

কপালের দুই পাশে ২টি ফ্রন্টাল সাইনাস, চোখের নিচে দুই পাশের দুইটিকে ম্যাক্সিলারি সাইনাস, মাথার কংকালের মধ্যে স্ফিনয়ডাল এবং ইথময়ডাল সাইনাস রয়েছে। ইথময়ডাল সাইনাসের সংখ্যা অধিক এবং তা সংখ্যা (১০ থেকে ১৩)টি পর্যন্ত হতে পারে। সাইনাসগুলোর সঙ্গে মধ্য কর্ণের এবং নাকের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে।

এদের মূল কাজ-বায়ুকে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ করা, মাথার হাড়কে হালকা রাখে। শব্দ এবং গলার স্বর নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে ইত্যাদি। মাথার কংকালের মধ্যে যদি এই বাতাস না থাকতো তাহলে এই মাথা নিয়েই আমাদের চলাচল করা সম্ভব হতো না অর্থাৎ মাথাকে হালকা রাখে এই সাইনাসগুলো।

সাইনাসে সংক্রমন হলে নাক দিয়ে সর্দি পড়তে পারে মাথা ব্যথা করতে পারে। সাইনাসের মধ্যে পুঁজ জমতে পারে, টিউমার হতে পারে ইত্যাদি। সাইনোসাইটিসকে বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞজনেরা রাইনো (নাক) সাইনোসাইটিস বলছেন-যদিও একথার মধ্যে মতভেদ আছে।

যদি কারও সাইনোসাইটিস ১২ সপ্তাহের বেশি সময় কাল সমস্যা করে তখন তাকে ক্রনিক (দীর্ঘমেয়াদি) সাইনোসাইটিস বলা হয়। এই সমস্যা আবাল-বৃদ্ধি-বনিতা সবারই হতে পারে। এই সমস্যায় নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, মাথা ধরা, মাথা ব্যথা করতে পারে। সাধারণত ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে সাইনাসজনিত সমস্যা হয়ে থাকে।

ফাংগাস, অ্যালার্জিজনিত কারণেও সাইনোসাইটিস সৃষ্টি হয়। রিস্ক ফ্যাক্টরের সংখ্যা এক বা একাধিক। যার মধ্যে অন্যতম নাকের হাড় বাঁকা, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, পলিপাস, অ্যাজমা, এসপিরিন জাতীয় ওষুধ। প্রকৃতি থেকে ডাস্ট অর্থাৎ ধুলোবালি, কলকারখানার ধোঁয়া, সুগন্ধি, ঝাঁঝাল গন্ধ, মরিচের গুঁড়া, ধুমপান, দন্ত রোগসহ আরও অনেক কারণের জন্য রাইনোসাইনোসাইটিস হতে পারে। গ্যাস্ট্র এসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, পোস্ট নেজাল ড্রিপসিন্ড্রম ইত্যাদি কারণও জড়িত থাকতে পারে।

উপসর্গ ঃ নাক বন্ধ থাকা, নাক দিয়ে সর্দি ঝরা, নাকের মধ্যে শুরশুর করা, চুলকানো, চোখ চুলকানো, চোখ দিয়ে জল পড়া, মাথা ধরা, ব্যথা করা, নাকের গন্ধ-বাসনার অনুভূতি লোপ পেতে পারে। গলার সংক্রমন, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হতে পারে। অ্যাজমার রোগীদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। চোখ ঝাপসা হয়ে যাওয়া, খাদ্যের স্বাদ পাওয়া যায় না, সর্বোপরি জ্বরও হতে পারে। আহারে অরুচি আসতে পারে, দাঁত ব্যথা করতে পারে। নাক-কান-গলা এদের মধ্যে একটির সঙ্গে অন্যটির সংযোগ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

নাকের এক্স-রে করলে প্যারান্যাজাল সাইনাসের সমস্যা, নাকের হাড় বাঁকা বোঝা যায়। রক্তের রুটিন পরীক্ষা, অ্যালার্জির পরীক্ষা করা ইত্যাদি করে রোগ নির্ণয় করা যায়। বুকের এক্স-রে সব ধরনের রোগীদের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রস্রাবের রুটিন পরীক্ষা, এছাড়া বয়স ৪০ পার হলে রক্তের সুগার এবং ইসিজি করা হয়।

একজন চিকিৎসক সাধারণত এই পরীক্ষাগুলো করে বুঝতে পারেন-ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাসজনিত কারণে নাকি অন্য কোন অ্যালার্জিজনিত কারণে সাইনোরাইনাইটিস হয়েছে।

যার অ্যালার্জিজনিত কারণে রাইনাইটিস হয়-তার যে কেবল মাত্র একটি অ্যালার্জেনের জন্য সমস্যা হবে তা নয়। একই ব্যক্তির একাধিক অ্যালার্জেন-অ্যালার্জিক রাইনাইটিস করে যাকে বলা হয় মিশ্র প্রকৃতির অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। এ যাবৎ কাল ৫৬টি অ্যালার্জেন শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে যার মধ্যে ২৫ প্রকার খাদ্য রয়েছে।

চিকিৎসা ঃ এক কোর্স এন্টিবায়োটিক, এন্টিহিস্টামিন প্রয়োজনে মন্টিলুকাস্ট, কিটোটিফেন, অক্সি বা জাইল মেটাজলিন নাকের ড্রপ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ করে যাদের নাক বন্ধ থাকে-তাদের ক্ষেত্রে কর্টিকোস্টেরয়েড নাকের স্প্রে পর্যন্ত দিতে হয়। যেহেতু অ্যালার্জির জন্য একাধিক ফ্যাক্টর থাকে কাজেই ওষুধও একাধিক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ২ সপ্তাহের বেশি এন্টিহিস্টামিন ব্যবহারেও যদি ভালো ফল না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে ওষুধের গ্রুপ বদল করতে হয়। মেনথল ভ্যাপার সকাল-বিকাল ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। তারপরও যদি কাঙ্খিত ফল না পাওয়া যায়, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞগণ অ্যান্ট্রাল ওয়াশ পর্যন্ত করেন। সেটিও একাধিকবার প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যালার্জিজনিত সমস্যায় রোগীরা মেডিসিন, নাক-কান, গলা এবং বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞগনের চিকিৎসা নেন। তবে সবার আগে একজন রেজিস্ট্রার ফিজিশিয়ানের নিকট যাবেন। তিনি রক্তের রুটিন পরীক্ষা, অ্যালার্জির পরীক্ষা, বুকের এক্স-রে, এবং সাইনাসের এক্স-রে করে রোগী কোন ধরণের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট গেলে উপকৃত হবেন-তিনি তার নিকট পাঠাবেন।

যারা দীর্ঘমেয়াদী রাইনোসাইনোসাইটিসে আক্রান্ত তাদের জীবন যাত্রার মানে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন-ঠান্ডা খাওয়া, ঠান্ডা লাগানো নিষেধ। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় এমনকি কর্ম ক্ষেত্রে যদি ধুলাবালির প্রকোপ থাকে, সে ক্ষেত্রে সাধারণ মাস্ক নয়, সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করবেন। বাড়িতে লোমশ গৃহপালিত জীব-জন্তু পোষা যাবে না। যথা-গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল, খরগোশ, হরিণ, মহিষ ইত্যাদি। সর্বক্ষেত্রে সূতির কাপ। ব্যবহার করতে হবে। কার্পেট ব্যবহার করা যাবে না। কেরোসিন বা কাঠের উনুন ব্যবহার করা যাবে না।

স্বাস্থ্যে ভাল রাখার জন্য সঠিক পরিমাণে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ করা। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং বিশুদ্ধ জল পান করতে হবে। ধুমপান করা যাবে না।। এমনকি উক্ত বাড়িতে ধুমপায়ী বাস করলেও পরোক্ষভাবে রোগীর সমস্যা থাকবে। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। প্রতিদিন নিয়মিত ও প্রয়োজনমতো ব্যায়াম, খেলাধুলা, কায়িক পরিশ্রম করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

যে কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে ওষুধ সেবন করা উচিত নয়। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। অসুস্থ হলে সুখ চলে যায়। সুখ না থাকলে মন মর্জিও ভালো থাকে না। যে কোন অসুস্থতাই মনে করে দেয় সুস্থ থাকা কতটা জরুরি। তারপরও যদি সাইনোসাইটিস থেকে মুক্তি না মেলে তখন অপারেশন পর্যন্ত করার প্রয়োজন হয়।

টেলিস্কোপ ছাড়া সাইনাসের অভ্যন্তরে অবলোকন করা বা কোনো রকম অপারেশন করা সম্ভব নয়। সাইনাস নাকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এন্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারির মাধ্যমে ৯০ শতাংশেরও বেশি সাইনাসজনিত সমস্যা নিরাময় করা সম্ভব। উন্নত বিশ্বে ক্রনিক সাইনোসাইটিস ও নাকের পলিপের একমাত্র চিকিৎসা এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করা।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২০। কলেজ ছাত্র। আমার সারা মুখ ভরে গেছে ব্রণে। লাল লাল, দানাদার, কোনোটি বেশ উঁচু। আয়নার দিকে তাকালেই মন খারাপ হয়। কোথাও কোথাও আবার কালো দাগ হয়ে গেছে। বাইরে বোরোতে লজ্জা পাই। কি করব বুঝতে পারছি না!

উত্তর ঃ কিশোর-তরুণ বয়সের একটা বড় দুশ্চিন্তা এই ব্রণ। এই বয়সে ব্রণ বেশি দেখা দেওয়ার বিষয়টি হরমোনজনিত। ছেলেদেরই এই সময় এটা বেশি হয়, কেননা পুরুষ হরমোন এন্ড্রোজেন এই ব্রণের জন্য দায়ী। কখনো কখনো মেয়েদের মধ্যে এন্ড্রোজেনের আধিক্য হলে ব্রণ বেশি হতে পারে। কিছু কিছু রোগে ব্রণের আক্রমণ বেড়ে যায়। যেমন মেয়েদের পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, কুশিং সিনড্রোম, স্টেরয়েড-জাতীয় ওষুধের ব্যবহার, কিছু প্রসাধনসামগ্রী ব্যবহারের কারণে ব্রণ হতে পারে। কারও পরিবারে বেশি ব্রণ হওয়ার ইতিহাস থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কৈশোরে ব্রণ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। এটা এমনিতেই সেরে যায়। তবে কখনো কখনো সমস্যা একটু বেশি প্রকট হয়ে ওঠে, বড় বড় দানা হয়, পুঁজ জমে ভেতরে, ব্যথা করে, সঙ্গে দেখা দেয় মানসিক অশান্তি। জেনে নিন এই ব্রণ সমস্যা নিয়ে কী করবেন। প্রথম কথা হলো, ব্রণ নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। সময় হলে এমনিতেই সারবে। স্ট্রেস বা মানসিক চাপ ব্রণ বাড়িয়ে দেয়, তাই চাপমুক্ত থাকুন। মুখমণ্ডল পরিষ্কার রাখবেন। তার মানে এই নয় যে দিনে বারবার ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। বরং এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। নখ দিয়ে ব্রণ খুঁটবেন না, নিজে নিজে চেপে পুঁজ বা রস বের করার চেষ্টা করবেন না। পিন দিয়ে খোঁচাবেন না। এতে স্থায়ী দাগ পড়ে যেতে পারে। সংক্রমণের ভয়ও থাকে। গরম বাষ্প নেওয়া বা ভাপ নেওয়ার কোনো উপকার আছে বলে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং এটা করতে যাবেন না। ভাজাপোড়া খেলে ব্রণ বাড়ে-এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে উচ্চ শর্করাযুক্ত খাবার (যেমন মিষ্টি, চকলেট ইত্যাদি) ব্রণের প্রকোপ বাড়িয়ে দেয়। সমস্যা তীব্র না হলে চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু ক্রিম ব্যবহার করা যায়। সমস্যা খুব বেশি তীব্র হলে মুখে খাওয়ার ওষুধ (কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন এ) খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব ওষুধ বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ছাড়া কখনোই খাওয়া ঠিক নয়। ব্রণ-পরবর্তী জটিলতা-যেমন ত্বকে গর্ত, স্থায়ী দাগ ইত্যাদি দূর করতে লেজার, ডার্মারোলা ইত্যাদি পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৪। দীর্ঘদিন থেকে মুখে ব্রণ। অনেক ওষুধ খেয়েও ব্রণ কমছে না।

উত্তর ঃ ব্রণের চিকিৎসা অনেক সময় দীর্ঘ মেয়াদে নিতে হয়। প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক, মুখে লাগানোর মলম, ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে হয়। ব্রণের তীব্রতা কমানো জন্য ও দাগ নির্মূল করার জন্য বর্তমানে একসেশন শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে ব্রণ ভালো করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৩৯। এক সন্তানের বাবা। বর্তমানে সহবাসে কোনো আগ্রহ পাচ্ছি না। দ্রুত বীর্য স্খলন হয়ে যায়। স্থায়ীভাবে এ থেকে নিরাময় কি সম্ভব?

উত্তর ঃ আপনি পুরুষত্বহীনতায় ভুগছেন। সেক্স-হরমোন এনালাইসিস করে রোগটি নিরাময় করা সম্ভব। বিভিন্ন যৌন রোগ যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদির জীবাণু আছে কিনা তা শনাক্ত করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যাটি মনোদৈহিক সমস্যা। তবে এর কার্যকর চিকিৎসা আছে। কোনো ধরনের ভেষজ বা হারবাল চিকিৎসা এক্ষেত্রে গ্রহণ করবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৪০। দীর্ঘদিন থেকে সোরিয়াসিস রোগে ভুগছি। বর্তমানে অনেক গুটি ও চুলকানি দেখা দিয়েছে।

উত্তর ঃ রোগটির নাম গাটেট সোরিয়াসিস। শ্বাস নালীতে ইনফেকশন হলে এই সমস্যাটি দেখা দেয়। বর্তমানে এর আধুনিক কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৫১। আমার পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে বাঁকা হয়ে ব্যথা লাগে। মিলনেও ব্যর্থ হচ্ছি।

উত্তর ঃ রোগটির নাম পেরোনিজ ডিজিজ। এটি একটি কঠিন সমস্যা। রোগীকে বেশ ভোগায়। তবে বর্তমানে এর চিকিৎসা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার হাত ও পায়ের নখগুলো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উত্তর ঃ আপনার দেহে কোনো সিস্টেমিক রোগ থাকতে পারে। যেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছাড়া শনাক্ত করা সম্ভব নয়।

দৈনন্দিন জীবনে সুস্থভাবে বাঁচতে দরকার স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

দুরন্ত বার্তা ঃ সুস্থতাই সফলতার চাবিকাঠি হলেও মানুষ অসুস্থ হয়। অথচ দৈনন্দিন সাধারণ কিছু নিয়ম-কানুন বা উপায় মেনে চললে সুস্থ থাকা যায়।

লাইফ ফর মুভমেন্ট ঃ ২০৬টি হাড়, ৬৫০টি মাংসপেশি এবং ৩৩০টি জয়েন্ট নিয়ে মানবদেহের জটিল গঠন। এগুলো সারাক্ষণ চায় আমরা যেন তাদের কাজে লাগাই। নচেত তা লোহায় মরিচা ধরার মতো হয়ে অস্টিওপোরেসিস, হাঁটু ব্যথা, কোমর ব্যথা, মেরুদণ্ড ব্যথাসহ পুরো শরীর ব্যথা বা নানা জটিলতা তৈরি করতে পারে। এ জন্য বলা হয়, 'লাইফ ফর মুভমেন্ট'। বিশেষ করে হাড় ও অস্থিসন্ধি সচল রাখতে মুভমেন্টের কোনো বিকল্প নেই-সেটি হাঁটা, জগিং, সাইক্লিং, সাঁতার যা-ই হোক না কেন। এটি হার্ট, ফুসফুস সক্রিয় রেখে শরীরে সঠিক রক্ত প্রবাহিত হওয়া, অতিরিক্ত ওজন কমানো, হাঁটু বা পেশি শক্তিশালী করাসহ নানা উপকারে লাগে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কায়িক শ্রম না করায় বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রতি চারজনের একজন রয়েছেন ঝুঁকিতে। দি আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বলছে, দৈনিক বা সপ্তাহে পাঁচ দিন অন্তত ৩০ মিনিট পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা উচিত। এতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগের মতো জটিল রোগগুলো থেকে দূরে থাকা যাবে। মুক্তি মিলবে মানসিক অবসাদ থেকেও। তাই কিছু করণীয় হলো-

-নিয়মিত দ্রুত পায়ে হাঁটুন, দৌড়ান বা জগিং করুন, সাইকেল চালান, সাঁতার কাটুন অথবা নাচুন। ব্যথা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকতে সাইক্লিং একটি ভালো সমাধান হতে পারে। স্কুলের শিক্ষার্থীদের উচিত হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাওয়া।
-শিক্ষার্থীদের মাঠে খেলতে দিন। বাল্যকালেই তাদের সাঁতার শেখান। একমাত্র সাঁতারই পারে শরীরের প্রতিটি জয়েন্ট বা গিঁট বা অস্থিসন্ধি, মাংসপেশিকে নাড়িয়ে সুস্থ রাখতে। এতে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোলেস্টেরল বাড়ে না এবং হার্টও ভালো থাকে।
-রোজকার কাপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার, বাগান পরিষ্কার করার মতো কাজগুলো নিজেই সারুন।
-লিফট ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠুন। মনে রাখুন, ছয়তলা পর্যন্ত পাঁচবার ওঠা-নামা করা ৩০ মিনিট জগিংয়ের সমান।
-বাড়ি থেকে কর্মস্থল একটু দূরত্বে রাখুন, যাতে ২০-২৫ মিনিট সময়ের মধ্যে হেঁটে যেতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয় ব্রিস্ক ওয়ার্ক করতে পারলে, যাতে হাঁটার গতি হবে মিনিটে ১০০ কদম। তবে রোগীরা সুবিধামতো হাঁটবেন।
-যাঁরা জিমে যান, তাঁরা কার্ডিও টাইপ, মাস্কল বা পেশির ব্যায়ামগুলো পেশাদার বা অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে করুন।
-ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, হ্যান্ডবল ইত্যাদি খেলুন।
-একান্ত বাইরে যেতে না পারলে ঘরে থেকেও হালকা জগিং, সিট আপস্, যোগার মতো ব্যায়ামগুলো করুন।

পুষ্টিকর ও সুষম খাবার ঃ প্রতিদিনের খাবারে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ, জল-এই ছয়টি খাদ্যপ্রাণ বা উপাদান পরিমাণমতো ও সঠিক অনুপাতে থাকাই সুষম খাদ্য। সব বয়সীদের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খুব জরুরি। শিশু ও বয়স্কদের জন্য আরো জরুরি। সুষম খাবারকে সুস্থ থাকার অন্যতম নিয়ামক বলা হয়। এগুলো দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, রোগ প্রতিরোধ করতে ভূমিকা রাখে।

ভিটামিন 'ডি'র অভাবে নানা সমস্যা দেখা দেয়, বিশেষ করে ব্যথা-বেদনা। তাই প্রতিদিন ২০-২৫ মিনিট রোদে গিয়ে সূর্যালোকের সংস্পর্শে থাকা দরকার। এ ক্ষেত্রে সকালের রোদই ভালো, বার্ন হয়ে যাওয়ার মতো তীব্র রোদে নয়। একই সঙ্গে ভিটামিন ডি রয়েছে এমন খাবারগুলো বেছে নিন। ভিটামিন ডি'র অভাব হলে চিকিৎসকের পরামর্শে সাপ্লিমেন্টারি গ্রহণ করতে পারেন।

যা খাবেন ঃ রোজকার ডায়েটে রাখুন প্রচুর শাকসবজি ও ফলমূল। প্রতি বেলায় খাবারের সঙ্গে স্যালাড খান।
-প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আঁশযুক্ত খাবার, ভিটামিন, মিনারেল যথেষ্ট রাখুন।
-প্রতিবার অল্প করে খান। বিশেষ করে লাঞ্চ বা ডিনারের সময়।
-শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ ফল ও শাকসবজি খান।
-অসময়ে খিদে পেলে স্বাস্থ্যসম্মত স্ন্যাকস খান।
-সময় নিয়ে, ভালোমতো চিবিয়ে খাবার খান।
-দেহের প্রায় ৫০-৬৫ ভাগ জল দ্বারা গঠিত। তাই দেহকে সচল রাখতে কিছু সময় পর পর জল পান করা দরকার। দিনে প্রায় ১০ গ্লাস জল পান করুন। মাঝে মাঝে জলের সঙ্গে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে খান।

বর্জন করুন ঃ ফাস্ট ফুড খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করুন। আধুনিক জীবনযাত্রায় মুটিয়ে যাওয়ার জন্য এজাতীয় খাবার দায়ী।
-বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে ৪০-৫০ বছরের পর যতটা সম্ভব মাছ-মাংস কম খান। বিশেষ করে রেড মিট যেমন-খাসির মাংস ইত্যাদি। এগুলো বেশি খেলে রক্তে আয়রনের মাত্রা বেড়ে ঝামেলা বাধায়।
-হেলদি ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, সফট ড্রিংকস ইত্যাদি পানীয় বর্জন করুন। যেকোনো ধরনের কোমল পানীয় মোটা হওয়ার আশঙ্কা ৬০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়।
-কম মাত্রায় চিনি খান।
-মদ্যপান ও ধূমপান একেবারে নয়।
-খাদ্যে পরিমাণমতো লবণের ব্যবহার করুন। পাতে অতিরিক্ত লবণ বা কাঁচা লবণ নয়।
-রান্নার কাজে পোড়া তেল বর্জন করুন। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট তৈরির সহায়ক এনজাইমগুলোর ক্ষতি হয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ ঃ প্রত্যেকের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাটা জরুরি, যা সুস্থতার বড় নিয়ামক। অধিক ওজন মানেই জটিল জীবন। এতে জয়েন্ট বা গিঁটগুলোর সমস্যা তৈরি হয়। মানুষ যখন বেশি ওজন নিয়ে মাটিতে পা ফেলে এবং পা তুলে, তখন জয়েন্টগুলোর মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। তাই যেভাবেই হোক, আদর্শ ওজন বজায় রাখুন।

স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ঃ শরীর ও মনের ক্ষতি করতে স্ট্রেসের জুড়ি নেই। এটা থেকে দূরে থাকার কথা বলা হলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের যাপিত জীবনে স্ট্রেস এখন অন্যতম অনুষঙ্গ। মনের মধ্যে এই স্ট্রেস সৃষ্টি হলে শরীরের অ্যাড্রিনালিন গ্রান্ড থেকে এক ধরনের হরমোন বের হয়, যা শরীরে টক্সিন ছড়ায়। এটা রক্তনালিকে সরু করে দেয়, ফলে রক্তচাপ বাড়ে, মস্তিস্ক ও হৃৎপিণ্ডে তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ত্বক খসখসে হওয়া, চুল উঠে যাওয়া, বুড়োটে ভাব ইত্যাদি শারীরিক সমস্যার উদ্ভব হয়। এ জন্য স্ট্রেস কমাতে বা মনে চাপ কমাতে নিজের ভালো লাগার কাজগুলো যেমন-জীবজন্তু পোষা, বই পড়া, গান শোনা, চমৎকার জায়গায় বেড়ানো, ফুলের বাগান করা ইত্যাদি কাজগুলো করুন।

জাদু আছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ঃ তারুণ্য ধরে রাখতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবারের জুড়ি নেই। আমাদের দেহে কিছু অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সব সময় রক্ষিত থাকে, যাকে বলে নিজস্ব প্রাকৃতিক অক্সিডেন্ট। কিন্তু ফাস্ট ফুড খাওয়া, স্ট্রেস, মাত্রাতিরিক্ত টেনশন, ধূমপান, কায়িক পরিশ্রমে অনীহা ইত্যাদি সেই অক্সিডেন্টকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার রাখুন। এসব খাবার অকালবার্ধক্য এবং নানা ধরনের রোগ থেকে দূরে রাখবে। যেমন-

ক্যারোটিনসমৃদ্ধ ফলমূল ঃ পাকা কলা, পাকা পেঁপে, পাকা আম, পাকা পেয়ারা ইত্যাদি।

দুগ্ধজাত খাবার ঃ দই, ছানা, দুধ, ডিম ইত্যাদি।

টাটকা শাকসবজি ঃ পালংশাক, লাউশাক, ঢেঁড়স, গাজর, বাঁধাকপি, পাকা কুমড়ো, টমেটো, তরমুজ ইত্যাদি।

পরিমিত ঘুম ঃ সুস্থ থাকার অন্যতম নিয়ামক পরিমিত ঘুম। অথচ রুটিন না মেনে চলা, অ্যালকোহল বা উত্তেজক কিছু সেবন, টেনশন, অসুখ-বিসুখসহ নানা কারণে ভালো ঘুম হয় না অনেকের। অনেকে ভোগেন স্লিপ অ্যাপনিয়ায়। ভালো ঘুম না হলে শরীর ও মনটাই ভালো থাকার কথা নয়। ফলে রক্তচাপ কমে যায় এবং শরীরে হরমোন কম উৎপন্ন হয়, যা থেকে হাইপারটেনশন এবং হৃদরোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই ঘুম আসুক বা না আসুক, রাত ১০-১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করুন এবং খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস করুন।

কিন্তু কতটুকু সময় ঘুমানো দরকার-এটা অনেকেই জানেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশন (এনএসএফ) বয়স অনুযায়ী মানুষের ঘুমের একটা তালিকা দিয়েছে। তা হলো-

নবজাতক শিশু (তিন মাস পর্যন্ত বয়সী) ঃ ১৪ থেকে ১৭ ঘণ্টা। যদিও ১১ থেকে ১৩ ঘণ্টাও যথেষ্ট হতে পারে। তবে কোনোভাবেই ১৯ ঘণ্টার বেশি নয়।

শিশু (চার থেকে ১১ মাস) ঃ কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা আর সর্বোচ্চ ১৮ ঘণ্টা।

শিশু (এক থেকে দুই বছর) ঃ ১১ থেকে ১৪ ঘণ্টা।

প্রাক-স্কুলপর্ব (তিন-পাঁচ বছর) ঃ ১০ থেকে ১৩ ঘণ্টা।

স্কুল পর্যায় (ছয়-১৩ বছর) ঃ ৯ থেকে ১০ ঘণ্টা।

টিনএজ (১৪-১৭ বছর) ঃ আট থেকে ১০ ঘণ্টা।

প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ (১৮-২৫ বছর) ঃ ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা।

প্রাপ্তবয়স্ক (২৬-৬৪ বছর) ঃ আগের মতোই।

বেশি বয়স্ক (৬৫ বছর বা তার বেশি) ঃ সাত-আট ঘণ্টার ঘুম আদর্শ। কিন্তু পাঁচ ঘণ্টার কম বা ৯ ঘণ্টার বেশি হওয়া উচিত নয়।

মানসিকভাবে ভালো থাকা ঃ মানসিক দিক ভালো থাকা একজন মানুষের পরিপূর্ণ সুস্থ থাকার বিষয়টি নির্দেশ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সুস্থ মানসিক অবস্থা হলো-যখন একজন মানুষ নিজের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার সঠিক বিশ্লেষণ করে দৈনন্দিন চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমে নিজের পরিবার ও গোষ্ঠীর জন্য কিছু অবদান রাখতে সক্ষম হন। অথচ বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা, ফোবিয়া ইত্যাদি গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক রোগে মারাত্মক স্বাস্থ্যগত জটিলতা বাড়ছে। এসবের কুপ্রভাবে ত্বক, চুল বিনষ্ট হওয়াসহ দেহের প্রধান প্রধান অঙ্গ, যেমন-হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার ইত্যাদির ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে করণীয় হলো-
-শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রাখুন।
-সব সময় ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করুন। অহেতুক টেনশন, নেতিবাচক ধ্যানধারণা ও ক্ষোভ একেবারে ঝেড়ে ফেলুন। সুখ-দুঃখ যা-ই থাকুক না কেন, সব সময় হাসিখুশি আর প্রাণবন্ত থাকুন। এতে নিজের জীবন স্বস্তিদায়ক হওয়ার পাশাপাশি চারপাশের পরিবেশও আনন্দপূর্ণ হয়ে ওঠে।
-একাকী না থেকে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। ভালো ও খারাপ সব মুহূর্ত প্রিয়জনের সঙ্গে শেয়ার করুন।
-আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস জোগাতে খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, রূপচর্চা, ভ্রমণ, ছবি আঁকা, শখ বা পছন্দের কাজগুলো করুন।
-নিয়মিত মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, ধ্যান বা প্রার্থনা করুন।
-প্রাণ খুলে হাসুন বা গোটা দিনই ফুরফুরে মেজাজে থাকুন। শুধু হেসেই মিনিটে ১.৩ ক্যালোরি পোড়ানো যায়। এ জন্য বিদেশে বিভিন্ন লাফিং ক্লাব রয়েছে। হাসির ফলে দেহের সংবহনতন্ত্র বা বিভিন্ন নালির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, হৃৎস্পন্দনের হার বাড়ায়।
-কোনো ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিলে তা জিইয়ে না রেখে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মেডিক্যাল চেক আপ ঃ ছোট হোক বা বড়, সুস্থ হোক বা অসুস্থ-প্রত্যেক মানুষের জন্য মেডিক্যাল চেক আপ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কেউ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন কি না এটা জানার জন্য বছরে অন্তত একবার 'মেডিক্যাল চেক আপ' করিয়ে নেওয়া জরুরি।

সাধারণত অসুখ না হলে কেউ চিকিৎসকের কাছে যায় না। কিন্তু এমন কিছু রোগবালাই রয়েছে, যা নীরবে শরীরের ক্ষতি করে চলে কোনো উপসর্গ ছাড়াই। কিডনি রোগের কথাই যদি বলি, তাহলে এই রোগের পাঁচটি ধাপ রয়েছে। প্রথম থেকে তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত তেমন কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায় না। চতুর্থ বা শেষ ধাপে কিছু উপসর্গ প্রকাশ পায় কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকে না। তেমনি ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, স্ট্রোকের মতো অসুখগুলো কোনো ধরনের উপসর্গ ছাড়াই শরীরে লুকিয়ে থাকতে পারে অনেক দিন। অথচ আপাতত নিজেকে সুস্থই মনে হয়। ক্যান্সার আগেভাগে শনাক্ত করা সম্ভব হলে নিরাময় করা যায়। আবার উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর চিকিৎসা শুরু হলে নিরাময়ের সম্ভাবনা ৫০ঃ৫০।

তাই কারো কোনো অসুখ-বিসুখ হোক বা না হোক, বছরে অন্তত একবার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। আর কারো অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শে তাদের একাধিকবার চেক আপের প্রয়োজন হতে পারে। এতে জটিলতা এড়ানো যায়।

শাসক-বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল কোচবিহার

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গত ১১ ফেব্রুয়ারি মাথাভাঙ্গায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সভা থেকে সিতাইয়ে বিএসএফের হাতে গুলিবিদ্ধ প্রেম কুমার বর্মনের হত্যার প্রতিবাদে বিএসএফকে দায়ী করেন পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের বাড়ি ঘেরাওয়ের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রবিবার দিনহাটা বিধানসভার ভেটাগুড়ি অঞ্চলে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। ভেটাগুড়ি বাজারে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে ঢোকার গলির আগে মঞ্চ বানিয়ে বিক্ষোভ দেখান জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বরা। এবং এই মঞ্চের পাশেই রাস্তার দু'ধার দিয়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বসানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো এলাকাকে দুর্গে পরিণত করে জেলা পুলিশ। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে ঢোকার গলিতে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি পৌঁছানোর আগে প্রায় চারখানা বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয় এবং ওই গলিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ফলে বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিলেও শেষ পর্যন্ত মূল রাস্তার উপরে মঞ্চ বানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা। সকাল থেকেই নিরাপত্তার চাদরে পুরো এলাকা মোড়ে ফেলা হয়। নিরাপত্তার খাতিরে কোচবিহার পুলিশের পক্ষ থেকে ড্রোন এবং সিসিটিভির ব্যবস্থা করা হয়। অপর পক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রায় একশোর বেশি সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েন করা হয় প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির সামনে। ফলে স্বভাবতই বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া তো দূর, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির দেড়'শ মিটার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত রাস্তা। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ চড়তে

শুরু করে কোচবিহারে। তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছিলেন প্রায় পঁচিশ হাজার জমায়েত হবেন রবিবারের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আর সে কারণেই শনিবার রাত থেকে ভেটাগুড়ির খেলার মাঠে ২৫ টি চুল্লিতে প্রায় দুই হাজার কেজি চালের খিচুড়ি রান্না করা হচ্ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে লোক এসেছিল তবে কখনোই একসাথে দু'হাজারের বেশি লোক দেখতে পাওয়া যায়নি। প্রেম কুমার বর্মনের হত্যা প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বারবার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিককে আক্রমণ করেন। ধর্ণা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন না তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। কাজের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কলকাতায় রয়েছেন এবং গিরিন বাবু বাংলাদেশ গেছেন বলে জানা গেছে।

তবে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন পুরোনো কর্মী-সমর্থকদের এই বিক্ষোভে সামিল হতে দেখা যায়নি। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে যে তাহলে কি গোষ্ঠী কোন্দলের ছবি ফুটে উঠল তৃণমূলের অন্তরে। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, প্রেম কুমার বর্মনের মৃত্যুর স্বাভাবিক নয়, বিএসএফ হত্যা করেছে। কারণ প্রেম কুমার বর্মন সীমান্ত থেকে প্রায় দু কিলোমিটার দূরে ছিল যখন সকালবেলা তিনি যান তখন বিএসএফ তাকে হত্যা করে তার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে শরীর থেকে ১৮০ গুলির টুকরো উদ্ধার হয়। পাশাপাশি উদয়ন গুহ বলেন, এই এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বদের বলছি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর রাস্তার গলিতে সিসিটিভি লাগান। এর পয়সা আমি দেব। রাতের অন্ধকারে অনেক তৃণমূল নেতৃত্ব তার সাথে দেখা করছেন, তাদেরকে চিহ্নিত করে আগামী দিনের দল ব্যবস্থা নেবে। স্বভাবতই এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে নিয়ে বেশ চিন্তার ভাব ছিল ব্যবসায়ীদের মধ্যে। কিছু দোকান খোলা থাকলেও ভেটাগুড়ি বাজারের বেশিরভাগ দোকানই ছিল বন্ধ। এর পাশাপাশি ভেটাগুড়ি যাওয়ার আগে রাজ্য সড়ক বেশ কিছুটা দূর থেকেই আটকে দিয়েছিল পুলিশ-প্রশাসন। ফলে দিনহাটাগামী গাড়িগুলিকে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। আর এ কারণেই কিছুটা হলেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। একদিকে যখন ভেটাগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি লাগোয়া মঞ্চ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সেই সময় প্রায় হাজার পাঁচেক বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও বিধায়কেরা কোচবিহার শহরের জমায়েত হয়ে কোচবিহারের রাজপথে ধিক্কার মিছিল করলেন। কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, এই ধরনের ঘটনা কোচবিহারের রাজনীতিতে বিরল। আমরা কখনো কারো বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাই না। বিভিন্ন দপ্তর গুলি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাই। তবে তৃণমূল কংগ্রেস যে পথ দেখালো আগামী দিনে দুর্নীতিতে যুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদেরও বাড়ি ঘেরাও করা হবে। পাশাপাশি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের জন্য এদিন জেলা সদর কার্যালয়ের ভিতর খিচুড়ির রান্না করা হয়। প্রায় ৫০০ কেজি চালের খিচুড়ি রান্না করা হয় দূরদূরান্ত থেকে আসা কর্মীদের খাওয়ানোর জন্য। রবিবার সকাল থেকেই শাসক ও শাসক বিরোধী বিক্ষোভে তাই উত্তাল হয়ে ওঠে কোচবিহার। এর আগে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কোচবিহারের বিস্তীর্ণ অংশ। রবিবারও সেই আশঙ্কা করেছিলেন সাধারণ মানুষ তবে বিক্ষোভ কর্মসূচি শাসক ও শাসক বিরোধী দল করলেও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু যেভাবে শাসক ও শাসক বিরোধী ভাষা সন্ত্রাস সামনে উঠে এলো তাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিবেশ যেরকম উত্তপ্ত হলো সেই রকম পঞ্চায়েত নির্বাচন যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

আদানি নিয়ে মোদিকে কটাক্ষ শত্রুঘ্নর

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৪ সালে আদানি বিশ্বে ধনীর তালিকায় ছ'শো নম্বরে, তেইশে সেই ব্যক্তি বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে! এর জবাব কি দেবেন প্রধানমন্ত্রী? বিমান, জাহাজ সব কিছুর কন্ট্রাক্ট এক ব্যক্তি কেন? এর পেছনে যুক্তিটি কি দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগেও আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার মতো কৃষ্ণনগর সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পিছনে আছেন আদানি। রবিবার রামপুরহাটে এসে সেই একই কথা বললেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। রবিবার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে রবিবার বিকেল ৩ টায় রামপুরহাটে রোড-শো সেচ কলোনি থেকে শুরু হয়ে পাঁচ মাথা মোড়ে শেষ হয়। সেখানেই সভা করেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ও আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, সৈয়দ সিরাজ জিম্মি প্রমুখ। শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দিয়েছিলেন। দুই কোটি চাকরি, অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ টাকা দেবেন। কিন্তু কিছুই করেন নি। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) যেখানে নদী নেই সেখানে হাওয়ায় পুল বানান। চব্বিশের আগেও আবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন। বাজেটে রোজগারী নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনো দিশা দেখাতে পারেন নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আজ কোথায় পৌছেছে! দুধের দাম, পেট্রোল, ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়া। ডলার কোথায় পৌঁছে গেছে! আর রুপিয়া কোথায় নেমেছে! হ্যাঁ কারো কারো উন্নতি হয়েছে। চোদ্দ সালে আদানি বিশ্বের ধনীদের তালিকায় ছয়শো নয় নম্বরে ছিল। তেইশ সালে সেই আদানি বিশ্বের ধনীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। সব কন্ট্রাক্ট এক ব্যক্তিকে কেন? আপনাদের মনে হতে পারে আমি বিজেপিতে ছিলাম, এখন তৃণমূলে কেন? অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে আমি ছিলাম বিজেপিতে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির আমলে সেই বিজেপি নেই। নোটবন্দী করে দেশের বেকারত্ব বাড়ালেন। সব থেকে বেশি ক্ষতি হলো মায়েদের। যারা সংসার খরচ বাঁচিয়ে টাকা জমিয়ে বিছানার তলে, আলমারিতে সঞ্চয় করেছিলেন, তাদের সঞ্চয় রাতারাতি এক জনের অহঙ্কারে হাওয়ায় হাওয়া গেল। তারপরে জটিল জিএসটি লাগু হওয়ার পর অসহনীয় হয়ে গেছে। নোটবন্দীর সময় বিজেপির মধ্যে থেকেও পার্লামেন্টে দেশের স্বার্থে আওয়াজ তুলি। একইভাবে মমতাজি আওয়াজ তোলেন। আমরা একই মঞ্চে আওয়াজ তুলি। তারপর দিদির আদেশে আমি আসানসোলে নির্বাচনে লড়ে পাঁচ লাখের বেশি ভোটে জয়লাভ করি। আমি দিদির স্বচ্ছতা, সততা, সাধারণ জীবন যাপন, দূরদৃষ্টি ও দেশের জন্য ভিশন দেখে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছি। যদি সততা, স্বচ্ছতা ও সহজ সরল সাধারণ জীবন জীবনে অন্যতম সূত্র হয়, সারা দেশে জয়প্রকাশ নারায়ণের পর কোনো নেতা নেত্রীর মধ্যে যোগ্য কেউ আছেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপুরহাটের পাঁচ মাথা মোড়ের সভায় এভাবেই মন্তব্য করেন তৃণমূল কংগ্রেসের আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সারা দেশের নেত্রী এবং বাংলার বাঘিনী। শুধুমাত্র হুইল চেয়ারে বসে খেলা হবে নাড়া দিয়ে বিজেপিকে জব্দ করেছেন। যে বিজেপি বলেছিল, আপ কি বার দোশো পার। কত অহঙ্কার! গুণ্ডা, পেশি ও অর্থের জোরে বাংলা দখল করার কথা ভেবেছিল। কিন্তু মমতাজির সাথে ছিল জনগণ। মমতাজি স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীর মতো অসংখ্য প্রকল্প করেছেন। রেশনে পাঁচ কেজি করে চল দিচ্ছেন। মধ্যম বর্গীয়, এসসি-এসটি এবং সবার জন্য এত কাজ কে করেছে?

ব্যানার বিড়ম্বনায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহারে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিলে ব্যানার বিভ্রাট। যদিও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ব্যানার সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে ততক্ষণে ভুল ব্যানারের ছবি ছড়িয়ে পড়ে। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির অদূরের এই ঘটনায় বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। রবিবার জেলার দিনহাটার ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির ১০০ মিটার দূরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। আর বিকেলেই এর পালটা হিসেবে কোচবিহার শহরে মিছিল বের করে বিজেপি। সেই মিছিলের ব্যানার নিয়েই যত বিপত্তি। ব্যানারে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, 'ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃত বিজেপি কর্মীদের পরিবারের শাস্তি হল কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব দাও।' মিছিলে অংশ নেন দলের জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামী এবং কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। কিন্তু কোনও নেতারই নজরে পড়েনি ব্যানারে এত বড় ভুলের কথা। যদিও পরে জানার পর তাঁরা ব্যানার সরিয়ে নেন। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় জানান, শেষ মুহূর্তে মিছিলের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ব্যানারও একদম শেষের দিকে পৌঁছোয়, তাই সবটা দেখা হয়নি। এটা ছাপাখানার ভুল। যদিও বিজেপির মিছিলের ব্যানারে এই ভুল নিয়ে তৃণমূল কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তৃণমূলের এক নেতা জানিয়েছেন, অশিক্ষিতদের হাতে দলের নেতৃত্ব গেলে যা হওয়ার সেটাই হয়েছে।

গুরুদোয়ারা ভোট

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আসানসোল গুরুদোয়ারা প্রবন্ধ কমিটির নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শহরের জিটি রোডের রামবন্ধু তলাও এলাকায়। রবিবার সকাল থেকে আসানসোল দক্ষিণ থানার রামবন্ধু তলাওয়ে গুরুনানক নগর কমিটি হলে গুরুদোয়ারা প্রবন্ধ কমিটির নির্বাচন নিয়ে টানটান পরিবেশ ছিল। ভোট চলাকালীন আচমকাই এক যুবকের বিরুদ্ধে জাল ভোটারের অভিযোগ উঠে। নির্বাচনের লড়াইয়ে থাকা দু'পক্ষের মধ্যে সেই ভোটারকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার ইনস্পেকটর ইনচার্জ কৌশিক কুণ্ডু বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে আসেন। দু'পক্ষের ঝামেলা রামবন্ধু তলাওয়ে জিটি রোডে এসে পৌঁছোলে যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়। পুলিশ বার্ণপুরের বাসিন্দা ওই যুবককে ভিড়ের হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তারপরে পুলিশ উভয়পক্ষকে ভোটকেন্দ্রের চারপাশ থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই গণ্ডগোলে সামান্য সময়ের জন্য ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার তা শুরু হয়। জানা গিয়েছে, মোট ভোটার ছিলেন ৭৭০ জনের মতো। শেষ পর্যন্ত বিকেলের পরে ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরে জানা যায়, আসানসোল গুরুদোয়ারা প্রবন্ধ কমিটির প্রধান নির্বাচিত হন অমরজিৎ সিং ভারারা। কড়া নিরাপত্তায় ভোটগ্রহণ শেষে গণনা হয়। প্রায় ৫৮০ জন ভোটার তাঁদের ভোট দেন। অমরজিৎ সিং ভারারা ২৪৬ ভোটের ব্যবধানে প্রধান লড়াইয়ের নির্বাচনে জয়ী হন।

ভুয়ো আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, ফারাক্কা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের ভুয়ো অফিসারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় ঘটনাটি ঘটেছে। ধৃতের নাম দীপক কর্মকার (২৭)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ওই যুবক আচমকাই ফারাক্কা থানায় ঢোকে। নিজেকে অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার পরিচয় দিয়ে ফাইলপত্র দেখতে চায়। এতে সন্দেহ হয় থানার আধিকারিকদের। এরপর দীপককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তাঁরা। জেরায় যুবক স্বীকার করে, সে কোনও সরকারি আধিকারিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আইসি বিজয়কুমার যাদব জানান, ওই যুবক নিজেকে অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করছিল। ওর বিরুদ্ধে প্রতারণার পুরোনো মামলাও রয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে একটি ভুয়ো পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে রবিবার সকালে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠিয়েছে ফারাক্কা থানা। এই চক্রে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখোমুখি সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ জখম চালক। দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজট এশিয়ান হাইওয়েতে। অভিযোগ রাস্তার ওপরে ড্রাম রাখার কারণেই এই দুর্ঘটনা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির দেওমালি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ধূপগুড়ি ও গয়েরকাটার দুই দিক থেকে দুটি লরি আসছিলো। দেওমালি এলাকায় এসে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় এক লরি চালক জখম হয়েছে। এবং অপর লরির চালক, খালাসি পলাতক রয়েছে। ঘটনার খবর শুনে ছুটে আসে ধূপগুড়ি দমকল বাহিনী ও পুলিশ। দমকল কর্মীরা জখম চলোককে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অভিষেককে হুমকি দিলেন সৌমিত্র

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি ঘেরাও প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাল্টা হুমকি দিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। রবিবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে এক অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৌমিত্র বলেছেন, চাইলে ২ মিনিটে অভিষেককে দিল্লি থেকে উচ্ছেদ করতে পারি। কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগকে সম্মান করি। রবিবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের যদুভট্ট মঞ্চে কিষান মোর্চার অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন সৌমিত্র খাঁ। সেই অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৌমিত্র বলেছেন, অভিষেকের পরিপক্কতা একটু কম আছে। নেতা হওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি, অভিষেকবাবুর মাঝে মধ্যে বুদ্ধি ভ্রম হচ্ছে। যে ভাবে গত পঞ্চায়েতে বুথ দখল করেছেন সে ভাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে দেখাতে চাইছেন সবার বাড়ি ঘেরাও করতে পারি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লির বাড়ি ঘেরাও করব? চাইলে ২ মিনিটে অভিষেককে দিল্লি থেকে উচ্ছেদ করতে পারি। কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগকে সম্মান করি। নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি ঘিরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ভূমিকার সমালোচনাও শোনা গিয়েছে সৌমিত্রের গলায়। পুলিশকে এক হাত নিয়ে তিনি বলেছেন, পুলিশ এখন বার-মা মরা বেটা। তারা এখন নাবালকের মতো কাজ করছে। সৌমিত্রের হুঁশিয়ারি নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয় তৃণমূল। তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অলোক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, সৌমিত্র পাগল। প্রচারে আসার জন্য এমন কথা বলছে। সৌমিত্রর দু মিনিট সময় লাগলে আমাদের ছেলেরা তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে দিল্লি পৌঁছে যাবে। প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে রবিবার নিশীথ প্রামানিকের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি নেয় তৃণমূল। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি থেকে ৪০০ মিটার দূরে মঞ্চ বেঁধেছে তৃণমূল। এদিন বেলা ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। তবে এই কর্মসূচি ঘিরে অশান্তি এড়াতে তৎপর জেলা প্রশাসন। পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাড়ির চারপাশে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনীও। যা নিয়ে দিনভর উত্তপ্ত ছিল কোচবিহার।

শিবরাত্রির পুজো সেরে ফেরার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু প্রেমিকার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ) শিবরাত্রি পুজো সেরে ঘুরতে বেড়িয়ে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল প্রেমিকা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন প্রেমিক। মেজিয়া শিল্পাঞ্চলে শানিবার গভীর রাতে মহাশিবরাত্রির রাত্রিতে এই ঘটনা ঘটে। মেজিয়া শিল্পাঞ্চলে শানিবার মহাশিবরাত্রির রাত্রিতে এই ঘটনা ঘটে গঙ্গাজলঘাটি থানার মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্প লাগোয়া দুর্লভপুর-বড়জোড়া শিল্প করিডোরের লাগাপাড়া মোড়ের কাছে। ওই প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলেন একটি মোটর বাইকে। রাত ১১টা ২০ নাগাদ তারা বড়জোড়া দিক থেকে দুর্লভপুর অভিমুখে ফিরছিলেন। অনুমান লাগাপাড়া মোড় পেরিয়ে তাদের বাইকে কোনও দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। বাইক সহ দু'জনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। গঙ্গাজলঘাটি থানার টহলদারি গাড়ির পুলিশ তাদের উদ্ধার করে প্রথমে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা প্রেমিকা তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং প্রেমিক যুবককের অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ জানিয়েছে মৃত যুবতীর নাম সাথী বাউরি (১৮) ও গুরুতর জখম তাপস লোহার (২১)। দুজনেরই বাড়ি গঙ্গাজলঘাটি থানার কেন্দুয়াডিহি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে সাথী ও তাপসের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। শনিবার সাথী শিবররাত্রীর পুজো দিতে এসে তাপসের বাইকে ঘুরতে বেরিয়েছিল। ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আটকাল মিছিল

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপির যুব মোর্চার মিছিল ময়নাগুড়িতে আটকে দেয় পুলিশ বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে যুব মোর্চার বাইক মিছিল। দুর্নীতি হাটাও পশ্চিমবাংলা বাঁচাও এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে বাইক মিছিল। এদিন বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সম্পাদক পলেন ঘোষের নেতৃত্বে ময়নাগুড়ি দুর্গা বাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে যুব মোর্চার কর্মীদের এই বাইক মিছিল আটকে দেয় বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোট পট্টি এলাকায় জমায়েত হয়। সেখান থেকে উত্তর এবং দক্ষিণ মন্ডল এলাকায় ট্যাবলো নিয়ে বিশাল এক মিছিল সংঘটিত করেন যুবমোর্চার কর্মীরা। মিছিল চলাকালীন ময়নাগুড়ি বিধানসভার অধীন ময়নাগুড়ি চ্যাংড়াবান্ধা দিনহাটা কোচবিহার ভোটপট্টি এলাকায় পুলিশ মিছিল আটকে দিলে পুলিশের সাথে বিক্ষোভ বিক্ষোভকারীদের বচসা বাধে। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে রাখে বিক্ষোভকারীরা। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। তবে কর্তব্য রাতে পুলিশ আধিকারিক এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। যা বলবেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি। ময়নাগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক ২ সভাপতি শিব শঙ্কর দত্ত বলেন, বিনা অনুমতিতে মিছিল।

মোবাইল চার্জ দিতে গিয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। আবারও ঘটনাস্থল নদীয়ার শান্তিপুর। মৃতা স্কুল ছাত্রীর নাম তৃষ্ণা হালদার। সে স্থানীয় একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, দিন দুয়েক আগেই জামা ইস্ত্রি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবলের। সেক্ষেত্রেও ঘটনাস্থল ছিল নদীয়ার শান্তিপুর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবরাত্রির দিন পুজো সেরে বাড়িতে ফেরার পর মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়েছিল ওই ছাত্রী। তখনই কোনওভাবে তড়িতাহত হয় ছাত্রীটি। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবরাত্রিতে ব্রত করেছিল ওই স্কুল ছাত্রী। সকালে এলাকার একটি মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে বাড়িতে ফেরে। তারপর ব্রত ভাঙার জন্য কিছু খেয়েই মোবাইল ফোনটি চার্জ দিতে গিয়েছিল সে। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে। ছাত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত গোটা পরিবার। এভাবে যে মেয়ের মৃত্যু হবে, তা ভাবতেই পারেননি পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, নদীয়ার ফুলিয়ার বেলঘড়িয়া শিবতলা পাড়া এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রীটির। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছাত্রীটি। তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরিবারের এক সদস্য জানান, শিবরাত্রি পুজো সেরে বাড়িতে ফেরার পর মোবাইল চার্জ বসাতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়ে তৃষ্ণা। এরপর বাড়িতেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। পরে ফুলিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, দিন দুয়েক আগেই একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল নদীয়ার শান্তিপুরে। জামা ইস্ত্রি করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক পুলিশ কর্মীর। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম অভীক মিত্র (৪৯)। তিনি নদীয়ার শান্তিপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাইগাছি ওস্তাগার পাড়া লেনের বাসিন্দা। নিজের ঘরের মধ্যেই তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

কবর থেকে দেহ তুলল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির কোরক হোমে মৃত কিশোরের দেহ কবর খুঁড়ে বের করাল সিবিআই। রবিবার সকাল সকাল কোচবিহারে পৌঁছে গিয়েছিলেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। সেখানে কিশোরের কবর খোঁড়া শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পুনরায় ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে দেহ তোলা হল। জলপাইগুড়ি কোরক হোমে কোচবিহারের টাপুরহাটের ওই কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। হোমের বাথরুম থেকে ওই আবাসিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। হোম কর্তৃপক্ষের দাবি ছিল, ওই কিশোর আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কিশোরের বয়স ভুল থাকায় সন্দেহ হয় বাড়ির লোকের। এর পরেই সত্য উদঘাটনের জন্য মৃতের পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবি করেন আদালতে। অবশেষে আদালতের দেহ পুনরায় ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তোলার নির্দেশ দেয়। রবিবার সকাল ৭টা ১০ নাগাদ সিবিআই আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। প্রায় তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে মৃতদেহ করব থেকে তোলার চেষ্টা করে। অবশেষে দেহ করব থেকে বের করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। এর আগে তদন্তের জন্য বুধবার সকালে কোরক হোমে পৌঁছায় সিবিআইয়ের বিশেষ দল। জুভেনাইল হোমের আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন। আগামী ১৩ মার্চের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, রাঙ্গালিবাজনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ারে রাত থেকে নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার। রবিবার জেলার মাদারিহাট থানার রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির কাছে মুজনাই নদীর তীরে একটি গাছের ডালে ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। মৃতের নাম কুমার রায়। দেহটি উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ারে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। পন্ডিতপাড়ার বাসিন্দা মানিক রায়ের ছেলে কুমার পেশায় দিনমজুর ছিলেন। তাঁর মা সঞ্জমায়া রাই জানান, প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ কারও সঙ্গে কথা বলতেন তাঁর ছেলে। পড়শিদের সন্দেহ, কুমারের রহস্যমৃত্যুর পেছনে প্রণয়ঘটিত কারণ থাকতে পারে। পারিবারিক সূত্রে খবর, শনিবার রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল কুমারকে। এরপরই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। সকালে তাঁর দেহ মেলে। কুমারের দিদি সুধা রায়ের বক্তব্য, মৃত্যুর যাবতীয় রহস্য কুমারের মোবাইল ফোনেই লুকিয়ে আছে। পুলিশের বক্তব্য, প্রাথমিক তদন্তে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

যুবকের লালসার শিকার বৃদ্ধা ভিক্ষুক

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ধর্ষণের ঘটনায় আবারও শিরোনামে নদীয়া। রানাঘাট, গাংনাপুরের পর এবার ঘটনাস্থল নবদ্বীপ। বছর ষাটের এক ভিক্ষুককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল স্থানীয় যুবকের বিরুদ্ধে। তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি শনিবার রাতের। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও শ্রীবাস অঙ্গনঘাট রোড লাগোয়া একটি বাড়ির বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধা। রবিবার সকালে স্থানীয়দের গোটা ঘটনাটি জানান তিনি। মহিলার অভিযোগ, রাতে রাহুল রায় নামে এক যুবক তাঁকে ধর্ষণ করে। স্থানীয়রা একথা শোনার পরই বৃদ্ধাকে পুলিশের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেই অনুযায়ী নবদ্বীপ থানায় যান তিনি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মহিলাকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আপাতত ওই বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। অভিযুক্ত রাহুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনা আরও একবার রানাঘাটের সন্ন্যাসিনী গণধর্ষণের মতো নৃশংস ঘটনা মনে করাল বলে মত স্থানীয়দের।

নব্যদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আদি তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দলের জন্য যাদেরকে পুলিশ কেস খেতে হয়েছে, আজ তারাই দল থেকে বঞ্চিত। দলে থেকে যোগ্য সম্মান টুকুও পাচ্ছেন না পুরাতন তৃণমূল কর্মীরা বলে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ চাঁচল বিধানসভার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বহর গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য নজিমুল হকের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন দলের কর্মীরাই। তৃণমূল কর্মীরা একরাশ ক্ষোভ উগড়ে জানান, পঞ্চায়েত সদস্য নজমুল হক কংগ্রেস থেকে জয়ী হয়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। তৃণমূলে যোগদান করার পর থেকেই পুরাতন তৃণমূল কর্মীদেরকে সরিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে চলছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত বুথের কোনো কর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা নেই। এর পূর্বে তার স্ত্রী কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা ছিলেন। দীর্ঘ দশ বছরে এলাকায় কিছুই উন্নয়ন হয়নি। এই দশ বছরে দুর্নীতির পাহাড় করে রেখেছেন নজমুল হক। ১০০ দিন প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা কাজ না করেই তুলে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তালিকায় পাকাবাড়ি, জমি ও গাড়ির মালিকদের নাম রয়েছে অথচ প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। কি আশায় তারা লোকের কাছে ভোট চাইতে যাবেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নতুন মুখ দেখতে চান তারা। পঞ্চায়েত সদস্য নাজমুল হক জানান, তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ মেনে সকলকে নিয়েই তিনি চলছেন। যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে তারাও একসময় কংগ্রেসে ছিল। সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দ্রুত সারিয়ে ফেলবেন।

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেনের সহযোগিতায় রবিবার বর্ধমান শহরে পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত হলো বিনা ব্যায়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দন্ত পরীক্ষা শিবির। প্রদীপ প্রজ্বালন করে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন।

Name Change

I, AINUL HOK MALLICK (old name) C/o ALAHI BUKSH MALLICK residing at R-190/1, Cotton Mill Lane, PS-Matiaburz, Kolkata-700024 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) AINUL HOQUE MALLICK (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 18/02/2023. AINUL HOK MALLICK and AINUL HOQUE MALLIC both are same and one identical person.

Name Change

I,Chandrima Pal Chowdhury (Old Name) W/o Uttam Kumar Pal,D/o Jyotirmoy Chowdhury Residing At 1B, Gagan Sarkar Road,Po-Beliaghata, Ps-Beliaghata,Kolkata-700010,WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Chandrima Pal(New Name) Dob-16/05/1964 vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata. on 17/02/2023.Chandrima Pal Chowdhury and Chandrima Pal both are same and identical person.

Name Change

I,Bapi Das(Old Name) S/o Sri Satyaranjan Das Residing At 75,Olai Chanditala,Po&Ps-Nimta, Dist-North 24 Parganas,Kolkata-700049, WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)Samiran Das(New Name) vide an affidavit sworn before the 1st judicial magistrate at Barrackpore on 12/11/2008. Bapi Das and Samiran Das both are same and identical person.

Name Change

I,Goutam Kumar Sen(Old Name) W/o Late Baneswar Sen Residing At Vill-Asda,Ps-Belda, west Medinipur -721445,WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)Gautam Sen(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata. on 17/02/2023.Goutam Kumar Sen and Gautam Sen both are same and identical person.

Name Change

I, Dipa saha (Old Name) d/o Narayan Chandra Saha residing at 43 Dakshindari road, Rishi Arobinda Colony Po-Sreebhumi North Twenty Four Parganas Kolkata- 700048 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as Dipa Das (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/01/2023.

Name Change

I,Nazrul Sekh(Old Name) S/o Rafikul Sekh Residing At Kadkhali, Po-Kadkhali, Ps-Saktipur, Murshidabad -742163, WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) Nazrul Sk(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata. on 17/02/2023.Nazrul Sekh and Nazrul Sk both are same and identical person.

Name Change

I,Mayrin nisha (Old Name) d/o Musref Mahammad Sekh residing at Vill- Ranisai Po-Ranisai Ps- Ramnagar East Medinipur -721446 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as Mayrin Shaikh d/o Shaikh Musref Mohammed(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at kolkata on 14/02/2023.

ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস লিখে ফেলল ভারত। হংকংকে হারিয়ে এশিয়া মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে শুক্রবারই নজির গড়েছিলেন ভারতীয় শাটলাররা। এই প্রতিযোগীতায় ভারত তাদের প্রথম ব্রোঞ্জ পদক জিতে ইতিহাস তৈরি করে ফেলল। সেমিফাইনালে অবশ্য চিনের কাছে ২-৩ ব্যবধানে হেরে ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। সেমিফাইনালে ভারত পুরুষ সিঙ্গলস, মহিলা সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস- সবেতেই ম্যাচ হেরেছে। ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে চিন। সেমিতে চিনের বিরুদ্ধে জয় পেলে সোনা জয়ের হাতছানি থাকত। কিন্তু সেটা করতে পারেনি ভারতীয় দল। চিনের বিরুদ্ধে ২-৩ ব্যবধানে হেরে যান লক্ষ্যরা। এইচএস প্রণয় হেরে যান চিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। মহিলাদের সিঙ্গলসে পিভি সিন্ধুও হেরে যান। তবে ভারত মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট থেকে প্রথম পদক পেল। হোক না সেটা ব্রোঞ্জ। প্রণয় মিক্সড টিম ইভেন্টে মাত্র ৪৫ মিনিটে হেরে যান। অন্যদিকে পিভি সিন্ধু, যিনি ধীরে ধীরে পুরো ফিট হয়ে উঠছেন, তিনিও হেরে বসে থাকেন। গোড়ালির চোটের কারণে সিন্ধু পাঁচ মাস কোর্টের বাইরে ছিলেন। সেমিতে একটি কঠিন লড়াইয়ে ২৪ বছরের তারকা এক ঘন্টা ১০ মিনিটে হেরে বসেন। ধ্রুব কপিলা এবং চিরাগ শেট্টির পুরুষদের মিক্সড ডাবলসে অবশ্য জয় পেয়েছেন। তাঁরা জি টিং ও ঝো হাও ডংকে ২১-১৯, ২১-১৯ এ হারিয়েছেন। এ দিকে তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ মহিলা ডাবলসে ২১-১৮, ১৩-২১, ২১-১৯ এ হারান লিউ শেং শু ও তান নিং জুটিকে। সেই সঙ্গে ভারত ২-২ সমতা ফেরায়। ভারতকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের দৃষ্টি ছিল মিক্সড ডাবলস জুটির দিকে। ইশান ভাটনাগর এবং তানিশা ক্র্যাস্টোর ছিলেন ভরসা। কিন্তু তাঁরা জিয়াং জেন ব্যাং এবং ওয়েই ইয়া জিনের কাছে মাত্র ৩৪ মিনিটে উড়ে যান। খেলার ফল চিনা জুটির পক্ষে ২১-১৭, ২১-১৩। ফলে সেমিতে ভারত ২-৩ হেরে বসে থাকে। এর আগে শুক্রবার ভারত হংকংকে ৩-২ এ পরাজিত করে একটি অসাধারণ প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং সেমিফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছিল। পাশাপাশি সেমিতে উঠেই তারা মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে প্রথম বারের মতো পদক নিশ্চিত করে ফেলেছিল।

পূজারাকে উপহার

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নিজের ১০০তম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন ভারতের সিনিয়র ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারা। এই ম্যাচটিতে স্মরণীয় করে রাখতে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ম্যাচের শুরুতে গার্ড অফ অনার দেন পূজারাকে। সেই সঙ্গে ম্যাচের শুরুতে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে। বিশেষ স্মারক তুলে দেওয়া হয় পূজারার হাতে। ম্যাচও জিতে নেয় ভারত। ম্যাচের শেষে বিশেষ চমকটি আসে অস্ট্রেলিয়ার দল থেকে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স অস্ট্রেলিয়া দলের সব ক্রিকেটারদের সই করা একটি টেস্ট জার্সি উপহার দেন পূজারাকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সেই উপহার দেওয়া মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছে।

আড়াই দিনে রাজধানীতে অজি বধ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট মাত্র আড়াই দিনে পকেটে পুরে নিল ভারত। সকালেই অস্ট্রেলিয়াকে দুরমুশ করে ম্যাচে চালকের আসনে বসেছিলেন রোহিতরা। লাঞ্চের পর জয়োর জন্য প্রয়োজনীয় ১১৫ রান তুলে সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। অস্ট্রেলিয়াকে বিরাট-রেহিতরা হারিয়ে দিলেন ৬ উইকেটে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার ঘূর্ণিতে অস্ট্রেলিয়া কুপোকাত হয়ে যায় তৃতীয় দিনের সকালেই। লাঞ্চের আগেই অস্ট্রেলিয়া অল আউট হয়ে যায় মাত্র ১১৩ রানে। তারপর ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেট খুইয়ে প্রয়োজনীয় ১১৫ রান তুলে নেয় ভারত। শেষ বলে চার মেরে ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন পূজারা। ভারতের রান দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ১১৮। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। তারপর তৃতীয় দিনে যে এত সহজে ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলতে পারবে ভারত, তা ভাবেননি সমর্থকরা। অশ্বিন ও জাদেজার বল দ্বিতীয় দিনে যেমন খেলছিলেন হেড বা খোয়াজা, তৃতীয় দিনে এমন অসহায় আত্মসমর্পণ করবে ভাবা যায়নি। প্রথমে অশ্বিন, তারপর জাদেজা ধসিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়াকে। জাদেজা সাত উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ১১৩ রানে মুড়িয়ে দেন। জাদেজা ১২.১ ওভারে ৪২ রান দিয়ে নেন সাত উইকেট। আর তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিতে রবিচন্দ্রন অশ্বিন নেন ১৬ ওভারে ৫৯ রানের বিনিময়ে তিন উইকেট। ১০টি উইকেটই যায় স্পিনারদের ঝুলিতে। ১১৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে প্রথমেই ওপেনার কে এল রাহুল (১)-এর উইকেট খুইয়ে বসে। এরপর অপর ওপেনার অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও চেতেশ্বর পূজারা ভারতকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। একদিনের মেজাজে ব্যাট করে ২০ বলে ৩১ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান রোহিতও। রোহিত রান আউট হন। তারপর ক্রিজে আসেন কোহলি। চেতেশ্বর পূজারার সঙ্গে জুটি বেঁধে বিরাট কোহলি জয়ের লক্ষ্যে এগোতে থাকেন। কিন্তু মার্ফির বলে স্ট্যাম্প হয়ে যান তিনি। ৩১ বলে ২০ রান করার পথে তিনি শচিনের রেকর্ড ভেঙে দেন। দ্রুততম ২৫ হাজার আন্তর্জাতিক রান করার রেকর্ড এখন বিরাটের ঝুলিতে। এরপর শ্রেয়াস আইয়ার নেমেও সুবিধা করতে পারেননি। তিনি ১০ বলে ১২ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরার পর শ্রীকর ভরত (২৩)কে সঙ্গে করে ভারতকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেন পূজারা। পূজারা ৩১ রান করেন। এই রান করতে তিনি ৭৪ বল খেলেন। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ভারতকে বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে একটা সময় ১৩৯ রানে সাত উইকেট খুইয়ে ধুঁকছিল ভারত। তারপর অশ্বিন ও অক্ষর প্যাটেল জুটি ভারতকে সেই ভরাডুবি থেকে রক্ষা করে। ভারতকে তারা সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দেয়। তারপর তৃতীয় দিনে বল হাতে সেই অশ্বিন আর জাদেজা ভারতকে জয়ের দিশা দেখান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পথে দিল্লি টেস্ট জিতে ভারত এগিয়ে গেল। এই জয়ের ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও আরও একধাপ এগোলেন রোহিতরা। চার টেস্টের সিরিজ ভারতকে জিততে হবে ৩-১ ব্যবধানে। তাহলেই তারা এক নম্বর দল হিসেবে পৌঁছে যাবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। এদিন অস্ট্রেলিয়াকে ভারত হারাতেই এই লড়াই থেকে ছিটকে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছনোর লড়াই ছিল মূলত চারটি দলের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়া ও ভারত ছিল যথাক্রমে এক ও দুই নম্বর স্থানে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থেকে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এদিন সেই লড়াই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিটকে গেল ভারত অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় টেস্টে হারিয়ে দেওয়ায়। নাগপুর টেস্টে জয়ের পর দিল্লি টেস্টেও ভারত জয়ী হয়েছে। আড়াই দিনে শেষ হয়ে গিয়েছে লড়াই। এর পর দক্ষিণ আফ্রিকা যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও জয়ী হয়, তবুও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দুই স্থানে পৌঁছতে পারবে না। এখন মূলত লড়াই অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে। ভারত যদি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ দুটি টেস্টের একটিতে জয়ী হয়, তবে তারা শ্রীলঙ্কার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। নিশ্চিত হয়ে যাবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টিকিট। ভারত পরের ম্যাচ জিতে গেলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই জারি থাকবে অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে। তখন ভারত এক নম্বর স্থানে চলে যাবে। অস্ট্রেলিয়া নেমে যাবে দ্বিতীয় স্থানে। সেক্ষেত্রে তাদের পরের ম্যাচ জিততেই হবে। নতুবা শ্রীলঙ্কার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ৩-১, ৩-০, ৪-০ জিতলে সরাসরি চলে যাবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। এমনকী ২-০, ২-১ বা ২-২ ফলে জিতলেও ফাইনালে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রীলাঙ্কাকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২ টেস্টের সিরিজে একটিতে হারতে হবে বা ড্র করতে হবে। আবার অস্ট্রেলিয়াও ভারতের কাছে চারটি টেস্টে হেরেও ফাইনালে যেতে পারে। ভারতের কাছে চার টেস্টে হারার পর শ্রীলঙ্কার যদি নিউজিল্যান্ডকে দুটি টেস্টে হারায় তখনই কেবল ছিটকে যাবে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কাকে ফাইনালে যেতে গেলে হয় অস্ট্রেলিয়াকে চারটি টেস্টেই হারতে হবে নতুবা ভারতের আর জেতা চলবে না এবং উভয়ক্ষেত্রেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-০ সিরিজ জিততে হবে শ্রীলঙ্কাকে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও আরও একধাপ

শচিনকে পেছনে ফেললেন বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আরও একটি রেকর্ড গড়লেন বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিযার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ২৫ হাজার রানের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। শচিনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এই কীর্তি স্থাপন করলেন বিরাট। তবে শচিনের রেকর্ডে তিনি শুধু ভাগই বসালেন না, টেক্কাও দিলেন। গড়লেন নয়া কীর্তি। শচিনকে টেক্কা দিয়ে বিরাট ছুঁলেন মাইলস্টোন বিরাট কোহলি এই ২৫ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছলেন শচিনের থেকে কম ইনিংস খেলে। অর্থাৎ সেই দিক দিয়ে বিরাট হলেন দ্রুততম ২৫ হাজার রান গড়ার অধিকারী। শচিন তেন্ডুলকার, রিকি পন্টিংদের ছাপিয়ে তিনি দ্রুততম ২৫ হাজার রানের মালিক হলেন বিরাট কোহলি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৫ হাজার রান করতে শচিন নিয়েছিলেন ৫৭৭ ইনিংস। শচিনের থেকে ২৮টি কম ইনিংস খেলেই বিরাট কোহলি ২৫ হাজার রান সংগ্রহ করে নিলেন। বিরাটের ২৫ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছতে লাগল ৫৪৯ ইনিংস। সেইসঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুতম ২৫ হাজার রানের মালিক বনে যান। ভেঙে দেন শচিনের রেকর্ড। দিল্লি টেস্টে দ্বিতীয় টেস্টে বিরাট কোহলির এই মাইলস্টোনে পৌঁছতে দরকার ছিল ৫২ রান। প্রথম ইনিংসে তিনি ৪৪ রান করেছিলেন। ফলে এই ইনিংসে বিরাটের ২৫ হাজার রানে পৌঁছতে দরকার ছিল ৮। এদিন ৮ রানে পৌঁছনো মাত্রই বিরাট কীর্তি স্থাপন হল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। বিরাট টপকে গেলেন শচিনকেও।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্টে প্রথম ইনিংসে আউট হওয়ার পর ডিআরএস নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিরাট। তারপর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তিনি বাজেভাবে আউট হলেন মার্ফির বলে। এগিয়ে এসে ডিফেন্স করতে গিয়ে মিস করেন বিরাট। উইকেটকিপার তাঁর উইকেট ভেঙে দেন। ২০ রান করেই তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়। মার্ফির বলে স্টাম্পড আউট হওয়ার ফলে টেস্টে প্রথমবার সেভাবে আউট হয়েছেন বিরাট। অর্থাৎ ১০৬ টি টেস্টে প্রথমবার স্টাম্পড আউট হয়েছেন বিরাট। যিনি টেস্টে ৮,১৯৫ রান করেছেন। সর্বোচ্চ অপরাজিত ২৫৪ রান করেছেন। শুধু তাই নয়, আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৫,০০০ রানের মাইলস্টোন পার করেছেন বিরাট। শচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ভেঙে দ্রুততম সেই মাইলস্টোন পার করেছেন।

এখনও সুযোগ হরমনপ্রীতদের সামনে

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম ২ ম্যাচে হারিয়ে চলতি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। তবে ইংল্যান্ডের কাছে তৃতীয় ম্যাচ হেরে ধাক্কা খায় হরমনপ্রীত কউরদের বিশ্বকাপ অভিযান। ইংল্যান্ডকে হারালে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত ছিল ভারতের। তবে নিজেরাই হেরে বসায় তুলনায় কঠিন হল হরমনপ্রীতদের রাস্তা। যদিও সেমিফাইনালের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি ভারতের সামনে। ভারত শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আইরিশদের হারালে হরমনপ্রীতদের পয়েন্ট দাঁড়াবে ৬। পাকিস্তান যদি তাদের শেষ ২টি ম্যাচের (ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে) অন্তত ১টি হারে, তবে তারা ৪ পয়েন্টে আটকে যাবে। সেক্ষেত্রে ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়া আটকাবে না। ভারত যদি তাদের শেষ ম্যাচ জেতে এবং পাকিস্তান তাদের শেষ ২টি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডকে হারায়, সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তান, তিন দলের পয়েন্ট দাঁড়াবে সমান (৬ পয়েন্ট করে)। তখন নেট রানরেটে দুই সেমিফাইনালিস্ট নির্ধারিত হবে। মনে রাখা উচিত, ভারতের থেকে পাকিস্তানের নেট রানরেট ভালো। তাই ভারতকে শেষ ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় তুলে নিতে হবে। ভারত যদি শেষ ম্যাচ হারে এবং পাকিস্তান যদি তাদের শেষ ২টি ম্যাচের অন্তত ১টি হারে, সেক্ষেত্রে উভয় দলের (পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারলে ক্যারিবিয়ানদেরও) পয়েন্ট দাঁড়াবে ৪। সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে এবং রানরেটে দ্বিতীয় সেমিফাইনালিস্ট নির্ধারিত হবে।

ময়দানে ধুন্ধুমার

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবাসরীয় দুপুরে হকি ডার্বিকে ঘিরে রীতিমতো রণক্ষেত্র পরিস্থিতি মহামেডান মাঠে। হাতাহাতিতে জড়ালেন ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের সমর্থকরা। খবর করতে গিয়ে ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েকজন সাংবাদিকও। এদিন হকি লিগে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। যে ডার্বি ঘিরে দুই দলের সমর্থকদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু ম্যাচ চলাকালীনই রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, মোহনবাগান সমর্থকদের বসার জন্য গ্যালারির একটি নির্দিষ্ট অংশ ধার্য হয়েছিল। সেই গ্যালারির সামনের দিকেই লাল-হলুদ কর্তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগ, ম্যাচ শুরু হওয়ার পর সবুজ-মেরুন সমর্থকদের দিক থেকে কটূক্তি উড়ে আসে। হকি সংক্রান্ত কথা ছাড়াও ফুটবলের নানা বিষয় নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের কটাক্ষ করা হয় বলে অভিযোগ। অনেক বাগান সমর্থক আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের খারাপ পারফরম্যান্স নিয়ে খোঁচা দেন। অনেকে আবার পুরনো একটি বাতিল হওয়া ম্যাচের টিকিটের দাম ফেরত চান। বাগান সমর্থকদের পালটা দিতে ছাড়েননি লাল-হলুদ কর্মকর্তাদের সঙ্গে থাকা সদস্য-সমর্থকরাও। আর এই বচসার পরই ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। জানা যায়, একে অপরের দিকে জলের বোতল, ইট ছুঁড়তে থাকেন দুই দলের সমর্থকরা। বচসা গড়ায় হাতাহাতি, ধস্তাধস্তিতে। ইস্টবেঙ্গল কর্তা নীতু সরকার ও মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্তও সে সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এরপর মাউন্টেড পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সব মিলিয়ে ছুটির দিনে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কলকাতা ময়দান।

খারাপ ফর্মের জেরে পদ গেল রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২অ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ খারাপ ফর্মের জেরে কি টেস্টে দলের সহ-অধিনায়কত্ব গেল কেএল রাহুলের! অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এবং চতুর্থ টেস্টের জন্য ভারতের দল ঘোষণার পর এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তরফে যে দল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে সহ-অধিনায়ক হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করা হয়নি। অথচ দিনকয়েক আগেই শ্রেয়স আইয়ারকে যখন দ্বিতীয় টেস্টের দলে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেছিল বিসিসিআই, তখন রাহুলের নামের পাশে সহ-অধিনায়ক জ্বলজ্বল করছিল। যদিও ব্যাটার হিসেবে তৃতীয় টেস্টের দল থেকে যে রাহুল বাদ পড়ছেন না, তা কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রবিবার দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্টের পর রোহিত জানান, যে খেলোয়াড়দের প্রতিভা আছে বলে মনে করা হয়, তাঁদের বেশি সময় খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। রোহিত বলেন, এটা শুধু কেএলের (রাহুল) ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়, এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে। আমাদের দলের

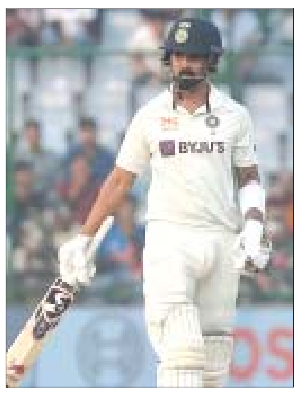

থেকে এটা স্পষ্ট যে আমরা মাঠে নেমে নিজেদের খেলাটা দেখতে চাই। কোনও নির্দিষ্ট খেলোয়াড় কী করছে, সেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। প্রত্যেকে কীভাবে একসঙ্গে মাঠে নেমে নিজেদের উজাড় করে দেয়, সেটা হচ্ছে মূল বিষয়। রোহিত বলেন, ভারতের বাইরে ও যে দুটি শতরান করেছে, সেটার দিকে যদি দেখেন, তাহলে ওটা কেএল রাহুলের অন্যতম সেরা ইনিংস। বিশেষত লর্ডসের ওই পিচের (রানটা অসাধারণ ছিল)। ইংল্যান্ডে খেলা একেবারেই সহজ নয়। ও ওখানে দুর্দান্ত খেলেছিল এবং শতরান করেছিল। ভারতীয় দলের অধিনায়ক আরও বলেন, ওর যে প্রতিভা আছে, সেটা দেখতে হবে। অনেক কথাবার্তা চলছে। আমার দিক থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে আমরা ওকে মাঠে নামাতে চাই। ও নিজের খেলাটা খেলুক এবং নিজের সেরাটা উজাড় করে দিক, সেটা চাই। বছরের পর বছর ধরে আমরা ওকে ওটাই করতে দেখেছি। যদিও কে কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিল, তা দিয়ে এখনও তাঁকে বিচার করার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকে। তাঁদের বক্তব্য, রিজার্ভ বেঞ্চে শুভমন গিলকে বসে থাকতে হচ্ছে। যিনি সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত ছন্দে আছেন। আর রাহুলকে খেলানোর জন্য যে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, সেই যুক্তিতে তো গিলকেও খেলানো উচিত। কারণ ২০২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার দুর্দান্ত খেলেছিলেন। গাববায় ৯১ রান করেছিলেন। তবে ভারতীয় দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেছেন, ও (রাহুল) দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডে শতরান করেছে। এটা একটা পর্যায় চলছে স্রেফ। ও বিদেশের মাটিতে আমাদের অন্যতম সফল ওপেনার।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টের দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), কেএল রাহুল, শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, কেএস ভরত (উইকেটকিপার), ইশান কিষান (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, উমেশ যাদব এবং জয়দেব উনাদকাট।

ঘরের মাঠে সৌরাষ্ট্রের কাছে হেরে ফের স্বপ্নভঙ্গ বাংলার

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও ব্যর্থ হল বাংলা। সৌরাষ্ট্রের কাছে হেরে বাংলার স্বপ্নভঙ্গ হল। ৩৩ বছর পর রঞ্জি জয় অধরাই রয়ে গেল বাংলার। ঘরের মাঠে মনোজ-লক্ষ্মীরা ব্যর্থ হলেন বাংলাকে ভারত সেরার শিরোপা এনে দিতে। আবারও সৌরাষ্ট্রের কাছে হার মানতে হল বাংলাকে। শেষ রক্ষা হল না। ৯ উইকেটে বাংলাকে হারিয়ে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হল সৌরাষ্ট্র। ৩৩ বছরের প্রতীক্ষার অবসান হল না এবারও। আরও দীর্ঘায়িত হল প্রতীক্ষা। আবারও ফাইনালে উঠে হার মানতে হল বাংলাকে। সৌরভ থেকে লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মনোজ তিওয়ারি কেউই পারলেন না বাংলার রঞ্জি ট্রফি খরা কাটাতে। ঘরের মাঠে সৌরাষ্ট্রের কাছে লজ্জার হার মানতে হল মনোজ তিওয়ারিদের। লক্ষ্মীরতন শুক্লার কোচিংয়ে এবং মনোজ তিওয়ারির অধিনায়কত্বে বাংলা রঞ্জি জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। একের পর এক রাজ্যকে হারিয়ে বাংলা পৌঁছে গিয়েছিল রঞ্জি ফাইনালে। ২০২০-র পর আবার ২০২৩-এ বাংলা সৌরাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়। এবার তারা নিজেদের ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হল। জয়দেব উনদকাট ও চেতন সাকারিয়ার বোলিংয়ের জবাব ছিল না বাংলার ব্যাটসম্যানদের সামনে। প্রথম দিনের প্রথম সেশন থেকে বাংলা ব্যর্থ। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে বাংলা। ১৭ রানেই খোয়াতে হয় চার উইকেট। সেখান থেকে শাহবাজ আহমেদ (৬৯) ও অভিষেক পোড়েল (৫০)-এর লড়াইয়ে ভর করে ১৭৪ রানে পৌঁছয় বাংলা। তবে এরপর বাংলার বোলিংকে ছিন্নভিন্ন করে সৌরাষ্ট্র ৪০০-র উপর রান করে। ২৩০ রানে পিছিয়ে থেকে বাংলা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। কিন্তু বাংলার টপ অর্ডার আবার ব্যর্থ। তবে হাল ধরেন মনোজ তিওয়ারি ও অনুষ্টুপ মজুমদার। দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের ব্যাটে যখন লড়াইয়ে ফেরার আশা জাগছে, তখনই অনুষ্টুপের উইকেট খুইয়ে বসতে হয় বাংলাকে। শাহবাজ রান আউট হতেই আশা শেষ চতুর্থ দিনে ক্রিজে নামে বাংলার দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান মনোজ তিওয়ারি ও শাহবাদ আহমেদ। কিন্তু একটা ভুল বোঝাবুঝিতেই সব শেষ হয়ে যায়। যেখানে মাটি কামড়ে লড়াইয়ের দরকার, সেখানে দিনের শুরুতেই রান আউট হয়ে যান শাহবাজ আহমেদ। তখনই নড়ে যায় বাংলার লড়াকু মানসিকতা। এরপরই ফেরেন মনোজ তিওয়ারি। বাংলার ইনিংস হার যখন অবধারিত, তখন দশম উইকেটে মুকেশ কুমরা আর ঈশান পোড়েল যোগ করেন ৩৬ রান। ফলে ইনিংস হার এড়ানো সম্ভব হয় বাংলার। সৌরাষ্ট্রের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১২ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কোনো স্কোর না করেই উইকেট খুইয়ে বসে সৌরাষ্ট্র। তারপর ১২ রান তুলে নিতে তাদের আর অসুবিধা হয়নি। ফলে ফের একবার বাংলাকে হারিয়ে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারত সেরার শিরোপা মাথায় তুলে নিল সৌরাষ্ট্র। ইডেনের রঞ্জি ফাইনালে হেরেও বাংলা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি কৃতজ্ঞতা জানান বিসিসিআইকে। তাও আবার এমন এক কারণে, যার জন্য তাঁদের ম্যাচ হারতে হয় বললে মোটেও ভুল বলা হয় না। আসলে প্রতিপক্ষ দলের যে ক্রিকেটার বাংলার হাত থেকে ফাইনাল ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়ে যান, তাঁকে রঞ্জি ফাইনাল খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে সাধুবাদ জানান তিওয়ারি। রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সৌরাষ্ট্র দল ও ক্যাপ্টেন জয়দেব উনাদকাটকে অভিনন্দন জানান মনোজ। সেই সঙ্গে উনাদকাটকে ভারতের টেস্ট স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দিয়ে রঞ্জি ফাইনাল খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান বিসিসিআইকে। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে মনোজ বলেন, প্রথমেই আমি রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য জয়দেব উনাদকাটকে ও সৌরাষ্ট্র দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই বিসিসিআইকে। ভারতীয় বোর্ড উনাদকাটকে জাতীয় স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দিয়ে রঞ্জি ফাইনাল আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলে। এটা অত্যন্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, ইডেনে জয়দেব উনাদকাট দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯টি উইকেট নিয়ে রঞ্জি ফাইনালের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতেন। প্রথম ইনিংসে ৪৪ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট নেন জয়দেব। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৫ রান খরচ করে ৬টি উইকেট দখল করেন তিনি। এখনও পর্যন্ত সব থেকে বেশিবার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। এই তথ্য ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কারও অজানা নয়। বম্বে ও মুম্বই এই দুই নামে তারা মোট ৪১ বার রঞ্জি খেতাব ঘরে তোলে। তবে অনেকেই হয়ত জানেন না যে, সব থেকে বেশিবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে হেরেছে কারা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সেই হতাশাজনক রেকর্ড রয়েছে বাংলার নাম। এখনও পর্যন্ত সব থেকে বেশি ১৩ বার রঞ্জি ট্রফিতে রানার্স হয়েছে বাংলা। এই নিয়ে মোট ১৫ বার রঞ্জির ফাইনালে ওঠে বাংলা। ১৯৩৮-৩৯ মরশুমে প্রথমবার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলা। তারা শেষবার রঞ্জি খেতাব জেতে ১৯৮৯-৯০ মরশুমে। বাকি ১৩ বার ফাইনালে হেরে যায় বাংলা। সেই নিরিখে বলাই যায় যে, রঞ্জির শেষ হার্ডলে আটকে যাওয়া অভ্যাসে পরিণত করেছে বাংলা ক্রিকেট দল। এই রেকর্ড অবশ্য আগেই বাংলার দখলে ছিল। এবার সৌরাষ্ট্রের কাছে হেরে সংখ্যাটা আরও বাড়িয়ে নেন মনোজরা। বাংলা ছাড়া আর একটি মাত্র দলের রঞ্জি ফাইনাল হারের সংখ্যা দুই অঙ্কে পৌঁছেছে। তামিলনাড়ু মোট ১০ বার রঞ্জি ট্রফিতে রানার্স হয়। যদিও তারা তিনবার রঞ্জি ফাইনালে হারে মাদ্রাস নামে মাঠে নেমে। রাজস্থান ও দিল্লি মোট ৮ বার করে রঞ্জি ট্রফিতে রানার্স হয়। বাংলা ১৯৩৬-৩৭ মরশুমে প্রথমবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে ওঠে। সেবার তারা হেরে যায় নওয়ানগরের কাছে। দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠে বাংলা সাদার্ন পাঞ্জাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। বাংলা শেষবার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয় ফাইনালে দিল্লিকে হারিয়ে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615